# TATTWA-DARSAN

OR

A Treatise on Vedanta philosophy expounding the psychological view of man or the realization of the Divine through the every-day performance of his life.

The Vedas are the Books of true knowledge, and that the present degeneracy of India is mainly due to the want of the proper study of them and the adoption of their dictates.

BY

YOGANANDA SARASWATI.

PUBLISHED BY

TRAN NATH BANDYOPADHYAYA



# তত্ত্বদর্শন।

"প্রপঞ্চ যদি বিদ্যেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ।
মায়া মাত্র মিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ॥"

যোগানন্দ সরস্বতী—প্রণীত।

শ্রীপ্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা;

১১৪ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,

নববিভাকর যন্ত্রে, শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা
মুদ্রিত।

৫০০৪ কল্যাব্দ।

মূল্য এক টাকা। Price one Rupee.

# ভূমিকা।

সুখ প্রাপ্ত হইবে বলিয়াই লোকে সাধারণতঃ কার্য্য করিয়া থাকে; কিন্তু সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ উপস্থিত হইবে, ইহা জানিলে, কেহই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইত না। অতএব কার্য্য প্রবৃত্তির মুখ্য উদ্দেশ্য দুঃখ অসংভিন্ন সুখ প্রাপ্তি, নিরতিশয় সুখ লাভ। যাহার অতিশয় নাই, তাহার নাম নিরতিশয়; কিন্তু জাগতিক তাবৎ সুখই সাতিশয়, কেননা তাহাদের অতিশয় আছে—উত্তরোত্তর উৎকর্ষাপকর্ষ আছে। যাহার অতিশয় আছে, তাহাই স্বল্প, তাহাই পরিচ্ছিন্ন, তাহাই মর্ত্ত্য এবং জগৎ পদের বাচ্য; অতএব জগৎ অসংস্পৃষ্ট অপরিচ্ছিন্ন অমৃতময় ভূমাপুরুষই নিরতিশয় সুখাধার স্বরূপ। সংসারানল সন্তপ্ত ভ্রাতৃবর্গের উপকারার্থে জীবের চরম লক্ষ্য বেদান্ত বেদ্য সেই নিরতিশয় ভূমানন্দের কিঞ্চিৎ আভাস এই "তত্ত্বদর্শন" শীর্ষক পুস্তকে দেবপূজাদি ব্যপদেশে প্রদর্শিত হইল; ভরসা করি ইহা অনেককে প্রবুদ্ধ করিবে। কিমধিক লেখেন বুদ্ধি মদ্বর্য্যেষু।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯ }
পাণিহাটী-২৪ পরগণা। }

প্রকাশক।
শ্রীত্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

## PREFACE.

Religion is not in the intellect, in talk and so forth; but in knowing and seeing God. The pure and stainless man sees God even in this life: and becomes happy for ever: (ন স পুনরাবর্ত্ততে)। Hence the undersigned confidently urges on the necessity of every person who has the welfare of India at heart, especially those gentlemen, who are present to-day at this meeting, coming forward to study and promulgate the vedic doctrines, the true gates of His knowledge and real happiness.

PANIHATI. }
*The 1st June, 1902.* }

TRAN NATH BANERJI
*Publisher.*

# সূচীপত্র

তীর্থ। (৯৩) মহাপুরুষ কাহারা? (৯৩—৯৬) সলিলের পাপনাশকত্ব এবং মুক্তিদাতৃত্ব শক্তি আছে কি না? এ বিষয়ে যৌক্তিক ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং আচার্য্য শঙ্করের সহিত জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথোপকথন। (৯৭—৯৮) বেদে নদ্যাদি কি ভাবে সংস্তুত হইয়াছে তাহার কথা। (১০০) কাশীর বিবরণ। (১০১) কাশী শব্দের গৌণ ও মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা। (১০১) কাশীকে শিবের ত্রিশূলের উপর বলে কেন? (১০২) "কাশীতে মরিলে শিব হয়" ইহার অর্থ কি? (১০২) শিব কে? (১০৪) প্রয়াগ স্নানের গৌণ ও মুখ্যার্থ। (১০৫) কাশীকে অবিমুক্ত এবং অপুনর্ভবভূমি বলে কেন? (১০৭) বারাণসী শব্দের গৌণ ও মুখ্যার্থ। (১০৭) চক্র ভেদের সাধারণ বিধি। (১০৮) ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে কাশী শব্দের প্রয়োগ আছে। (১০৯) কাশীতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয়। (১১০—১১১) কাশী তিনটী। উত্তর ভারতের কাশী বারাণসী। পশ্চিম ভারতের কাশী—পঞ্চবটী এবং দক্ষিণ ভারতের কাশী—শ্রীকোলাস্ত্রী বা কালহস্তী ইহা ভিন্ন রামনগরের ব্যাসকাশী। (১১১) গয়ার বিবরণ। (১১২) বেদাদিতে গয়া শব্দের ব্যবহার ও তাহার ব্যাখ্যা। (১১৩) গয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম, পরে ব্রাহ্মণদিগের অভ্যুদয়। (১১৩) ধেনুকতীর্থে গোবৎসের পদ চিহ্ন এবং উদ্যন্ত পর্ব্বতে সাবিত্রীর পদ চিহ্ন পূজার কথা। (১১৩—১১৪) ব্রাহ্মণদিগের (পাণ্ডাদিগের) দ্বারা বিষ্ণু পাদপদ্মাদি সংস্থাপন এবং গয়া মাহাত্ম্য রচনা করিয়া পুরাণাদিতে সংযোজন। (১১৪) দারুব্রহ্ম বা জগন্নাথদেবের কথা। (১১৫) শবর দেশ। (১১৫) শবর জাতির বিবরণ। (১১৭) পাণ্ডবদিগের নীলাচলে আগমন ও সমুদ্রোপকূলে মহাবেদীতে (উপকূলের উচ্চ ভূখণ্ডে) ব্রহ্মোপাসনা। (১১৮) বিষ্ণুব্রহ্মের উপাসক আর্য্যদিগের উৎকলে আগমন। এবং মহাবেদীতে দারুময়ী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি সংস্থাপন। এই চতুর্ভুজ মূর্ত্তিই কালে জগন্নাথ বা দারুব্রহ্ম নামে খ্যাত হয়। এ বিষয়ে শাস্ত্রীয়

প্রমাণাদি। (১১৯) উৎকলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম। (১২০) যবদ্বীপ-বাসী রক্তবাহুর উৎকল আক্রমণ। (১২০) মাদ্‌লা পঞ্জীর কথা। (১২১) রাজিম, শ্রীপুর দুর্গ, কটক প্রভৃতি স্থানে শবর রাজাদিগের রাজধানী ছিল। (১২০—১২১) জগন্নাথ লইয়া মহারাজ শিবগুপ্তের পলায়ন এবং তাঁহার রাজধানী রাজিমে জগন্নাথ সংস্থাপন। (১২১) প্রাচীন কালে ষ্টীমারাদি সদৃশ যানের ব্যবহারের কথা। (১২২) পাতালপুরে বা আমেরিকাতে আর্য্য নিবাসের কথা। (১২২) পৃথিবী পর্য্যটনের কথা (Tour round the world). (১২৩—১২৪) রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নীলাচলে জগন্নাথের পুনঃ স্থাপন। (১২৪) জগন্নাথদেবের পূজক ও সূপকারের কথা। (১২৫—১২৭) মহাপ্রসাদ ভক্ষণ প্রথা। ইহা প্রাচীন কি আধুনিক। (১২৭) জগন্নাথের শবর সূপকারদিগের যজ্ঞোপবীত ধারণ। (১২৮) জগন্নাথ সম্বন্ধে দেশীয় (উড়িষ্যার) সংগ্রহকারদিগের অভিমতি। (১২৯) জগন্নাথের বর্ত্তমান মন্দিরের কথা। (১৩০) যবন সেনাপতি কালাপাহাড়ের উৎকল আক্রমণ, এবং জগন্নাথাদিকে দগ্ধ করণ এবং অর্দ্ধ দগ্ধাবস্থায় তাহা সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করণ। সেই অর্দ্ধ দগ্ধ মূর্ত্তিগুলি লইয়া বেসর মোহান্তের কুজঙ্গে পলায়ন। (১৩০—১৩১) বর্ত্তমান মূর্ত্তি সেই অর্দ্ধ দগ্ধ মূর্ত্তির আদর্শ। (১৩১) জগন্নাথ সম্বন্ধে দেশীয় ও পাশ্চত্য প্রত্নবিদদিগের অভিমতি। তাহাদের অভিমতি সমীচীন নহে। (১৩২) বর্ত্তমানে পুরীর রাজাই দেব সেবক। (১৩২—৩৩) "রথস্থ বামনং দৃষ্টা" এই প্রবাদ বাক্যের গৌণ ও মুখ্য অর্থের ব্যাখ্যা ! (১৩৪—৩৫) জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হয় না—এ বিষয়ে যৌক্তিক ও শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি, (১৪০) ব্রাহ্মী ও পিতৃতীর্থাদির কথা। (১৪৩) রাষ্ট্রসম্পৎ তীর্থ কি ? গৌণ অর্থ মিথ্যা। (১৩৯) মুখ্য অর্থই সত্য। মুখ্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল গৌণ গ্রহণেই বর্ত্তমান সমাজের দুরাবস্থা এবং অবনতির কারণ। (১৪২)

দীক্ষা ও গুরু মাহাত্ম্য—যথা ১৪৩

(১৪৩—৫৮) বৈদিক দীক্ষা ও তাহার ব্যাখ্যা। (১৪৪) ব্রত বিষয়ে আচার্য্য যাস্কের অভিমতি। (১৪৫—৪৬) গৌণ ও মুখ্য ব্রত কথা। (১৪৭) উপবাস শব্দের গৌণ ও মুখ্যার্থের ব্যাখ্যা। (১৪৭) কর্ম্মেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ গৌণ এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ মুখ্য। একাদশী ব্রত কথা। (১৫১) অভ্যাস কাহাকে বলে? শরীর দিয়া অভ্যাসের কথা। গৌণের নিগ্রহে মুখ্য নিগৃহীত হয় না। গৌণ নিগ্রহ মিথ্যাচার বিশেষ। (১৫৩) ব্রহ্ম বিদ্যার অন্তরঙ্গ সাধন—সাধন চতুষ্টয়ের কথা। জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি ভারতের তাবৎ ধর্ম্মই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মমূলক। (১৬৩) আচার্য্য শঙ্কর এবং মণ্ডন মিশ্রের কথা। (১৬৩—৬৪) তান্ত্রিকী দীক্ষা প্রচলনের কারণ ও তাহার সময় নির্দ্ধারণ। মন্ত্র-গুরু বংশগত হওনের কথা। বাঙ্গালী তান্ত্রিকদিগের দ্বারা সুদূরবর্ত্তী আম্‌দাবাদ, পাটন্ (বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে) ও তিব্বত্ প্রভৃতি স্থানে কালিকামূর্ত্তি ও শিবমূর্ত্তি সংস্থাপন এবং তান্ত্রিকী দীক্ষা প্রচার করণ। (১৬৫) তান্ত্রিকী ক্রিয়া সহজ সাধ্য কি না তদ্‌বিষয়ক বিচার। (১৫৯) নানা মুনির নানা মত এ প্রবাদের সত্যাসত্য নির্ণয়। (১৬০) ঋষি মুনি কাহারা? (১৬৫) আবেদন কাহাকে বলে? আবেদন হেতু সাধন সম্পত্তির কথা। (১৬৬) বিনা সাধনে আবেদন হয় না। (১৬৭) বিনা আবেদনে জপ তপাদি ব্যর্থ হওয়ায় তত্ত্বদর্শন বা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় না। (১৬৮) বর্ত্তমানে জপ তপাদির ফল হয় না কেন? (১৬৯—৭০) ব্রহ্ম প্রতিপাদক মন্ত্র বা শব্দ-রাশি কেবল উচ্চারণ করিলেই ব্রহ্ম তত্ত্বাবগত হওয়া যায় কি না? তদ্‌বিষয়ে বিচার। মন্ত্রবিদ্ হইলেই ব্রহ্মবিদ্ হয় না। (১৬৮) "বর" মেয়ে "কনের" বিয়ের কথা। (১৭২) সত্যপীড় ও আলোপনি মদের কথা। (১৭৩) আশ্রম বিবরণ। আশ্রম-ধর্ম্মের অননুষ্ঠান বা অসম্যগানুষ্ঠানের ফল। (১৭৪) ব্রহ্মচর্য্য

# তত্ত্ব-দর্শনম্।

**যস্মাৎ জাতং জগৎ সর্ব্বং যস্মিন্নেব বিলীয়তে।**
**যেনেদং ধার্য্যতে চৈব তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥**

সংসার যাঁহাতে আছে সংসার যাঁহার।
যাহাতে সংসার হয় যে হয় সংসার ॥
যাঁরি তরে এ সংসার রাখয়ে যে জন।
সেই গুরু আত্মানন্দে করি উপাসন ॥
মায়া বশে বহুরূপে যে জন বিহরে।
তাঁহারে প্রণমি সদা হৃদয় মাঝারে ॥
স্মরি সে অখিল স্বামী আনন্দ নিধান।
যথামতি কব কিছু বেদান্ত ব্যাখ্যান ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

## গুরুশিষ্যের কথোপকথন।

(১ম দিন)

### দেব পূজা।

শিষ্য—গুরো, শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া সত্যার্থ উপলব্ধি করা কি সকলের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে? কখনই না। তাহা হইলে

আর ভাবনা কি ছিল? সংসারে এত উশৃঙ্খলতা পরিদৃষ্ট হইত না। শাস্ত্র ত পড়িয়াই রহিয়াছে, কিন্তু কয়জনে তাহা পড়িতেছে? আবার কয় জনে তাহা ঠিক্ ঠিক্ পড়িতেছে? কেহ বা শাস্ত্রাধ্যায়ণ করিয়া বিচার-মল্ল হইতেছে, কেহ বা মাংসাশী গৃধ্র রূপ ধারণ করিতেছে; আবার কেহ বা তক্রপায়ী মাত্র হইতেছে। শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্যার্থ কয়জনে অবগত হইতেছে? কয়জনে আত্মস্বরূপ বুঝিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেছে? সহস্রের মধ্যে একজনের অদৃষ্টে তাহা ঘটিতেছে কি না সন্দেহ। যাহা হউক আজ জিজ্ঞাস্য বিষয়ে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত রহস্য উদ্ভেদ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন, এই আমার সানুনয় নিবেদন।

গুরু—আচ্ছা, তোমার জিজ্ঞাস্য কি বল? যথাশাস্ত্র উপদেশ প্রদানে কৃতসংকল্প হইলাম।

শিষ্য—শুনেছি যে বেদে প্রতিমা পূজার ব্যবস্থা নাই, ইহা কি সত্য? যদি সত্য হয়, তবে প্রতিমা পূজা সমাজ মধ্যে কোন্ সময় হইতে কি প্রকারে প্রবেশ লাভ করিল? সবিশেষ বলুন।

গুরু—ভাল, ক্রমে তোমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। বেদ বলিতেছেন—

অক্ষণ্বন্তঃ কর্ণবন্তঃ সখায়ো মনোজবেষসমা বভূবুঃ।
আদঘ্নাসঃ উপকক্ষাস উত্বে হ্রদা ইব স্নাতা উত্বে
দদৃশ্রে॥

( ঋকবেদ ৮।২।২৪।২ )

বন্ধুগণ সকলেই সমান চক্ষু ও কর্ণবিশিষ্ট এবং দেখিতে একরূপ হইলেও মানসিক বলে কিন্তু সকলে তুল্য নহেন। এই যেরূপ মহাহ্রদে কতিপয় জনকে মুখ পরিমিত জল পর্য্যন্ত

গমন করিতে সক্ষম দেখা যায় ; কতকগুলি কক্ষ প্রমাণ পর্য্যন্ত গমন করিতে পারেন, কতকগুলি বন্ধু তাহাও পারেন না, তাহারা কটি প্রমাণ বা জানু প্রমাণ বা তাহা হইতেও স্বল্প জলে স্নান মাত্র করিয়াই কৃতার্থ হয়েন, ফলিতার্থ এই যে, এই হ্রদের অগাধ জলে নিমগ্ন হইয়া তলস্পর্শ পূর্ব্বক রত্নোদ্ধার করা সকলের কার্য্য নহে। বেদ পুনরায় জীবের কল্যাণার্থে বলিতেছেন।

উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচ মুতত্বঃ শৃণ্বন্ন
শৃণোত্যেনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী
সুবাসাঃ ॥
(ঋকবেদ ৮।২।২৩।৪)

কেহ কেহ বেদের অক্ষরগুলি দেখিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে কিছুই দেখিলেন না ; কেহ বা গুরুমুখে বেদ শ্রুত হইতেছেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুই শুনিলেন না। তবে ঈশ্বর যাহাকে দয়া করেন, তাহার নিকটে—বেদবাণী—পতি-সংসর্গ-লাভের জন্য সুবেশা, ঋতুস্নাতা পত্নীর ন্যায় স্বয়ংই আত্মভাব প্রকাশ করেন। এই দুর্জ্ঞেয় বেদ-ভাব যিনি যতটা অবগত হইবেন, তাঁহার কার্য্যতঃ ততটা পরীক্ষা প্রদর্শন নিতান্ত আবশ্যক এই জন্য পুনর্ব্বার বলিতেছেন—

ইমে যে নার্বাঙ্ন পরশ্চরন্তি ন ব্রাহ্মণাসো ন
সুতে করাসঃ।
ত এতে বাচমভিপদ্য পাপয়া সিরীস্তন্ত্রং তন্বতে
অপ্রজজ্ঞয়ঃ ॥
(ঋকবেদ ১০।৭১।৯)

যাহারা বেদবাণী লাভ করিয়াও কি পরকালের কি ইহ-কালের উন্নতি না করিবে, ব্রহ্মধ্যানাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ্য বৃদ্ধি করতঃ ব্রাহ্মণ নামের সার্থকতা অথবা প্রজাহিত চিন্তাদি দ্বারা বিবিধ সুখোপায় বৃদ্ধি করিয়া রাজনামের ও ব্রাহ্মণনামের সার্থকতা না করিবে, তাদৃশ প্রজ্ঞাশূন্য জড়স্বভাব মানবগণ এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আত্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণের অনর্হ ক্ষেত্র কর্ষণরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হউক।

এখন কথা হইতেছে যে বেদ কি? টুলো পুঁথি না কালেজে কেতাব? বেদ বলিলে তুমি এমন মনে করিও না যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের টোলে যে কীটদষ্ট জীর্ণ পুঁথি খানি কি উকিল বাবুর হস্তে যে চক্চকে মলাটের বই খানি দেখিয়াছ তাহাই বেদ। মাধবাচার্য্য স্বীয় বেদ ভাষ্যের এক স্থানে লিখিয়াছেন "অনধি-গতা বাধিতার্থ বোধকঃ শব্দো বেদঃ" যে পদার্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা লৌকিক প্রত্যক্ষ বা তন্মূলক অনুমান দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় না এমন পদার্থ জ্ঞাপনার্থ প্রবৃত্ত শব্দকে বেদ কহে। ব্রহ্মই বেদ। বেদই ব্রহ্ম। সংক্ষেপতঃ বেদ বলিলে ব্রহ্মবিদ্যা বা বিশ্ব-বিজ্ঞান বুঝিতে হইবে। এই ব্রহ্মবিদ্যা বা বেদ ঋষি পরম্পরা-ক্রমে সম্প্রসারিত হইলেও সেই জ্ঞানের প্রকাশক এবং প্রেরক সেই সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বধার পুরুষকেই বেদ স্রষ্টা বলা উচিত, কেন না যস্য জ্ঞানং তেনৈব প্রণীতাঃ। এই জন্যই বেদ ঈশ্বর সৃষ্ট বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুতরাং বেদ অপৌরুষেয় এবং স্বতঃ প্রমাণ (১) আর ব্রাহ্মণাদি পুরাণ গ্রন্থ পৌরুষেয়, ব্রহ্মাদি ঋষি

(১) গ্রন্থকারের "বেদ ও দেব" শীর্ষক পুস্তক দেখ।

প্রণীত সুতরাং পরতঃ প্রমাণ। স্বতঃ প্রমাণ বেদ মধ্যে কুত্রাপি দেবপ্রতিমা এবং স্বতন্ত্র দেব মন্দিরাদির কোন প্রসঙ্গ দেখা যায় না; তবে স্থানে স্থানে ব্রহ্মবিদ্যারূপা শক্তির প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। পরতঃ প্রমাণ ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে সেই শক্তিই রূপকচ্ছলে নানা স্থানে নানা আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়াছে যথা—

অম্বিকা (বাজসনেয় সংহিতা ৩।৫৭)
শিবা ( ঐ ১৬।১)
হৈমবতী উমা (তলবকারোপনিষৎ ৩।১২)
কন্যা কুমারী (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০ প্রঃ)

কিন্তু এখানে জানা আবশ্যক যে বেদ মন্ত্রের অর্থ দুই প্রকার; প্রথম ঐতিহাসিক বা কাব্যার্থ, দ্বিতীয় তত্ত্বার্থ। যাহারা উপ-কথা শুনিতে ভালবাসে, কাব্য যাহাদের অত্যন্ত প্রিয়, তাহাদের পক্ষে প্রথম প্রকারের অর্থই প্রীতিকর; কিন্তু তত্ত্বান্বেষী ধীমদ্‌-গণ এ কাব্যার্থে মোহিত না হইয়া প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য যে এই কারণ বশতঃই বেদ মধ্যে একস্থলে যাহাদের দাম্পত্য সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে, স্থানান্তরে তাহাদেরই জন্য জনক সম্বন্ধ বর্ণনাও অদৃষ্টচর নহে। এইজন্যই নিরুক্তকার পূজ্যপাদ যাস্কাচার্য্য বৈদিক মন্ত্র সমূহের কাব্যার্থ ও তত্ত্বার্থ উভয়বিধ অর্থোদ্ভাবনের প্রণালী ভূয়োভূয়ঃ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এবং মীমাংসাদর্শন প্রণেতা মহর্ষি জৈমিনী ও স্বীয় দর্শনে কাব্যার্থের অপ্রকৃততা এবং তত্ত্বার্থেরই প্রকৃততা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে বেদোক্ত ব্রহ্মবিদ্যারূপা অম্বিকা উমা প্রভৃতি শব্দ পর পর গ্রন্থাদিতে অপ্রাকৃত কাব্যার্থে পরিগৃহীত হওয়ায় বদ্ধায়ত হইয়া কালে

বর্ত্তমানের কালী দুর্গাদিরূপে পরিণত হইয়াছে। উপনিষদ কালে আদিত্যাদি ব্রহ্ম প্রতিপাদক নামাভাসে গৌণভাবে প্রতীকোপাসনার প্রচলন হয়, এবং এই প্রতীকোপাসনার অনুকরণে বহুকাল পরে প্রতিমোপাসনার সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং এই প্রতিমোপাসনা প্রতীকোপাসনার অবান্তর প্রণালী বিশেষ; তৃতীয় স্তরে অবস্থিত, এবং পুরাণ তন্ত্রাদি গ্রন্থে সবিশেষ পরিস্ফুট। বৈদিককালে "দেবালয়" শব্দে হোমস্থান বা যজ্ঞশালাকে বুঝাইত হোমদৈবইতি। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রতিমা প্রতিষ্ঠার স্থানকে বুঝাইয়া থাকে।

শিষ্য—প্রতীকোপাসনা কাহাকে বলে?

গুরু—সবিশেষ বলি শুন। প্রতীক শব্দে প্রতিরূপ। প্রতিরূপের উপাসনাই প্রতীকোপাসনা। বেদে প্রতীকোপাসনার বিধান বিহিত আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের অনেক স্থলেই এই উপাসনার উল্লেখ আছে যথা মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীৎ। আকাশো ব্রহ্মেতি আদিত্য ব্রহ্মত্যাদেশঃ (৩।১৮—১৯)। মন ব্রহ্ম, আদিত্য ব্রহ্ম, নাম ( ওঁ তৎ সৎ হরি, বিষ্ণু ) ব্রহ্ম ইত্যাদি শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। মনে কর শুক্তিকে রজত বলিয়া জানিতেছ, এস্থলে শুক্তি শব্দ যেমন শুক্তিবাচী, তাহাতে যে রজতের প্রয়োগ তাহা কেবল রজত জ্ঞানের উপলক্ষ্য মাত্র; অর্থাৎ রজত ইত্যাকার প্রতীতি হইতেছে মাত্র, বস্তুতঃ তাহা রজত নহে। "আদিত্যো ব্রহ্মেতি" ইত্যাদি স্থলেও ঠিক্ সেইমত বুঝিতে হইবে। আদিত্যাদি ব্রহ্মের প্রতীক অর্থাৎ ব্রহ্ম আবরণক, এবং প্রতিরূপ স্বরূপ। এই প্রতীকে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া উপাসনা করার নামই প্রতীকোপাসনা। ইহা প্রকৃত

ব্রহ্মোপাসনা নহে, গৌণ সুতরাং ইহার ফলও তদ্বৎ। ইহার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় না তাই ভগবান ব্যাসদেব বলিয়াছেন

ন প্রতীকে ন হি সঃ।

( বেদান্ত দর্শন ৪।১।৪ )

প্রতীক ব্রহ্ম নহে, সুতরাং প্রতীকোপাসনায় প্রকৃত ব্রহ্মের উপাসনা হয় না, তবে ব্রহ্ম সর্ব্বাধ্যক্ষ এবং সর্ব্বত্রগ বলিয়া যদি তুমি আদিত্যাদি প্রতীকযোগে তাঁহার উপাসনা কর, সে উপাসনা ফলও অতিথ্যাদির উপাসনার ন্যায় ব্রহ্মের সর্ব্বাধ্যক্ষতা হেতু ব্রহ্ম কর্ত্তৃকই প্রদত্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ গৃহাগত অতিথ্যাদির উপাসনায় যেমত ফল পাওয়া যায়, সেই মত আদিত্যাদি প্রতীকোপাসনাতেও ফল হইয়া থাকে ; কেননা ফলদাতা ঈশ্বর উভয় স্থানেই তুল্যভাবে বিদ্যমান যথা—

ফলমত উপপত্তেঃ।

( বেদান্ত দর্শন ৩।২।৩৮ )

জীবের সুখ দুঃখাদিরূপ কর্ম্মফল ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে ; কেননা কর্ম্ম জড় বিধায়, তাহার স্বতঃ প্রবত্তি সম্ভবে না। ঈশ্বর প্রয়োজক বা সাধারণ কারণরূপে জীবগণের সুখদুঃখাদির পরিমাপক কর্ম্মফলরূপ অসাধারণ কারণের সন্নিবেশ করেন। প্রথমতঃ আদিত্যাদি প্রতীকে ব্রহ্মবুদ্ধি অধ্যস্ত করিতে হইবে। ব্রহ্ম উপাস্য এবং তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সুতরাং আদিত্যাদিকে ব্রহ্ম জ্ঞানে ধ্যান করিলে ব্রহ্মের ধ্যান বা উপাসনা সিদ্ধ হইয়া ফলপ্রদ হয়। ইহা শাস্ত্রপ্রমাণ সিদ্ধ। এই প্রতীকোপাসনা প্রতিমাদিতে বিষ্ণুদর্শনবৎ অধ্যারোপ মাত্র। প্রথমতঃ ব্রহ্মোপাসনা। এই ব্রহ্মোপাসনা হইতে প্রতীকোপাসনার সৃষ্টি এবং

প্রতীকোপাসনা হইতে প্রতিমোপাসনার প্রচার। আসল অভাবে নকল! মধু অভাবে গুড়! সুতরাং প্রতিমোপাসনা দুই ধাপ নীচে, তৃতীয় স্তরে। মন্দ বিবেকীদিগের বোধসৌকার্য্যার্থে ইহা পরতঃ প্রমাণ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি গ্রন্থে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

দৃষ্টা তেষাং মিথোণৃনাম বজ্ঞানাত্মতাং নৃপ।
ত্রেতাদিষু হরেরর্চ্চা ক্রিয়ায়ৈ কবিভি কৃতাঃ॥

( ভাগবত ৭।১৪।৩৬ )

হে রাজন, তৎপরে এই সকল মনুষ্যের পরস্পর অসম্মান করণে বুদ্ধি হওয়ায়, কবিগণ তাহাদের ভাব দেখিয়া তদনন্তর ত্রেতাদিযুগে অর্থাৎ রাজসকাল বা রজোগুণ প্রধান ক্রিয়াকালে উপাসনা নিমিত্ত ভগবানের প্রতিমা সৃষ্টি করেন। তদবধি কতক ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে সপর্য্যা দ্বারা সেই প্রতিমায় ভগবানের অর্চ্চনা করে ইত্যাদি।

অপস্থ দেবা মনুষ্যাণাং দিবিদেবা মনীষীণাং
কাষ্ঠ লোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা।

( আহ্নিকতত্ত্বে রঘুনন্দনধৃত শাতাতপ বচন )

সাধারণ মনুষ্যগণ জলকেই দেবতা বোধে পূজা করিয়া থাকে, অপেক্ষাকৃত উন্নতচেতা ব্যক্তিবৃন্দ অন্তরীক্ষকে, মূর্খেরা কাষ্ঠ লোষ্ট্র নির্ম্মিত মূর্ত্তিকে এবং সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি একমাত্র পরমাত্মাকেই দেবতাবোধে পূজা করিয়া থাকে। এখানে উত্তম মধ্যম এবং অধম এই ত্রিবিধ অধিকারী ভেদে, ব্রহ্মোপাসনা

প্রতীকোপাসনা এবং প্রতিমোপাসনা এই ত্রিবিধ উপাসনা প্রথাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা।

( জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্র )

মন্দ বিবেকী অধমাধিকারী সাধকদিগের হিতকামনায় চিন্ময়, অপ্রমেয়, নিষ্কল, এবং অশরীরি ব্রহ্মের রূপ বা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া পূজাদির ব্যবস্থা হইয়াছে।

শিষ্য—মূল শ্লোকে কেবল "সাধকানাং" এই মত প্রয়োগ আছে, এরূপ স্থলে আপনি মন্দ বিবেকী অধমাধিকারী এ সকল শব্দ পেলেন কেমনে ?

গুরু—এখানে "সাধকানাং" এই শব্দ দ্বারা কেবল অধমাধিকারী মূঢ়বুদ্ধিকেই বুঝাইতেছে। প্রমাণস্বরূপ তোমাকে তন্ত্রান্তর হইতে প্রতিমা পূজা বিষয়ক একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, তোমার সন্দেহ অপনোদিত হইবে। তদ্যথা—

অস্মিনকালে সুরেশানি প্রকাশো জায়তে ভুবি
তমোধর্ম্মেণ সর্ব্বত্র দেবতা প্রতিমাং সদা।
অষ্টমাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাং শনি ভৌময়োঃ
সংক্রান্ত্যাং পঞ্চদশাঞ্চ পক্ষয়োরুভয়োরপি।
কৃত্বা তু পূজয়িষ্যন্তি মহাবিদ্যাং সভৈরবাং
এবং হি তামসীং পূজামনিত্যাঞ্চ ভবেৎ কলৌ।

( মায়াতন্ত্র ১৭ পঃ )

হে দেবি সুরেশ্বরি, আজ কাল লোকে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া প্রবলতম তমো ধর্ম্মের বলে অষ্টমী, নবমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, এবং শনি ও মঙ্গল বারে মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদি দ্বারা সভৈরব আপনার প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া পূজা করিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা জানে না যে সেই জগন্ময়ী মহা বিদ্যার এতাদৃশী পূজা তামসিক ও অনিত্য এবং তাহা কলিকালেই অর্থাৎ তমোপ্রধান ক্রিয়াতেই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

শিষ্য—আচ্ছা, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই যুগবিভাগকে আপনি সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ক্রিয়াকাল ধরিতেছেন কেমনে? ইহারা কি কালবিভাগ নহে?

গুরু—ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে এই সত্যাদি রূপকচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে, রূপকভেদ করিয়া তত্ত্বার্থ ধরিলে সত্ব রজাদি গুণ ধর্ম্মকেই বুঝাইবে। যথা—

কলিঃ শয়ানো ভবতি সংজিহানস্তু দ্বাপর
উত্তিষ্ঠং স্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরম্।

(ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ ৭।২০)

শয়ন, উপবেশন, উত্থান এবং অবাধিত সঞ্চরণ জীবের এই চারিটী অবস্থা। সত্বাদি গুণত্রয়ের ভেদ বশতই হইয়া থাকে। নিদ্রাদি অবস্থা চতুষ্টয়ই উপচারক্রমে যথাক্রমে কলি, দ্বাপর ত্রেতাদি রূপে কথিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ভারতের এখন শয়নাবস্থা অর্থাৎ ঘোরতামস কাল, তাই এখন কলিযুগ চলিতেছে। ব্রাহ্মণ ভাগের ছায়া লইয়া পরে পুরাণাদিতেও ইহা প্রকটিত হইয়াছে। যথা—

প্রভূতং চ যদা সত্বং মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়ানি চ।
তদা কৃতং যুগং বিদ্যাদ্দানে তপসি যদ্রতি ॥
যদা কর্ম্মেষু কাম্যেষু শক্তি যশসি দেহিনাম্।
তদা ত্রেতা রজো ভূতিরিতি জানীহি শৌনক ॥
যদা লোভ স্ত্বসন্তোষো মানো দম্ভোহথ মৎসরঃ।
কর্ম্মাণাঞ্চাপি ক্যাম্যানাং দ্বাপরং তদ্রজস্তমঃ ॥
যদা সদানৃতং তন্দ্রা নিদ্রা হিংসাদি সাধনম্।
শোকু মোহৌ ভয়ং দৈন্যং স কলি স্তমসিস্মৃতঃ ॥

(গরুড় পুরাণ)

যখন দান ও তপস্যাদিতে মানুষের রতি হয়, যখন মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ সত্বগুণপ্রধান হয়, তখন সত্যযুগ চলিতেছে বুঝিতে হইবে। যখন রজো প্রাধান্য হেতু মানব কাম্য কর্ম্মাদি এবং যশাদি লাভে প্রবৃত্ত হয়, তখন রাজস কাল বা ত্রেতাযুগ। এই মতে রজস্তমো-গুণ-প্রধান কালই দ্বাপর যুগ এবং তমোপ্রধান কালই কলি যুগ।

ভগবান মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দেবী গান্ধারীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, হে শুভদর্শনে, তোমার এই পুত্র দুর্য্যোধন সাক্ষাৎ কলি, শকুনী দ্বাপর এবং যুধিষ্ঠির-সত্য এবং দুঃশাসন প্রভৃতিকে রাক্ষস বলিয়া জানিবে।

(মহাভারত আশ্রমবাসিক পর্ব্ব)

এখন বোধ হয় বেশ বুঝিয়াছ যে জীবের নিদ্রাদি অবস্থা চতুষ্টয় এবং কৃতাদি যুগ চতুষ্টয় উভয়ই সত্বাদি গুণত্রয়ের বৈষম্য

নিবন্ধন কল্পিত হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান কলির মধ্যেও অনেক সত্য পুরুষ বিদ্যমান দেখিতে পাইবে। সংক্ষেপতঃ কলি কালেও সত্যযুগ আছে। মনে কর, এই বর্ত্তমান সময়ে যাহাকে লোকে ( লোকের আচার ব্যবহারানুসারে ) এখন কলি বলিতেছে, তোমার সবিশেষ যত্ন থাকিলে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকিলে এই কলিকেই তুমি (অবশ্য তোমার সম্বন্ধে) সত্য স্বরূপে প্রতীয়মান করাইতে পার, নানা কলির মধ্যে যুধিষ্ঠিরাদির ন্যায় তুমিও একজন সত্য হইয়া যাও ; সুতরাং সত্য যুগের ধর্ম্মাদি বর্ত্তমান কালে (কলিকালে) অনর্জ্জনীয় বলিয়া নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন ভাবে বসিয়া থাকা নিতান্ত মূঢ়তা ! ইহাই যুগ চতুষ্টয়ের পারমার্থিক অর্থ। তবে জাগতিক বা ব্যবহারিক অর্থ ও পারমার্থিকের ছায়া লইয়া উপচারক্রমে কাল বিভাগ রূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। (১) তাই লোকে ও শাস্ত্রে বলিয়া থাকে এখন কলিকাল চলিতেছে। অপিচ উপরোক্ত পুরাণ ও তন্ত্রাদির বচন দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে যে ভারতে পুরাণ ও তন্ত্র প্রধান কালেই বিভিন্ন প্রকার দেব দেবীর মূর্ত্তি স্থাপন ও তাহাদের পূজা পদ্ধতির ব্যবস্থা সুষ্ঠু ভাবে প্রচলিত হইয়াছে। ক্রমে সবিশেষ বলিতেছি।

শিষ্য—আপনি বলিতেছেন যে শাস্ত্রসকলের মূল বেদ, বেদ হইতেই যাবতীয় শাস্ত্র বহির্গত হইয়াছে। আচ্ছা, তাহাদের ক্রম-বিকাশ আছে কি ? না সকলেই যুগপৎ বেদ হইতে

---

(১) ঋকবেদে "যুগ" শব্দের উল্লেখ নাই যুগ দ্বারা সময় নিরূপণের ব্যবস্থা বৈদিক কালের শেষে প্রবর্ত্তিত হয়। বাজসনেয় সংহিতায় (৩০।১৮) কেবল কৃত, ত্রেতা এবং দ্বাপর তিন যুগের উল্লেখ আছে। সবিশেষ "বেদ ও বেদ" শীর্ষক পুস্তকে বেদোৎপত্তি বিচারে দেখ।

নির্গত হইয়াছে? আমরা ত জানি যে পুরাণসকল ব্যাসদেবের লিখিত এবং তন্ত্রাদি মহাদেবের মুখপদ্ম নিঃসৃত, ইহা কি সত্য নহে?

গুরু—সবিশেষ বলি শুন। আচার্য্য শুক্র বলেন—

অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায় বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণানি ত্রয়ীদং সর্ব্বমুচ্যতে॥
(শুক্র নীতি)

ষড়ঙ্গযুক্ত চতুর্ব্বেদ, মীমাংসা ন্যায় সমূহ, মন্বাদি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ এ সমুদায়ই ত্রয়ী অর্থাৎ ঋক, সাম ও যজু এই বেদত্রয়ের সংহতিই ইহাদের দ্যোতক এবং অবয়ব। তিলে তৈলাবস্থানবৎ বেদাতিরিক্ত তাবৎ শাস্ত্র বেদ মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। এখন কথা হইতেছে যে বেদাতিরিক্ত শাস্ত্র সকল বেদ হইতে যুগপৎ কি ক্রম-নিয়মে প্রকটিত হইয়াছে? গর্ভস্থ ভ্রূণের কিম্বা আম্রাদি মুকুলের অঙ্গাদি পরিবর্দ্ধনের দিকে দৃষ্টি-পাত করিলে ইহার উত্তর অনেকটা সহজ হইয়া যাইবে। বেদা-তিরিক্ত শাস্ত্র সমুদায় ক্রমোৎপন্ন কি যৌগপদ্য তখন অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে। মহাত্মা ধন্বন্তরি বলেন যে গর্ভস্থ ভ্রূণের সমস্ত অঙ্গাদিই এক কালে জন্মিয়া থাকে, তবে অতি সূক্ষ্মভাবে থাকে বলিয়া প্রথমাবস্থায় তাহা উপলব্ধি হয় না। যেমন কচি আমের ত্বক, কেশর, মজ্জা প্রভৃতি এককালে জন্মাইলেও সূক্ষ্ম বিধায় অনুভূত হয় না, পুষ্ট হইলেই বুঝা যায়। গর্ভ পুষ্ট হইলে ঠিক গর্ভস্থ ভ্রূণের অঙ্গাদিও সেইমত উপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব শাস্ত্র সকল যখন গর্ভস্থ ভ্রূণবৎ বেদগর্ভে নিহিত, তখন বেদের প্রকাশে তাহাদের প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী, তবে তখন

সূক্ষ্মভাবে থাকে এই মাত্র ভেদ। স্থূলভাবে প্রকটিত হইলেই তাহা ব্যবহার যোগ্য হয় এবং ক্রম-বিকাশের নিয়মাধীন হইয়া পড়ে; তাই লোকে বলে আগে বেদ, তার পর স্মৃত্যাদি, তার পর পুরাণ, শেষে তন্ত্র। ইহা ব্যবহারিক বা স্থূলজ্ঞান। এই ব্যবহারিক বা স্থূলজ্ঞানেই ক্রম-বিকাশ; নচেৎ সব শাস্ত্রই যৌগপদ্য বা যুগপৎ সমুৎপন্ন। আর বৃষভ-বাহন মহাদেব তন্ত্রবক্তা লোক মধ্যে এই প্রসিদ্ধি প্রচলনের মূল কি? এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক। আচার্য্য যাস্ক বলেন "বৃষভ" শব্দের প্রকৃত অর্থ "বর্ষণকারী" (নিরুক্ত ৯।২২) এতাবতা উপদেশ বর্ষণকারী বেদই বৃষভ নামে খ্যাত। বাহন শব্দ (বহ–প্রাপনে)+(ণিচ্) বাহি+অনট্ নিষ্পন্ন হইয়াছে, যদ্দ্বারা প্রাপ্ত বা পরিচিত হওয়া যায় অর্থাৎ বেদরূপ বাহনই (ষাঁড় নহে) যাঁহাকে লোক মধ্যে প্রাপ্তি বা বিদিত করিয়া দেয় সেই মহাদ্যোতনাত্মক দেবই (পরমব্রহ্মই) মহাদেব নামে প্রখ্যাত। ঈদৃশ বৃষভবাহন অর্থাৎ বেদ প্রতিপাদ্য মহাদেব বা শিবই তন্ত্রবক্তা। বেদের ন্যায় তন্ত্রও ব্রহ্মবাক্য এই প্রতীতি দৃঢ় করিয়া তৎ প্রাধান্য প্রখ্যাপন দ্বারা তন্ত্রাদি ক্রিয়া কলাপে লোকের চিত্তাকর্ষণার্থ কৌশলক্রমে ঈদৃশ শিবকেই তন্ত্রবক্তা বলা হইয়াছে। তান্ত্রিকদিগের সে আশা আংশিক সফল হইয়াছে মাত্র; কেননা সম্প্রদায় বিশেষে ইহার বেদবাহ্য ক্রিয়া কলাপ দেখিয়া নিন্দা করিতেও ত্রুটি করে নাই। নিম্নে কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। ভৃগু বলিতেছেন—

ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান সমনুব্রতা।
পাষণ্ডিন স্তে ভবন্ত সচ্ছাস্ত্র পরিপন্থিনঃ॥

নষ্টশৌচা মূঢ়ধিয়ো জটাভস্মাস্থি ধারিণঃ।
বিশন্তু শিবদীক্ষায়াং যত্র দৈব সুরাসবম্ ॥
ব্রহ্মা চ ব্রাহ্মণংশ্চৈব যদ্‌যূয়ং পরিনিন্দথ।
সেতুং বিধরণং পুংসামত পাষণ্ডমাশ্রিতাঃ ॥

(ভাগবত ৪।২)

যে সকল ব্যক্তি মহাদেবের ব্রত ধারণ করিবে এবং যাহারা তাহাদের অনুবর্ত্তী হইবে, তাহারা সৎশাস্ত্রের প্রতিকূলাচারী ও পাষণ্ডী নামে খ্যাত হউক। শৌচাচারহীন ও মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি-রাই জটাভস্মধারী হইয়া শিবদীক্ষায় প্রবেশ করুক; যেখানে সুরাসবই দেববৎ আদরণীয়। তোমরা শাস্ত্রের মর্য্যাদাস্বরূপ ব্রহ্ম বেদ ও ব্রাহ্মণদিগকে নিন্দা করিয়াছ এই জন্য তোমাদিগকে পাষণ্ডাশ্রিত কহিলাম।

অপিচ পদ্মপুরাণে পাষণ্ডোৎপত্তি অধ্যায়ে লিখিত আছে, লোকদিগকে ভ্রষ্ট করিবার জন্যই শিবনামের দোহাই দিয়াই পাষণ্ডীরা অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছে। বলা বাহুল্য যে ভাগবত এবং পদ্মপুরাণে যে ভাবে পাষণ্ডীমত কথিত, তন্ত্রাদিতে তাহাই শিবোক্ত উপদেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায় যে, চৈতন্যদেবও তান্ত্রিকদিগকে পাষণ্ডী নামে সম্বোধন করিতেন। ইহা দ্বারা আমরা আর একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যথা—ভাগবত ও পদ্মপুরাণ রচনা কালে তান্ত্রিকমত প্রচারিত হইয়াছিল। এক্ষণে পুরাণ ও তন্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। কতদিন হইল পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে

তাহা ঠিক করা বড়ই কঠিন। দেখা যাউক যতদূর হয়। প্রাচীন স্মৃতিসংহিতায় চতুর্দ্দশ বিদ্যার উল্লেখ আছে, কিন্তু তন্মধ্যে তন্ত্র গৃহীত হয় নাই। ইহা ভিন্ন কোন মহাপুরাণেও তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ নাই; অধিকন্তু পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের সময়ে হিন্দুতন্ত্রের সামান্য প্রকার প্রচার থাকিলেও বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষ্যাদি রচনা কালে কুত্রাপি আচার্য্য কর্ত্তৃক তন্ত্র হইতে প্রমাণাদি পরিগৃহীত হয় নাই; বৌদ্ধতন্ত্র ত তখন ছিল না, হিন্দুতন্ত্রও সে সময়ে বোধ হয় কিছু মাত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। এই সমুদায় কারণে তন্ত্র শাস্ত্রকে প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। অপিচ তন্ত্রোক্ত মারণোচ্চাটন বশীকরণাদি আভিচারিক ক্রিয়ার প্রসঙ্গ অথর্ব্ববেদে পরিদৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তন্ত্রের অন্যান্য প্রধান লক্ষণ গুলি উহাতে পাওয়া যায় না, এরূপ স্থলে তন্ত্রকে আমরা অথর্ব্বসংহিতা মূলকও বলিতে পারি না। অথর্ব্ববেদীয় নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদে আমরা সর্ব্ব প্রথম তন্ত্রের লক্ষণ দেখিতে পাই। এই উপনিষদে মন্ত্ররাজ নরসিংহ অনুষ্টুভ প্রসঙ্গে তান্ত্রিক মালামন্ত্রের স্পষ্ট আভাস সূচিত হইয়াছে। হিন্দুদিগের স্মৃত্যাদির অনুকরণে বৌদ্ধ স্মৃতি গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হইয়াছিল। আচার্য্য শঙ্কর হিন্দু স্মৃত্যাদি গ্রন্থ হইতে এই বৌদ্ধ স্মৃতি গ্রন্থ সকলকে পৃথক করিবার জন্য ইহাদিগকে "তন্ত্র" আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। এবং ভট্টপাদ কুমারিল (১) স্বীয় গ্রন্থ মীমাংসাতন্ত্রবার্ত্তিকে ইহাদিগকে স্মৃতি

(১) ইনি দক্ষিণাপথে বাস করিতেন। ইনি খৃঃ ৪৫০ শতাব্দীর লোক। ইঁহার অপর নাম ভট্টপাদ, কুমারিলস্বামী, তুতা ইত্যাদি। ইনি গৌড়পাদের সমসাময়িক ছিলেন। ইঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে প্রধান এই গুলি যথা—মীমাংসাতন্ত্রবার্ত্তিক, আশ্বালয়ণ গৃহ্য পদ্ধতি কারিকা, বামন

বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের সময় বৌদ্ধ তন্ত্র প্রচারিত হয় নাই, নচেৎ তিনি তাহার উল্লেখ করিতেন এবং বৌদ্ধ সূত্র্যাদির "তন্ত্র" আখ্যা দিতেন না।

হিন্দুদিগের তন্ত্রের অনুকরণে বৌদ্ধ তন্ত্র সকল রচিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ৯ম হইতে ১১শ শতাব্দীর মধ্যে বহুসংখ্যক বৌদ্ধতন্ত্র তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়। এরূপ স্থলে মূল বৌদ্ধতন্ত্রগুলি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্বে এবং তাহার আদর্শ হিন্দুতন্ত্রগুলি বৌদ্ধতন্ত্রেরও পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। বৌদ্ধতন্ত্রের শিব হইয়াছেন বজ্রসত্ব এবং বজ্রডাকিনী হইয়াছেন দুর্গা, মকারের বন্দোবস্ত উভয় তন্ত্রেই আছে; অথচ হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়ের মূল প্রাচীন গ্রন্থে হিংসাদির নিষেধ বিধিই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে (১)। বড় বিষম সমস্যা! সংক্ষেপতঃ বৌদ্ধতন্ত্রের পারিভাষিক শব্দাদি এবং এক আধটুকু ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানক্রম বাধ দিলে উভয় তন্ত্রই এক প্রকারের হইয়া যায়। হিন্দু বৌদ্ধ এক হইয়া পড়ে। দাক্ষিণাত্যের এবং বঙ্গেরও অনেকের বিশ্বাস যে অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যই তান্ত্রিক মত প্রচার করেন। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগের এ ভ্রমমূলক বিশ্বাসে আস্থা সংস্থাপন করিতে পারি না। যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম হীনপ্রভ হইয়া আসিতে ছিল, সেই সময়ে গৌড়ে তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। এখন যে সকল শিবোক্ত তন্ত্র পাওয়া যায়, তাহার রচনা প্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে

---

শ্লোতসূত্র ভাষ্য, শ্লোক ব্যাবর্ত্তক, বৃহট্টিকা ইত্যাদি। ইহাঁর বিচারে বৌদ্ধেরা পরাস্ত হয়।

(১) সবিশেষ "বলিদান ও মাংস ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার" পুস্তক দেখ।

এই গৌড়দেশে রচিত হইয়াছে বলিয়া সহজেই ধারণা হয়। বরদাতন্ত্র, বর্ণোদ্ধারতন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রে যেরূপ বর্ণমালার লিখন প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও বাঙ্গলা অক্ষর ভিন্ন অপর কোন লিপি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। তন্ত্রোক্ত লিপি এখন কেবল বাঙ্গলা দেশেই প্রচলিত। এই লিপিকে হাজার কি বারশত বর্ষের অধিক প্রাচীন বলা যায় না। ভোট দেশে অতিশের নাম অতি প্রসিদ্ধ। ইনি একজন বাঙ্গালী. খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে তিব্বতে গিয়া তান্ত্রিকধর্ম্ম প্রচার করেন; তাঁহারও পূর্ব্বে যে বঙ্গবাসী তিব্বতে গিয়া ঐ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকিবেন, তাহা অসম্ভব নহে। গুজরাতী ভাষায় লিখিত "আগম প্রকাশ" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, হিন্দুরাজগণের আধিপত্য কালে বাঙ্গালীগণ গুজরাট, ডভোই, পাবাগড় আহ্মদাবাদ, পাটন প্রভৃতি স্থানে আসিয়া কালিকা মূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সুতরাং বঙ্গ বা গৌড় হইতে যে গুজরাট, আহ্মদাবাদ, নেপাল, ভোটান প্রভৃতি দূরতর দেশে তান্ত্রিকধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা অধিক সম্ভবপর। সম্প্রতি নেপাল হইতে একখানি তন্ত্র গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার জন্মকাল ৬ষ্ঠ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ ১৩০০ শত বর্ষের। খৃষ্টের ১ম অব্দেও কোন কোন তন্ত্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, এমন অনেক পুষ্কল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সমুদায় কারণ পরম্পরা পর্য্যালোচনা করিয়া নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে ভারতে প্রথম তন্ত্র রচনার কাল প্রায় দুই হাজার বর্ষ। তবে এ কথাও বলা আবশ্যক যে অধিকাংশ তন্ত্র গ্রন্থই আধুনিক। পাঁচ কি ছয় শত বর্ষের মধ্যেই রচিত। যোগিনী তন্ত্রে কোচরাজবংশ প্রতিষ্ঠাতা

বিশু সিংহের পরিচয় আছে। বিশ্বসার তন্ত্রে নিত্যানন্দের এবং চৈতন্যের জন্ম কথা বিবৃত হইয়াছে। এরূপ তন্ত্র যে খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আবার মেরুতন্ত্রে লণ্ড্রজ, ইংরেজ প্রভৃতি শব্দ থাকায় ভারতে ইংরাজাগমনের পর ঐ তন্ত্র রচিত হইয়াছে, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এই ত গেল তন্ত্রের কথা। এক্ষণে পুরাণের বিষয় কিছু আলোচনা করা যাউক। বর্ত্তমান পুরাণাদির সৃষ্টি তন্ত্র রচনাকালের অনেক পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হয়। কোন কোন পুরাণ বিখ্যাত ভারত যুদ্ধেরও পূর্ব্বে রচিত বলিয়া বোধ হয়; তবে সে পুরাণগুলি পুনঃ পুনঃ সংস্কৃত হওয়ায় অর্থাৎ তন্মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিব্যূহ কর্ত্তৃক অপূর্ব্ব বিষয় সকল সময়ে সময়ে সন্নিবেশিত হওয়ায় তাহাদের প্রাচীনত্ব এবং পুরাণ সংজ্ঞত্ব লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। বৌদ্ধ প্রভাব খর্ব্ব ও ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের অভ্যুদয়ের সহিত ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা বর্ত্তমান পুরাণাভিধেয় গ্রন্থ সমূহের পুনঃ সংস্কার হইয়াছিল। আদি প্রাচীন পুরাণগুলি বিভিন্ন বেদ-শাখ সম্প্রদায়ের হইলেও ইহারা ব্যাসের ন্যায় কোন এক ঋষি বিশেষের লিখিত নহে। বিভিন্ন ঋষি এবং তাঁহাদের শিষ্য প্রশিষ্যক্রমে রচিত হইলেও, তাহাতে সাম্প্রদায়িক দেবতা বিশেষের নিন্দাদির কথা প্রথমে ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কালক্রমে সম্প্রদায় বিশেষের দ্বেষাদ্বেষির ফলে বহুপরে বিদ্বেষসূচক শ্লোক সমূহ ইহাতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে কোন্ খানিতে প্রধানতঃ, কোন্ দেবতার বা দেবীর উপাসনা উক্ত হইয়াছে, তাহা অবগতির জন্য নিম্নে একটী প্রমাণ দিতেছি যথা—

অষ্টাদশপুরাণেষু দশর্ভির্গীয়তে শিবঃ।
চতুর্ভির্ভগবান ব্রহ্মা দ্বাভ্যাং দেবীতথাহরিঃ॥

(স্কন্দপুরাণ কেদারখণ্ড ১)

১৮ খানি পুরাণের মধ্যে ১০ খানি (বায়ু, ভবিষ্য, মার্কণ্ডেয়, লৈঙ্গ, বরাহ, স্কান্দ, মাৎস্য, কৌর্ম্ম, বামন ও ব্রহ্মাণ্ড) শৈব—শিব মহিমা প্রকাশক। ৪ খানি (বৈষ্ণব, ভাগবত, নারদীয় ও গরুড়) বৈষ্ণব — বিষ্ণুর মহিমা প্রকাশক ২ খানি (ব্রাহ্ম ও পাদ্ম) হরির এবং অবশিষ্ট ২ খানি দেবী ভগবতীর মহিমা প্রকাশক। ভারতে বৈদিক ধর্ম্মের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে নানা উপধর্ম্মের ও তদানুযায়ী বিবিধ দেবদেবীর উপাসনা প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ার মূল কারণ, দেশ মধ্যে এবং সমাজ মধ্যে বেদাদি সদ্‌শাস্ত্রালোচনার স্বল্পতা এবং অসদ্‌ শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের প্রাবল্য। বিখ্যাত ভারত যুদ্ধের পর হইতে (প্রায় ৪ হাজার বর্ষ হইল) তিল তিল প্রমাণে বৈদিক ধর্ম্মের বিলোপ হইয়া বৌদ্ধাধিকারে তাহা বিল্ব প্রমাণ হইয়া উঠে। কুমারিল্লভট্টের মীমাংসাবার্ত্তিক, গৌড়পাদাচার্য্যের (১) সাংখ্যকারিকা এবং শঙ্করাচার্য্যের শারীরক ভাষ্য পাঠে তাহার অনেকটা আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপিচ প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থাদি ও বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যখন (প্রায় ২ হাজার বর্ষ হইল) বৌদ্ধধর্ম্ম হিমালয় হইতে

(১) পূজ্যপাদ আচার্য্য গৌড়পাদ ৪৫০ খ্রীঃ অব্দের লোক, সুতরাং কুমারিল্‌ স্বামীর সমসাময়িক। উভয়ের অসাধারণ শাস্ত্র প্রতিভাবলে বৌদ্ধেরা এককালে পরাভূত হইয়াছিল। গৌড়পাদ আচার্য্য শঙ্করের গুরুর গুরু। গৌড়পাদেরও অনেক গুলি গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে "মাণ্ডুক্য কারিকা" এবং সাংখ্য কারিকাই প্রধান।

কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল সেই সময়ে ধার্ম্মিক বৌদ্ধগণ ভারতের প্রায় সমুদায় স্থানেই বুদ্ধ ও বোধিসত্বগণের আবির্ভাব প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া সকল স্থানই এক প্রকার বৌদ্ধ পুণ্য-ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিল। তৎপরে ব্রাহ্মণগণ কুমারিল এবং গৌড়পাদ প্রভৃতির শাস্ত্র প্রতিভাবলে আবার প্রধান হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহারাও বৌদ্ধদিগের ঈদৃশ ব্যবহারের এক প্রকার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ যেখানে তীর্থ সংস্থাপন এবং বুদ্ধাদির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব প্রাধান্য ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তথায় শত শত তীর্থ আবিষ্কার ও দেবদেবীর মূর্ত্তি সংস্থাপন করিতে লাগিলেন। (সবিশেষ "তীর্থ দর্শন" প্রস্তাব দেখ) এবং সাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্য প্রাচীন পুরাণাদি আখ্যানের সহিত সেই সকল নবাবিষ্কৃত তীর্থের মাহাত্ম্য ও প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর পূজা পদ্ধতি সংযোজিত করিতে লাগিলেন ; সেই জন্য প্রাচীন বায়ু, পদ্ম ও ব্রহ্ম পুরাণাদিতে অনেক ভেজাল মিশিয়া লোকের চক্ষে ধাঁদা লাগাইতেছে ; এখন আসলে খাদ মেশায় মেকি হওয়ায়, আসল চেনা ভার হইয়াছে। এই সকল নব্য পৌরাণিকের হাতে সাধারণ জনগণের কৌতূহল উদ্দীপনার জন্য প্রকৃত পুরাণাভি-ধেয় ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থের প্রাচীন ক্ষুদ্র বিষয় সমূহ বর্ত্তমান পুরাণাদি গ্রন্থে বৃহৎ আখ্যায়িকায় পরিণত হইয়াছে, আর এবম্বিধ বহ্বায়ত উপাখ্যানে অনেক অবান্তর কথাও প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাই বেদে ও চলিত পুরাণে বর্ত্তমানে আকাশ পাতাল ভেদ হইয়াছে। বেদের স্বতঃপ্রমাণ বিষয় গুলিই পুরাণে এমনি বহ্বায়তরূপে আখ্যায়িত হইয়াছে, যে অনেক স্থলেই তাহা

বুঝিয়া উঠা ভার হইয়াছে। আর এবম্বিধ গ্রন্থ সংস্কার যে কেবল বৌদ্ধ অভ্যুদয়ের পর হইয়াছিল তাহা নহে। বিখ্যাত ভারত যুদ্ধের পর হইতেই অল্পে অল্পে চলিয়া আসিতেছে। ভোজ রাজ "ভোজ সঞ্জীবনী" নামক গ্রন্থের এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন যে মহাভারত গ্রন্থ যে প্রকার উত্তরোত্তরই বৃহদায়তনের হইতেছে তাহাতে বোধ হয় যে কালে ইহা স্থানান্তরিত করিতে হইলে হস্ত্যাদির ন্যায় যানের আবশ্যক হইবে। বলা বাহুল্য যে প্রায় তাবৎ ধর্ম্ম গ্রন্থেই এই মত চাঁদির সহিত খাদ মিশিয়াছে, আসল মেকি হইয়া গিয়াছে, এই জন্যই আমরা ভূয়োভূয় বলিয়া আসিয়াছি, এবং আবারও বলিতেছি যে আর্য্যশাস্ত্র বেদ মূলক, বেদ বাহ্য যাহা তাহাই অপ্রামাণ্য।

শিষ্য—প্রকৃত পুরাণ তবে কোন্‌গুলি ?

গুরু—যদ্ ব্রাহ্মণানী ইতিহাসান্ পুরাণানি কল্পান্ গাথা নারাশংশী রিত্যাদীনি

(শ্রৌতসূত্র)

গোপথ, শতপথ ঐতেরেয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণগ্রন্থ, কল্পসূত্র সমূহ, গাথা এবং নারাশংশী অর্থাৎ রাজগণের প্রশংসা সূচক আখ্যা-য়িকা, এই সকল গ্রন্থাদিই প্রকৃত পুরাণ পদ বাচ্য। এই সকল পুরাণাভিধেয় গ্রন্থাদির আদর্শে বর্ত্তমানের চলিত ১৮শ মহাপুরাণ বিভিন্ন ঋষি ও তাঁহাদের শিষ্যাদি পরম্পরা ক্রমে রচিত হইয়াছে। এক ব্যাসদেবই ইহাদের সকলের রচয়িতা নহেন। তবে মূর্ত্তি পূজাদির বিধি ব্যবস্থা দেখিয়া কেহ যেন ইহাদিগকে আধুনিক মনে না করেন; কেননা এসকল বিধি ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা সংযোজিত। আর

এসকল বিধি ব্যবস্থার নিষেধ বিধি এবং ব্রহ্মই এক মাত্র উপাসিতব্য এবম্বিধ বাক্য সদ্ভাবেরও অভাব নাই, মূলে যে মূর্ত্তি পূজা ছিল না এই নিষেধ বাক্য সমূহই পুরাণ সকলের মৌলিকত্বের এবং প্রাচীনত্বের দ্যোতক। নিম্নে কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

অহং সর্ব্বেষু ভূতাত্মাঽবস্থিতঃ সদাত্মবজ্ঞায়
মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতে চর্চা বিড়ম্বনম্। যো মাং
সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্ত মাত্মানমীশ্বরং হিত্বাচর্চ্চাং
ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোসি সঃ।

(ভাগবত ৩ শ্লোক)

আমি অন্তর্যামী রূপে সর্ব্ব ভূতেই অবস্থিত রহিয়াছি কিন্তু মনুষ্যগণ তাহাতে অনাদর পূর্ব্বক মূর্ত্ত্যাদি নির্ম্মাণ দ্বারা আমার পূজা করিয়া থাকে। যেমন ভস্মে হোম করিলে হোম কর্ত্তার কোনই ফলোদয় হয় না; সেইমত সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া নির্ম্মিত মূর্ত্ত্যাদিতে তাঁহার ভজনা করা মূঢ়তার পরিচায়ক এবং নিষ্ফল।

অগ্নৌ ক্রিয়াবতাং বিষ্ণু যোগীনাং হৃদয়ে হরিঃ।
প্রতিমা স্বল্প বুদ্ধিনাং সর্ব্বত্র বিদিতাত্মনাম্॥

(ইতি ব্রাহ্মে)

যাঁহারা ক্রিয়াবান (কর্ম্মী) তাঁহারা অগ্নিতে বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া থাকেন, যাঁহারা যোগী, তাঁহারা স্ব স্ব হৃদয়ে, এবং যাহারা অল্প বুদ্ধি তাহারা প্রতিমাদিতে, এবং আত্মবিদগণ সর্ব্বত্রেই সেই বিষ্ণু অর্থাৎ ব্যাপক ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া থাকেন।

আত্মৈত্যেব পরং দৈবমুপাস্যং হরিরব্যয়ম্।
কেচিদত্রৈব মুচ্যন্তে নোৎক্রামন্তি কদাচন॥
(ইতি গারুড়ে)

সেই অব্যয় হরি রূপ আত্মাই পরম দেবতা। সেই দেবই একমাত্র উপাস্য, তাঁহার উপাসনা দ্বারা কোন কোন ব্যক্তি জীবন্মুক্তি লাভ করে, তাহাদিগকে আর সংসারে আসিতে হয় না। এখন কথা হইতেছে যে, তন্ত্রাদি গ্রন্থ পুরাণাদি গ্রন্থ রচিত হওয়ার বহুকাল (প্রায় দুই হাজার বর্ষ) পরে কেবল মূর্ত্তি পূজা এবং তদানুসঙ্গিক বিধি ব্যবস্থার ব্যঞ্জক রূপে বিরচিত হইয়া ক্রমে ক্রমে জন সমাজে প্রচারিত হইলেও, তাহাদের কোন কোন খানিতে অধিকার ভেদে সেই মূর্ত্তি পূজার নিন্দা-বাদও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। মূলে যে মূর্ত্তি পূজা ছিলনা ইহা সেই মৌলিকতার দ্যোতক। নিম্নে যাহা প্রদর্শিত হইতেছে, তদ্বারা বেশ বুঝিতে পারিবে যে মূর্ত্তি পূজাদির প্রবর্ত্তক বা পুষ্টিপোষক তন্ত্রাদিতেও কেবল তামস প্রকৃতিক অধমাধি-কারীর জন্যই প্রতিমা পূজাদির বিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। যথা—

মৃচ্ছিলা ধাতু দার্ব্বাদি মূর্ত্তাবীশ্বর বুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তি তপসা মূঢ়া পরাং শান্তিং ন যান্তি তে॥
(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু এবং কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত মূর্ত্তিকে যে মূঢ়েরা ঈশ্বর বোধে ভজনা করে, তাহারা পরম শান্তি (মোক্ষ) কদাপি প্রাপ্ত হয় না। তাহাদের সব শ্রমই ব্যর্থ হয়।

অস্মিনকালে সুরেশানি প্রকাশো জায়তে ভূবি।
তমো ধর্ম্মেন সর্ব্বত্র দেবতা প্রতিমাং সদা ॥
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাং শণিভৌময়োঃ
সংক্রান্ত্যাং পঞ্চদশাঞ্চ পক্ষয়োরুভয়োরপি।
কৃত্বা তু পূজয়িষ্যন্তি মহাবিদ্যাং সভৈরবাং
এবং হি তামসীং পূজামনিত্যঞ্চ ভবেৎকলৌ।

(মায়াতন্ত্র ১৬ পটল)

হে দেবি সুরেশানি, আজ কাল লোকে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া প্রবলতম তমোধর্ম্মের প্রভাবে অষ্টমী, নবমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং শনি মঙ্গলবারে মৃত্তিকা পাষাণাদিদ্বারা সভৈরব তোমার প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া পূজা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা জানেনা যে সেই জগন্ময়ী মহাবিদ্যার এতাদৃশী পূজা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং তমোমূলক।

উত্তমো ব্রহ্মসদ্‌ভাবো ধ্যান ভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতি জপোঽধমা ভাবঃ বাহ্যপূজা ধমাধমঃ ॥

(মহানির্ব্বাণ ১৪।১১২)

উত্তমাধিকারী ভাব দ্বারা, মধ্যমাধিকারী ধ্যান দ্বারা, অধমাধিকারী স্তুতি ও জপাদি দ্বারা, ব্রহ্মোপাসনা করিয়া থাকে; আর অধমাধম অধিকারী কেবল বাহ্যাড়ম্বর রূপ পূজাদির দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে।

প্রতিমোপাসনার দ্বারা কদাপি মোক্ষ লাভ হয় না। ইহা দুই ধাপ নীচে, তৃতীয় স্তরে। প্রথমতঃ ব্রহ্মোপাসনা, দ্বিতীয়তঃ প্রতীকোপাসনা, তৃতীয়তঃ প্রতিমোপাসনা। এই প্রতিমোপা-

সনা অলস প্রকৃতিক মন্দ বিবেকীদিগকে কিঞ্চিৎ কর্ম্মোন্মুখ করিবার সোপান বিশেষ, সুতরাং সত্বশুদ্ধের যৎকথঞ্চিৎ সহায়ক মাত্র। কেমন, এসব কথা তোমার মনে আছে? ইহা ত পূর্ব্বে বলিয়াছি।

শিষ্য—আজ্ঞে খুব মনে আছে। কিন্তু শুনেছি যে বেদে প্রতিমা শব্দের ব্যবহার আছে, তবে আর আপনি এত বাগাড়ম্বর করিতেছেন কেন?

গুরু—বেদের স্থানে স্থানে প্রতিমা শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহা ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কতকগুলি স্থল উদ্ধৃত করিয়া তোমায় দেখাইতেছি। যথা—

**নতস্য প্রতিমাঽস্তি যস্যনাম মহদ্যশঃ।**

(যজুর্ব্বেদ ৩২)

তিনি অমূর্ত্ত, অনুপমেয়, এবং ব্যাপক বিধায় তাঁহার কোনরূপ প্রতিমা প্রতিনিধি বা প্রতিকৃতি হইতে পারে না।

**সংবৎসরস্য প্রতিমাং যাং ত্বা রাত্র্যুপাস্মহে।**
**সা ন আয়ুষ্মতীন্ প্রজাং রায়স্পোষেণ সংসৃজে॥**

(অথর্ব্ববেদ ৩।১০।৩)

বিদ্বান ব্যক্তিগণ প্রতিমা অর্থাৎ ক্ষণাদি দ্বারা বিভক্ত সংবৎসরাখ্য রাত্রির উপাসনা করিয়া থাকেন, আমরাও ঠিক্ সেই মত করি। এক বৎসর ৩৬৫ রাত্রি দ্বারা পরিমিত হইয়া থাকে এইজন্য রাত্রি ও প্রতিমা সংজ্ঞক। এই রাত্রির উপাসনা দ্বারা আমরা পুরুষায়ুষ যুক্ত সন্তানাদি লাভ করি। (১)

---

(১) 'শতায়ুর্বৈপুরুষঃ—এই আয়ুই আবহমান কাল চলিতেছে। "সহস্র সম্বৎসরস্তদায়ুষোঽসম্ভবাৎ মনুষ্যেষু" অর্থাৎ মানুষের কখন হাজার বর্ষ

বৃষ্ণো বধ্রিঃ প্রতিমাণং বুভূষন্

( ঋকবেদ ১।৩২।৭ )

প্রতিমাণং সাদৃশ্যং ( সায়ণ ভাষ্য )

নাস্য শত্রুর্নপ্রতিমানমস্তি

( ঋকবেদ ৬।১৮।১২ )

প্রতিমাণং প্রতিনিধির্নাস্তি ( সায়ণ ভাষ্য )

মুহূর্ত্তাণাং প্রতিমা তা দশ চ সহস্রাণ্যষ্টৌ চ।
শতানি ভবন্তে তাবন্তোহি সংবৎসরস্য মুহূর্ত্তাঃ।

( শতপথ ব্রাহ্মণ ১৫।৩।২ )

এক বৎসরে ১০৮০০ মুহূর্ত্ত হয়। (১) এই মুহূর্ত্ত ও প্রতিমা সংজ্ঞক; কেননা ইহা দ্বারা ও বর্ষের পরিমাণ পরিগণিত হইয়া থাকে। অপিচ মহর্ষি মনুও প্রতিমা শব্দ কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন দেখ—

তুলমানং প্রতীমানং সর্ব্বং চ স্যাৎ সুলক্ষিতম্।
ষঠস্থ ষঠস্থ চ মাসেষু পুনরেব পরীক্ষয়েৎ॥

( মনুস্মৃতি ৮।৪০৩)

ওজন করিবার জন্য ব্যবহৃত রতি, মাসা, সের ইত্যাদি বাট-খাড়া বিশেষের নাম প্রতিমা। তুলমানং অর্থাৎ তরাজু দাঁড়ি প্রভৃতি এবং প্রতিমানং অর্থাৎ বাটখাড়া প্রভৃতি রাজা প্রত্যেক ষষ্ঠ মাসে এক এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, কেহ যেন

---

পরমায়ু হইতে পারে না ইত্যাদি সূত্রে মীমাংসাদর্শনে এবং স্বামী শবরের ভাষ্যে এবিষয় সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে।

(১) দিবারাত্রির ৩০ ভাগের এক ভাগে প্রায় দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত্ত হয়। অতএব এক বৎসর = ৩০ × ৩৬০ = ১০৮০০ মুহূর্ত্ত।

প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক কমি বাটখাড়া কি খারাপ তুলাদি ব্যবহার না করে।

শিষ্য—আচ্ছা মূর্ত্তি পূজা যদি বেদ বিরুদ্ধ হয়, তবে রাবণ-বধার্থে রামচন্দ্র দেবী কাত্যায়নীর (দুর্গার) আরাধনা করিয়াছিলেন কেন? এবং সমুদ্রের প্রসাদনার্থে তিনি সেতুবন্ধে শিব-স্থাপনই বা করিয়াছিলেন কেন? ইহা কি সত্য নহে?

মহর্ষি বাল্মিকি কিন্তু এ সকল কথা জানিতেন না, জানা থাকিলে অবশ্যই তাঁহার গ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখ করিতেন। রাবণবধ সম্বন্ধে তিনি রামায়ণে যাহা যাহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে, তদ্দ্বারা এ বিষয়ের যাথার্থ্য সম্যক্ অবগত হইতে সক্ষম হইবে। লক্ষ্মণ শক্তিশেল হইতে জীবন প্রাপ্ত হইয়া আর্য্য রামকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন।

যদি বধমিচ্ছসি রাবণস্য সংখ্যে<br>
যদি চ কৃতাং হিতবেচ্ছসি প্রতিজ্ঞাম্।<br>
যদি তব রাজসুতাভিলাষমার্য্য<br>
কুরু চ বচো মম শীঘ্রমদ্য বীর।

(লঙ্কাকাণ্ড ১০২।৫৫)

হে বীর, হে আর্য্য, যদি রণমধ্যে রাবণকে বধ করিতে ও আপনাকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করেন; এবং যদি আপনার রাজনন্দিনী জানকীকে লাভ করিতে অভিলাষ থাকে, তবে সত্বর আমার বাক্যানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। লক্ষ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং রাবণবধার্থে নিজ প্রতিজ্ঞা (অহং তু বধ-

মিচ্ছামি শীঘ্রমস্য দুরাত্মনঃ যাবদস্তং ন যাত্যেব কৃতকর্ম্মা দিবা-
করঃ) স্মরণ করিয়া রামচন্দ্র দেবরাজ প্রেরিত রথে আরোহণ
পূর্ব্বক যুদ্ধপ্রয়াসী রাবণের সহিত তুমুল দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবৃত্ত
হইলেন। যথা :—

ততো যুদ্ধ পরিশ্রান্তং সমরে চিন্তয়া স্থিতম্।
রাবণাঞ্চাগ্রতো দৃষ্ট্বা যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্॥
দৈবতৈশ্চ সমাগম্য দ্রষ্টুমভ্যা গতো রণম্।
উপাগম্যা ব্রবীদ্রাম মগস্ত্যো ভগবান্তদা॥
রাম রাম মহাবাহো শৃণু গুহ্যং সনাতনম্।
যেন সর্ব্বানরীন্ বৎস সমরে বিজয়িষ্যসে॥
আদিত্য হৃদয়ং পুণ্যং সর্ব্ব শত্রু বিনাশনম্।
জয়া বহং জপং নিত্যমক্ষয়ং পরমং শিবম্॥

* * * *

পূজয়স্বৈনমেকাগ্রোদেবদেবং জগৎপতিম্।
এতত্ত্রিগুণং জপ্ত্বা যুদ্ধেষু বিজয়িষ্যতি॥
অস্মিন ক্ষণে মহাবাহো রাবণং ত্বং জহিষ্যসি।
এবমুক্ত্বা ততোঽগস্তো জগাম স যথা গতম্॥
এতচ্ছ্রুত্বা মহাতেজা নষ্ট শোকোঽভবত্তদা।
ধারয়ামাস সুপ্রীতো রাঘবঃ প্রযতাত্মবান॥
রাবণং প্রেক্ষ হৃষ্টাত্মা জয়ার্থং সমুপাগমেৎ।
সর্ব্বং প্রযত্নেন মহতাবৃতস্তস্য বধোঽভবৎ॥

ততঃ প্রবৃত্তমত্যর্থং রাম রাবণয়োস্তদা।
সুমহদ্ দ্বৈরথং যুদ্ধং সর্ব্বলোকভয়াবহম্ ॥

* * * * *

অভিমন্ত্র্য ততো রামস্তং মহেষুং মহাবলঃ।
বেদপ্রোক্তেন বিধিনা সন্দধে কার্ম্মুকে বলী ॥
তস্মিন সন্ধীয়মানেতু রাঘবেন শরোত্তমে।
সর্ব্বভূতানি সন্ত্রেস্থ শ্চচাল চ বসুন্ধরা ॥
স রাবণায় সংক্রুদ্ধো ভৃশমায়ম্য কার্ম্মুকম্।
চিক্ষেপ পরমায়ত্তঃ শরং মর্ম্ম বিদারণম্ ॥
স বজ্র ইব দুর্দ্ধর্ষো বজ্রি বাহু বিসর্জ্জিতঃ।
কৃতান্ত ইব চা বার্য্যো ন্যপতদ্রাবণোরসি ॥
স বিসৃষ্টো মহাবেগঃ শরীরান্ত করঃ শরঃ।
বিভেদ হৃদয়ং তস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥
রুধিরাক্ত স বেগেন শরীরান্ত করঃ শরঃ।
রাবণস্য হরণ প্রাণান্ বিবেশ ধরণীতলম্ ॥
গতাসুর্ভীমবেগস্ত নৈর্ঋতেন্দ্রো মহাদ্যুতিঃ।
পপাত স্যন্দনাদ্ভুমৌ বৃত্রো বজ্রাহতো যথা ॥

( রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ১১০ সর্গ )

তখন রঘুনন্দনকে যুদ্ধশ্রান্ত, চিন্তাকুল এবং রাবণকে যুদ্ধার্থে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া দেবগণের সহিত যুদ্ধ দর্শনার্থে সমাগত ঋষিপ্রবর ভগবান অগস্ত্য রামচন্দ্রের সমীপে আগমন করতঃ

কহিলেন বৎস, যদ্দ্বারা তুমি এই শত্রুকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে, আমি তদ্বিষয়ক একটী সনাতন অতি গোপনীয় মন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর। রাঘব তুমি সর্ব্ব শত্রু বিনাশক অক্ষয় ও পরম মঙ্গলজনক আদিত্যহৃদয় নামক মন্ত্র পাঠ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জয়লাভ করিতে পারিবে। তুমি একাগ্রমানসে সেই জগৎপতি দেবদেব দিবাকরকে (ব্রহ্মকে) পূজা করতঃ তিনবার এই আদিত্য হৃদয় মন্ত্র পাঠ কর, তাহা হইলে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবে। হে মহাবাহো, আমি নিশ্চয় বলিতেছি এইরূপ করিলে তুমি এই মুহূর্ত্তেই রাবণকে বধ করিবে। অগস্ত্য এই কথা বলিয়াই যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ঋষিবর অগস্ত্যের এই সকল কথা শুনিয়া রঘুনন্দনের শোক অপগত হইল। তিনি প্রীতান্তঃকরণে আত্মাকে সংযত করতঃ ক্ষণকাল চিন্তার পর তিনবার আচমন ও আদিত্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এই উত্তম মন্ত্র পাঠ করিলেন; অনন্তর রাবণকে সম্মুখে আগত দর্শনে হর্ষ সহকারে বিজয় লাভের নিমিত্ত তদীয় বধে সুমহৎ যত্নপরায়ণ হইলেন। এবং সেই সুদারুণ ভয়াবহ মহাস্ত্রকে বেদপ্রোক্ত বিধিদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া ধনুতে সন্ধান করিলেন। এবং ধনু বিনমিত করতঃ সেই পরমর্ম্ম বিদারক শর নিক্ষেপ করিলেন, তাহা অনিবার্য্য কৃতান্ত এবং বাসব বিসর্জ্জিত দুর্দ্ধর্ষ বজ্রের ন্যায় রাবণের বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। এবং দুরাত্মা রাবণের হৃদয় ভেদ ও প্রাণ হরণ করিল এবং মহাবেগ ও মহাদ্যুতিমান রক্ষরাজও বিগত জীবন হইয়া বজ্রাহত বৃত্রের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন।

শিষ্য—রামচন্দ্র রাবণবধার্থ পরিশেষে কি রকমের অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে তাহাতেই রাবণ গতাসু হইল? প্রাচীনকালে তবে বন্দুক, কামান প্রভৃতির ন্যায় আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ছিল কি?

গুরু—হাঁ ছিল। অনেকে বিশেষতঃ ইংরাজি শিক্ষাক্লিষ্ট পাশ্চাত্য সভ্যতা প্লুত নব্য বাবুরা কিন্তু ভাবিয়া থাকেন যে কামান বন্দুকাদি ইয়ুরোপীয়গণ হইতেই এদেশে প্রচারিত হইয়াছে বাস্তবিক তাহা নহে। বৈদিক আর্য্যগণের সময়ও ভারতে কামান বন্দুকাদির ন্যায় অগ্ন্যাস্ত্র সকল প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হইত, নিম্নে তাহার কতকটা আভাস দেওয়া গেল।

আচার্য্য শুক্র বলেন—

অস্ত্রন্তু দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং নালিকং মান্ত্রিকং তথা।
যদা তু মান্ত্রিকং নাস্তি নালিকং তত্র ধারয়েৎ॥
নালিকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎ ক্ষুদ্র বিভেদতঃ।

* * * *

স্বান্তেঽগ্নিচূর্ণ সন্ধাতুশলাকা সংযুতং দৃঢ়ম্।
লঘু নালিকমপেতৎ প্রধার্য্যং পত্তিসাদিভিঃ॥

* * * *

বৃহন্নালিক সংজ্ঞং তৎকাষ্ঠবুধ্ন বিবর্জ্জিতম্।
প্রবাহ্যং শকটাদৈস্তু সুযুক্তং বিজয়প্রদম্॥

(শুক্রনীতি ৪।৭)

"অস্ত্র দ্বিবিধ, এক প্রকার মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহার নাম মান্ত্রিকাস্ত্র; অপর প্রকার নাল সাহায্যে

নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহাকে নালিকাস্ত্র কহে। যেখানে মান্ত্রিকাস্ত্র নাই, সেখানে নালিকাস্ত্র ধারণ করা উচিত। এই নালিকাস্ত্র দুই প্রকার, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বা লঘু। লঘু নালিকে বুধ্ন অর্থাৎ ধরিবার মুট, লক্ষ্য ঠিক করিবার উপযুক্ত অগ্রভাগে তিল বিন্দু (মাছী), অগ্নিচূর্ণ (বারুদ) সন্নিবেশিত করণের দৃঢ়-শলাকা বিশিষ্ট ইত্যাদি প্রকারের লঘু নালিক কেবল পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যেরাই ব্যবহার করিবে। আর বৃহদাকার নালিকের মূলদেশে কিলক এবং কাষ্ঠ বুধ্ন অর্থাৎ কাষ্ঠ নির্ম্মিত ধরিবার মুট নাই। উহা শকটাদি দ্বারা বাহিত হয়। উহা উপযুক্ত রূপে স্থাপিত হইলে যুদ্ধে জয়লাভ হয়। এই বৃহন্নালিক যে আধুনিক কামান ভিন্ন আর কিছুই নহে তাহা নিঃসন্দেহ। অপিচ অনেকে পৌরাণিক "শতঘ্নী" নামক অস্ত্রকে কামান বলিয়া স্বীকার করেন যথা—

মুদ্গরৈঃ কূট পাশৈশ্চ শূলোলূখ পর্ব্বতৈঃ।
শতঘ্নীভিশ্চ দীপ্তাভির্দ্দণ্ডৈরপি সুদারুণৈঃ॥

(মহাভারত)

এস্থলে "দীপ্ত শতঘ্নী" এই পদ হইতে শতঘ্নীর অগ্নিবিশিষ্টতা বুঝা যায়। টীকাকার নীলকণ্ঠ ইহাকে কামানের ন্যায় আগ্নেয়াস্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

যখন পাণ্ডবদিগের যজ্ঞীয়াশ্ব মণীপুরে প্রবেশ করে, অশ্বমেধ পর্ব্বে সেই স্থলে মণীপুরের বর্ণনায় লিখিত আছে যে, নগর বাহিরে শকটের উপর আগ্নেয় অস্ত্রাদি সুরক্ষিত রহিয়াছে এবং সেনারা তাহা রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। দুর্গাদি

রক্ষার জন্য যে কামানাদির ন্যায় আগ্নেয়াস্ত্র পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত ইহা তাহার একটী দীপ্যমান প্রমাণ।

আর এক স্থলে যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জ্জুন স্বীয় স্বর্গ গমন বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, মহারাজ, অতঃপর মাতলি সেই অদ্ভুত চৈত্ররথ লইয়া আমার সমীপে আগমন করিল। সে রথ, অসি, শক্তি, গদা, প্রাস, বজ্র জ্বলদুল্কাপিণ্ডযুক্ত এবং মহামেঘের ন্যায় ভীমনাদি "চক্রযুক্ত তুলাগুড়া" প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। মহামহোপাধ্যায় টীকাকার নীলকণ্ঠ এই "তুলাগুড়ার" ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে ইহা আগ্নেয়দ্রব্যের বলে গোলানিক্ষেপ করিবার ভাণ্ডাকার পাত্র বিশেষ। ইহা হইতে গোলা বহির্গমনের বেগে বায়ুর প্রাবল্য হয় এবং বজ্রের বা ঘোর মেঘের গভীর গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ হয় এবং ইহাতে চাকা আছে। সুতরাং এই "তুলাগুড়া" সশকট হাঁড়ি কামানের ন্যায় আগ্নেয়াস্ত্র ভিন্ন আর কি বলা যাইবে। (১)

মহর্ষি বাল্মিকির পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণীত হইতেছে যে রাবণবধার্থে রামচন্দ্র দেবীর পূজা করেন নাই, তবে ঋষি অগস্ত্যের উপদেশানুসারে আদিত্য উপলক্ষ্যে পরম ব্রহ্মের ধ্যান পূর্ব্বক রাবণবধার্থে মন্ত্রপূত বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই মান্ত্রিক নিক্ষিপ্ত বাণেই রাবণ গতাসু হইয়াছিল। তবে

(১) বৈশম্পায়ন প্রণীত "নীতি প্রকাশিকা", শুক্রাচার্য্যের "নীতিশাস্ত্র" বিশ্বামিত্রের "ধনুর্ব্বেদ" এবং শার্ঙ্গধরের "বীরচিন্তামণি" ও "ধনুর্ব্বেদ" প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। যজুর্ব্বেদের উপবেদ ধনুর্ব্বেদ (Military Sciencé), এই উপবেদ মূলক এই সকল ঋষি প্রণীত প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠে সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে ভারতেরই সামরিক অস্ত্রশস্ত্রাদি বিজ্ঞান ক্রমপরম্পরা ন্যায়ে ভূগোলস্থ তাবৎ স্থানেই সংপ্রসারিত হইয়াছে।

কোন কোন পুরাণ এবং উপপুরাণ (১) গ্রন্থে রাবণবধার্থে রামচন্দ্রের দেবী পূজার কথা উল্লিখিত আছে, বোধ হয় তাহা হইতেই লোক মধ্যে এবম্বিধ অমূলক কিম্বদন্তী চলিয়া আসিতেছে। যাহা মূলে নাই, অপর গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হইলে তাহা কখনই প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে "কালিকা পুরাণ" দেবীমাহাত্ম্য প্রকাশক একখানি উপপুরাণ। অষ্টাদশ মহাপুরাণ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে সংক্ষেপে যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা দ্বারাই বুঝিয়া লও যে কালিকা উপপুরাণের বাক্য কতদূর প্রামাণ্য। বিষয়ের সহিত উপবিষয়ের, ধর্ম্মের সহিত উপধর্ম্মের যে প্রকার সম্বন্ধ পুরাণের সহিত উপপুরাণের সম্বন্ধও ঠিক তদ্বৎ। উপধর্ম্ম জিজ্ঞাসা চরিতার্থ হইলে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা চরিতার্থ হয় না। উপপুরাণ জিজ্ঞাসাও তদ্রূপ। ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থই যে প্রকৃত পুরাণ তাহা ত ইতপূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহাদের আদর্শেই চলিত পুরাণগুলি বিরচিত। পুনঃ পুনঃ সংস্কার এবং সংযোজন দ্বারা চলিত এই মহাপুরাণাদির বর্ত্তমান অবস্থা যে প্রকার হইয়াছে, তাহার তুলনায় উপপুরাণের ত কথাই নাই। সহস্র হস্ত দূরে পড়িয়া যায়। বড় সাহেবের মাঝি, তার যে যোগায় কাছি। তার বাড়ীর কাছে বাঁধা আছি। বড় সাহেবের সহিত শেষোক্ত বদ্ধব্যক্তির যে সম্বন্ধ ব্রাহ্মণাদি পুরাণের সহিত উপপুরাণেরও তদ্বৎ সম্বন্ধ। বেদের যে সমস্ত উপবেদ আছে, তাহা মূল বেদের বাহ্য হইলে অপ্রা-

---

(১) রামস্যানুগ্রহার্থং বৈ রাবণস্য বধায় চ।
রাত্রাবেব মহাদেবী ব্রহ্মণা বোধিতাপুরা॥
ততস্তু ত্যক্ত নিদ্রা সা নন্দায়ামাশ্বিনেঽসিতে।
জগাম নগরীং লঙ্কাং যত্রাসীদ্রাবণঃ পুরা॥ (কালিকা উপপুরাণ)

মান্য এবং অগ্রাহ্য হইয়া পড়ে; মুল পুরাণের সহিত উপ-পুরাণের সম্বন্ধও ঠিক তদ্বৎ; অপিচ এই কালিকা উপপুরাণে বর্ত্তমান জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত জল্পেশ্বর মহাদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠার বিষয় বর্ণিত আছে। (১) এই মন্দির জল্পেশ্বর নামা জনৈক রাজা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। পরে মুসলমানদের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়। আজ দুই শত বর্ষ হইল কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণ ঐ ভগ্ন স্তূপের উপর একটী ইষ্টক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, তাহাও ভগ্নাবস্থায় আপতিত। ইহা দ্বারা অনুমিত হইতেছে যে, তন্ত্রপ্রধান কালেই এই জল্পেশ মন্দির নির্ম্মিত হয়, সুতরাং কালিকা উপপুরাণও সেই সময়ে বা তৎপরবর্ত্তী কালে বিরচিত। এখন কথা হইতেছে যে, মহর্ষি বাল্মিকির বাক্য তুচ্ছ করিয়া ঈদৃশ কালিকা উপপুরাণের বাক্যে, কালিকা উপপুরাণের জন্মের বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে, রাবণবধার্থে রামচন্দ্রের দেবী পূজার বর্ণন বিষয়ে কি প্রকারে আস্থা সংস্থাপন করা যাইতে পারে তাহা সুধী মাত্রেরই বিবেচ্য? আর সেতুবন্ধে রামেশ্বর শিবের মন্দির সংস্থাপন সম্বন্ধে মহর্ষি বাল্মিকি তাঁহার গ্রন্থে কিছু উল্লেখ করেন নাই; তবে সেতুবন্ধ সম্বন্ধে এইমাত্র বলিয়াছেন যথা—

অত্র পূর্ব্বং মহাদেবঃ প্রসাদমকরোদ্বিভুঃ।
এতৎ তু দৃশ্যতে তীর্থং সাগরস্য মহাত্মনঃ॥
সেতুবন্ধ ইতি খ্যাতম্ ত্রৈলোক্যেন চ পূজিতম্।
এতৎ পবিত্রং পরমং মহাপাতক নাশনম্॥

(লঙ্কাকাণ্ড ১২৫।২০—২১)

(১) এষ পুণ্যকরঃ পীঠো জল্পীশস্য মহাত্মনঃ
এতজ্ জ্ঞাত্বা নরো যাতি শঙ্করস্যালয়ং প্রতি॥ (কালিকা উপপুরাণ ৭৭অঃ)

অয়ি বিশাল নয়নে সিতে, ব্যাপক দেবশ্রেষ্ঠ পরমাত্মার কৃপাবলে সমস্ত দ্রব্যজাত প্রাপ্ত হইয়া তোমার জন্য লবণ সমুদ্রোপরি এই সেতু বন্ধন করিয়াছিলাম, সেই পরম পবিত্র সমুদ্র তীর্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে দর্শনকর। (১) আর রামচন্দ্র স্বীয় মাতা মহিষি কৌশল্যাদেবীকে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে যে প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন সেটাও একবার দেখ। যথা—

যোগাভ্যাস রতং চিত্তমেবমাত্মানমাবিশৎ।
সর্ব্বেষু প্রাণীজাতেষু হ্যহমাত্মা ব্যবস্থিতঃ॥
তমজ্ঞাত্বা বিমূঢ়াত্মা কুরুতে কেবলং বহিঃ।
ক্রিয়োৎপন্নৈর্নৈক ভেদৈর্দ্রব্যৈর্মেবাম্ব তোষণম্॥

(উত্তরকাণ্ড ৭।৭৩—৭৪)

হে মাতঃ, এই প্রকারে যোগাভ্যাসে রত চিত্ত ব্যক্তিগণ আত্মাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। সেই পরমাত্মা সমুদায় পদার্থেই বিদ্যমান রহিয়াছেন, ইহা অবগত হইয়াও মূঢ়ব্যক্তিগণ কেবল বহিঃক্রিয়াদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া থাকে; কিন্তু এই প্রকার বিবিধ বহিঃক্রিয়া দ্বারাও সেই পরমাত্মার পরিতোষ লাভ হয় না অর্থাৎ তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় না।

---

(১) শিব ভক্ত টীকাকার নীলকণ্ঠ কিন্তু "সমুদ্র প্রসাদানন্তরং শিব স্থাপনং রামেন কৃত মিতি গম্যতে" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা শিবস্থাপনের আভাস দিয়াছেন। মূলে কিন্তু ইহার চিহ্নমাত্রও নাই। প্রোক্ত কারণ পরম্পরায় বোধ হয় বিখ্যাত ভারত যুদ্ধের পূর্ব্বে বর্ত্তমানের ন্যায় ভারতের কুত্রাপি কোন দেবদেবীর মন্দির কি তীর্থাদি কিছুই ছিল না। উক্ত যুদ্ধের বহুকাল পরে অর্থাৎ আজ প্রায় তিন হাজার বর্ষ হইতে চলিল ভারতের নানা স্থানে বিবিধ দেবদেবীর সুহস্র সহস্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত এবং তীর্থাদি আবিষ্কৃত হইতে হইতে বর্ত্তমানের অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে সবিশেষ "তীর্থদর্শন" দেখ।

এখন কথা হইতেছে যে, যে পুরুষ ঈশ্বর সম্বন্ধে এতাদৃশ উপদেশ প্রদান করিলেন বহিঃ অর্থাৎ বাহ্য পূজাদি অকিঞ্চিৎ-কর বলিয়া উল্লেখ করিলেন, পরমাত্মাই একমাত্র উপাস্য বলিয়া স্থির করিলেন, তিনিই স্বয়ং সেই ভ্রমে পতিত হইলেন। সেতু-বন্ধে রামেশ্বর মূর্ত্তি সংস্থাপন করিলেন, ইহা কোন্ অভিজ্ঞ ব্যক্তি বিশ্বাস করিবে? শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্ব কালে, রামেশ্বর শিবের চিহ্নও ছিল না। বোধ হয় দাক্ষিণাত্যের রাম নামক কোন রাজা কর্ত্তৃক বহুকাল পরে এই সেতুবন্ধের শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বেল্লারি ও কাদাপা জেলার সন্নিহিত স্থান "রাম রাজার দেশ" বলিয়া এখনও প্রচলিত আছে।

শিষ্য—বেদ অনন্তশাখ। বর্ত্তমানে বেদের যে সকল শাখা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে মূর্ত্তিপূজাদির বিধান নাই সত্য; কিন্তু যে সকল শাখা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যে মূর্ত্তি পূজাদির বিধিব্যবস্থা ছিল না তাহার প্রমাণ কি?

গুরু—বেদ অনন্তশাখ নহে। শাখানিচয়ের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে। ভাল, এ সম্বন্ধে ভট্টপাদ বা কুমারিল স্বামী স্বীয় গ্রন্থ মীমাংসা বার্ত্তিকে বৌদ্ধদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য যাহা যাহা প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, তাহারই সংক্ষেপ মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, তোমার সন্দেহ অপনোদিত হইবে। চিত্তে শান্তি লাভ করিবে।

বেদঃ পুনঃ সবিশেষঃ প্রত্যক্ষগম্যঃ। তত্র ঘটাদি-বদেব পুরুষান্তরস্থ মুপলভ্যস্মরন্তি। সর্ব্বস্যচাত্মীয় স্মরণাৎ পূর্ব্বমুপলব্ধিঃ সম্ভবতীতি ন নির্ম্মূলতা।

ন চ শাখান্তরোচ্ছেদঃ কদাচিদপি বিদ্যতে।
প্রাগুক্তাদ্বেদনিত্যত্বান্নচৈষাং দৃষ্টমূলতা॥

মৃত সাক্ষিক ব্যবহারবচ্চ প্রলীন শাখা মূলত্ব কল্পনায়াং যস্মৈ যদ্রোচতে সতৎ প্রমাণী কুর্য্যাৎ যেতাবন্মন্বাদিভ্যোর্বাঞ্চঃ পুরুষাস্তেষাং যজ্ জ্ঞানং তত্তাবদনবগতপূর্ব্বার্থত্বান্ন স্মৃতিঃ। মন্বাদীনামপি যদি প্রথমং কিঞ্চিৎ প্রমাণং সম্ভবেৎ ততস্মরণং ভবেন্নান্যথা। কস্মাৎ পুনঃ পুত্রং দুহিতরং বাতি-ক্রম্য বন্ধ্যাদৌহিত্রোদাহরণং কৃতং। স্থান তুল্যত্বাৎ পুত্রাদিস্থানীয়ং হি মন্বাদেঃ পূর্ব্ব বিজ্ঞানং দৌহিত্র স্থানীয়ং স্মরণমতশ্চ যথা দুহিতুরভাবং পরামৃশ্য দৌহিত্র স্মৃতিং ভ্রান্তি মন্যতে তথা মন্বাদিভিঃ প্রত্যক্ষাদ্য সম্ভব পরামর্শাদষ্টকাদিশরণং মিথ্যেতি মন্তব্যং। যদিহ্যনাদরেনৈষাং ন কথ্যেতা প্রমাণতা। অশক্যেতি মত্বান্যে ভবেয়ুঃ সমদৃষ্টয়ঃ। তেন যদ্যপি লভ্যেত স্মৃতিঃ কাচিদ্বিরোধিণী। মন্বাদ্যুক্তা তথাপ্যস্মিন্নেতদেবোপযুজ্যতে। ত্রয়ীমার্গস্যসিদ্ধস্য যেহ্যত্যন্তবিরোধিনঃ। অনিরাকৃত্যতান্ সর্ব্বান্ ধর্ম্মশুদ্ধি র্ন লভ্যতে।

(মীমাংসা বার্ত্তিক ১।৩।১০—১১)

বেদ প্রত্যক্ষগম্য ঘটাদির ন্যায় পুরুষান্তরস্থ বেদ শ্রবণ করিয়া সকলে পুনর্ব্বার তাহার স্মরণ করিয়া থাকেন, এই প্রকারে সকলেরই স্মরণের পূর্ব্বে অনুভব সম্ভব হয়। অতএব নির্ম্মূলতা হইল না। সুতরাং শাখান্তরের উচ্ছেদ কদাপি হইতে পারে না, কারণ ইহারা নিত্য। মৃত সাক্ষীর সাক্ষ্য যথার্থ মনে করিয়া যেরূপ কোন বিচার হইতে পারে না, সেই প্রকার যে শাখা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তন্মূলক এই গ্রন্থ এই কল্পনাও যুক্তি সঙ্গত হয় না। এইরূপ হইলে যাহার যাহা ইচ্ছা সেই তাহা বেদমূলক বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে। যাহারা মনু প্রভৃতির পরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানেনা বলিয়াই তাহাদের স্মৃতি হইতে পারে না। মনু প্রভৃতিরও প্রথম যদি কোন প্রমাণ সম্ভব হয়, তাহা হইলেই স্মরণ হইতে পারে, না হইলে হইতে পারে না। শাস্ত্র কি কারণে পুত্র ও দুহিতাকে পরিত্যাগ করিয়া বন্ধ্যা দৌহিত্রের উদাহরণ করিয়াছেন? মনু প্রভৃতির পুত্রাদিস্থানীয় পূর্ব্বজ্ঞান এবং দৌহিত্রস্থানীয় স্মরণ। অতএব যে প্রকার দুহিতার অভাবকে হেতু করিয়া দৌহিত্রস্মৃতি ভ্রান্তি বলিয়া নিশ্চিত হয়, সেই প্রকার মনু প্রভৃতির প্রত্যক্ষ অসম্ভব বলিয়াই বৌদ্ধ স্মৃত্যাদি তুল্য মূর্ত্তি পূজাদি প্রতিপাদক গ্রন্থাদি মিথ্যা, অজ্ঞানসম্ভূত বলিয়া জানিবে। যদি অনাদর করিয়া ইহাদের বেদবাহ্যতা এবং অপ্রমাণতা কথিত না হয়, তাহা হইলে সকলেই মনে করিতে পারে যে, ইহাদের অপ্রমাণ্য স্থির করা অসাধ্য। এইরূপ হইলে তাহারা সমদৃষ্টিও হইতে পারে। যদি মন্বাদি প্রণীত কোন স্মৃতি বেদ বিরোধিনী হয়, তাহা হইলে, তাহার মত পরিত্যাগ করিয়া বেদে যাহা বিহিত আছে, তাহাই

অবলম্বন করিবে। কেননা ধর্ম্ম জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতি। শ্রুতিবিরোধ হেতু এই সকল অনাদরণীয়। অতএব প্রসিদ্ধ বৈদিকমতের বিরুদ্ধে যে সমস্ত ধর্ম্ম তাহা পরিত্যাগ না করিলে ধর্ম্ম-শুদ্ধি হয় না।

ভাল, তোমাকে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, মূল বৃক্ষ হইতে তাহার শাখাদি কি কখন ভিন্ন ভাবের বা প্রকারের হইয়া থাকে? অবশ্য বলিবে, না। শাখা সর্ব্বদা বৃক্ষানুরূপই হইয়া থাকে, সুতরাং তোমার কথামত, বেদরূপ মূল বৃক্ষের কোন ছান্ন বা লুপ্ত শাখায় যদি মূর্ত্তি পূজাদির ব্যবস্থা-সদ্ভাব স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহাও মূলের সহিত বিষদৃশ হওয়ায় অগ্রাহ্য। আর এক কথা বিভিন্ন ঋষি প্রচারিত বেদে ভিন্ন ভিন্ন শাখা থাকিলেও ঐ সকল শাখা মূল গ্রন্থের সহিত একই। শাখান্তর নামে মাত্র। তাহাতে বস্তুভেদ লক্ষিত হয় না। স্বামী কুমারিলও এই কথাই বলেন। আচ্ছা, ঋষি-প্রবর জৈমিনি, ব্যাস, গৌতম, পতঞ্জলি প্রভৃতি মহাত্মাগণের সময়ে বেদের সমগ্র শাখা বিদ্যমান ছিল কি না? সকলেই বোধ হয় মুক্তকণ্ঠে তাৎকালিক তদ্বিদ্যমানতা স্বীকার করি-বেন। তুমিও যদি তাহা স্বীকার কর, তাহা হইলে এক বার ভাবিয়া দেখ দেখি যে, মহর্ষি জৈমিনি স্বপ্রণীত মীমাংসা দর্শনে বেদানুকূল সমুদায় কর্ম্মকাণ্ডের বিষয় মীমাংসা করি-য়াছেন, মহর্ষি পতঞ্জলি তৎকৃত যোগশাস্ত্রে (পাতঞ্জল-দর্শনে) বেদানুকূল সমস্ত উপাসনাকাণ্ড বর্ণন করিয়াছেন, এবং ভগবান ব্যাসদেব স্বকৃত শারীরক সূত্রে (বেদান্তদর্শনে) বেদানু-যায়ী সমুদায় জ্ঞানকাণ্ডের বিষয় লিখিয়াছেন; কিন্তু বড়ই

পরিতাপের বিষয় যে ইহাঁদের গ্রন্থাদিতে কুত্রাপিও মূর্ত্তি-পূজাদির বিধিব্যবস্থা উল্লিখিত হয় নাই। না হওয়ার কারণ কি? মূলে থাকিলে ত শাখাদিতে পরিস্ফুট হইবে। তিলে তৈল আছে বলিয়াই তদ্‌পেষণে তাহা নির্গত হইয়া থাকে, দুগ্ধে ঘৃত আছে বলিয়াই তদ্‌মথনে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু বালুকা পেষণে ত তাহা নির্গত হয় না। কেননা বালুকাতে তদ্‌বিদ্যমানতার অভাব। বেদ অনন্তশাখ নহে। বেদের সমুদায় শাখা সংখ্যা ১১৩০। এই ১১৩০ শাখা সমন্বিত চারিবেদ অদ্যাপিও প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিম্নের তালিকা দেখিলেই তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিবে। তবে উপবেদ ও তদানুসঙ্গিক গ্রন্থাদি অনেক লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অতএব এক্ষণে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে বেদের লুপ্ত শাখাদিতে মূর্ত্তিপূজাদির বিধিব্যবস্থা ছিল বলিয়া তোমার যে ধারণা সেটী সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, বন্ধ্যার পুত্রবিবাহবৎ মিথ্যা। ভগবান পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্যে বেদশাখার নিম্নলিখিত মত বিভাগ লিখিত আছে যথা—(১)

| | বেদের নাম | শাখার সংখ্যা | উপবেদ |
|---|---|---|---|
| ১। | ঋকবেদ | ২১ | আয়ুর্ব্বেদ (Medicine) |
| ২। | যজুর্ব্বেদ | ১০০ | ধনুর্ব্বেদ (Military Science) |
| ৩। | সামবেদ | ১০০০ | গন্ধর্ব্ববেদ (Music) |
| ৪। | অথর্ব্ববেদ | ৯ | শস্ত্রশাস্ত্র (Mechanics) |
| | মোট ৪ | ১১৩০ | ৪ |

(১) একশতমধ্বর্য্যু শাখাঃ সহস্রবর্ত্মা সামবেদঃ একবিংশতিধা বাহ্‌বৃচ্যং নবধাথর্ব্বনো বেদঃ (মহাভাষ্য)। ইহার বিশেষ বিবরণ ব্যাসদেব প্রণীত "চরণব্যূহ" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

গুরু—কেমন এখন্ বুঝ্‌লে ত?

শিষ্য—আজ্ঞে, তার পর বলুন।

গুরু—প্রতিমা পূজাদি দ্বারা কদাপি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। ইহা ইতঃপূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি, আবারও বলিতেছি। মন্দ বিবেকী চারি আনা ছয় আনা মনুষ্যদের জন্য পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ইহা বিহিত হইয়াছে।

শিষ্য—চার আনা ছয় আনা মানুষ কি রকম?

গুরু—সংসারে যত মানুষ দেখিতেছ, সকলেই পুরা মানুষ নহে। কেহ চারি আনা রকমের, কেহ ছয় আনা, কেহ বা আট আনা রকমের মানুষ ইত্যাদি। বাহ্যাকারে সকলেই সমান হস্তপদাদি বিশিষ্ট বটে সত্য। ইহা ত স্থূল দর্শনের জ্ঞান। সূক্ষ্ম চক্ষে দেখ, আকাশ পাতাল পার্থক্য উপলব্ধি হইবে। তুমি জান, প্রকৃতির আপুরণে এক জাতি অন্য জাতি হয় (১)। মাটী পাথর হয়, পাথর লোহা হয়, মানুষ দেবতা হয়, তেলাপোকা (আরস্থলা) কাচপোকা হয়। আবার এমনও দেখা যায় যে একটা মৃত্তিকাস্তূপের কতকটা প্রস্তর হইয়াছে, কতকটা মাটীই আছে। মানবীয় পরিণামও যুগপৎ হয় না এইমত ক্রমবিকাশে শেষে পূর্ণ মানব হয়। প্রকৃতির আপুরণদ্বারা দুই আনা, চারি আনা রকমের মনুষ্যগণ ক্রমে ক্রমে আট আনা, দশ আনা করিয়া ষোল আনার-পূর্ণত্বর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বানর হইতে মানুষ হয় এ পরিণামের অর্থ তাহা নহে। এ সে অদ্ভুত পরিণাম নহে। কথাটা একটু বিশদ করে বলি শুন।

---

(১) প্রকৃত্যাপুরণাৎ জাত্যান্তর পরিণামঃ (পাতঞ্জলদর্শন ৪।২)।

মনুষ্যপ্রকৃতি ধর্ম্মাধর্ম্মাদি গুণ অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহের সঞ্চিত সংস্কার বা বাসনা বিশেষের দ্বারা আবদ্ধ বা আবৃত, সেইজন্য তাহার পরিণামও নিয়মিত কদাপি বিশৃঙ্খল হইবার উপায় নাই। যেমন কণা পরিমিত বহ্নিতে তৎসজাতীয় প্রকৃতির অনুপ্রবেশ হেতু একটী বহু বিস্তৃত বনও বহ্নিরূপে পরিণত হইয়া থাকে সেইমত ধর্ম্মবাসনারূপ কণাপরিমিত বহ্নির অনুপ্রবেশ হেতু ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বিমিশ্র প্রকৃতি প্রজ্জ্বলিত ধর্ম্মবহ্নিরূপে পরিণত হয় অর্থাৎ মনুষ্যকে ধর্ম্মময় করিয়া তুলে। ইহা দ্বারাই ধর্ম্মানুষ্ঠানাদির নিত্য আবশ্যকতা বুঝিয়া লও। এই জন্যই বলিতেছি যে মনুষ্য মাত্রেই সমান হস্তপদাদি বিশিষ্ট হইলেও, বাহ্যাকারে সমান দেখাইলেও, সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহের সংস্কার তারতম্যে সকলেই পৃথক পৃথক্। ভগবান পতঞ্জলি বলেন যে, নিরোধ বা সংযমশক্তি প্রভাবে যাহার সংস্কার বা বাসনা যে প্রকারে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে তিনি তন্মাত্রায় মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হন। অতএব সব মানুষ সমান মানুষ নহে। কেহ অল্প পূর্ণ, কেহ অপূর্ণ, কেহ বা অর্দ্ধপূর্ণ ইত্যাদি। অপূর্ণেরই পূর্ত্তির আবশ্যক। পরিপূর্ণের নহে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন হে পরন্তপ, তুমি এবং আমি বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি সত্য, কিন্তু তোমার তাহা স্মরণ নাই, আমার স্মরণ আছে। আমার সঞ্চিতাদি কর্ম্ম সব ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে, কেবল প্রবৃত্তফল কর্ম্মাধীনে স্বতন্ত্রভাবে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাই আমার সব স্মরণ আছে। কিন্তু তুমি কর্ম্মান্তরের অধীন হইয়া পরতন্ত্রভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাই তোমার কিছুই স্মরণ নাই। আমি সংস্কার সাক্ষাৎকার করিয়াছি, তুমি

তাহা পার নাই। আমি অপরিমুষিত স্মৃতি বিশিষ্ট, তুমি পরিমুষিত স্মৃতি যুক্ত। বিদ্বান এবং অবিদ্বান উভয়ের দেহান্তর লাভের এই তারতম্য। তাই তুমি অপূর্ণ, তোমার এখনও পূর্ত্তির আবশ্যকতা আছে। বলা বাহুল্য যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিরোধশক্তি সম্বর্দ্ধিত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান দ্বারা অপূর্ণের পূর্ণত্ব সাধন করেন। অর্জ্জুনকে পূর্ণ করিয়া তুলেন, তাই বলিতেছি যে অপূর্ণেরই পূর্ত্তির আবশ্যক, পরিপূর্ণের নহে। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণআদর্শ পুরুষ। অর্জ্জুন নিম্ন কক্ষায় অবস্থিত। তত্ত্বদর্শন বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই সেই পূর্ত্তির চরম বিকাশ। ব্রহ্মজ্ঞই পূর্ণজ্ঞ বা পূর্ণপুরুষ—ষোল আনা মানুষ। যদি পূর্ণ বিকসিত হইতে চাও, যদি পুরা বা ষোল আনা মানুষ হইবার বাসনা থাকে ত তাহার মূল উপকরণ আত্মজ্ঞান লাভে সবিশেষ যত্নবান হও। তত্ত্ব, আত্মা বা ভূমাই নিরতিশয় সুখময় পদার্থ। সেই নিরতিশয় সুখময় পদার্থের লাভার্থ অন্নাদি গ্রহণরূপ গৌণ এবং শব্দাদি বিষয়বিজ্ঞান গ্রহণরূপ মুখ্য এই দ্বিবিধ আহারশুদ্ধির চেষ্টা কর। এখানে বলা আবশ্যক যে গৌণ আহার সাত্বিকি হওয়া আবশ্যক, নচেৎ তামসিক বা রাক্ষসি হইলে কোন কালেও মুখ্য আহারশুদ্ধি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না। ঈপ্সীততমের সাক্ষাৎও মিলিবে না। গৌণ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমাভ্যাসে কালে এবম্বিধ মুখ্য আহার শুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইলেই সত্ত্ব বা চিত্ত শুদ্ধি হইবে অর্থাৎ বাসনা শূন্য হইবে। চিত্ত শুদ্ধি হইলে—বৃত্তিশূন্য হইলে—রাগাদি বিষয় কালুষ্য দোষ দূর হইলে, স্বরূপের অবিরাম স্মৃতি উপস্থিত হয়, অহঃরহ স্মরণে অজ্ঞানাবরণ দূরে পলায়ন করে; সুতরাং মুমুক্ষু তখন

ছিন্নকর্ম্মও ছিন্নসংশয় হয়, মুক্তির বদ্ধ দ্বার অকস্মাৎ উদ্ঘাটিত হইয়া যায়, তখন নিরতিশয় ভৌম সুখ স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, অতএব বলা যাইতে পারে যে তত্ত্বদর্শন বা আত্ম-সাক্ষাৎকার এবং পরমানন্দ একই কথা। বেদজ্ঞ ব্রহ্মবিদই সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা এবং পরমানন্দময়। তাঁহার আনন্দই অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহার জ্ঞানই অখণ্ডিত পরিপূর্ণ। সুতরাং তাঁহার চরণসেবাই নিত্য সুখ লাভের একমাত্র হেতু। (১) অনিত্য বা খণ্ডিত সুখ সুখসংমিশ্রিত দুঃখ বিশেষ। এবং খণ্ডিত বা পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানই অজ্ঞান মায়া বা মিথ্যাজ্ঞান। লক্ষ্যভ্রষ্ট হেতু এই অজ্ঞান এবং তদোৎপন্ন সুখ সাধারণের অনভিপ্সীত হইলেও ঈপ্সীত। এই অজ্ঞান বা মিথ্যা জ্ঞানই সংসারের তাবৎ অনর্থের মূল। কেবল জ্ঞানদ্বারা মোক্ষলাভ হয়, শাস্ত্রে যদি এবিষয়ের কোন উল্লেখ না থাকিত, তবে অবশ্য বলিতে পারিতে যে প্রতিমাদিতে বিষ্ণুভাবনা বা শব্দ রাশির দ্যোতক নামাদিতে ব্রহ্মভাবনা দ্বারা ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়। কিন্তু নামরূপ বিকার এবং সাদি। যাহা সাদি-আদ্যন্তবিশিষ্ট তাহাদ্বারা কখনও অনাদি লাভ হইতে পারে না। ভগবান নারদই ইহার দীপ্যমান প্রমাণ। তিনি বহুশব্দজ্ঞ বা মন্ত্রবিদ্ হইয়াও ব্রহ্মবিদ্ হইতে পারেন নাই। অধীতশাস্ত্র হইয়াও জীবনের মুখ্যউদ্দেশ্য যে তত্ত্বদর্শন বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার তাহা লাভ করিতে পারেন

---

(১) It is quite beyond man's power to determine with certainty what would make him happy. Omniscience alone could solve this question for him.

(The Metaphysic of Ethics by Kant p. 30-31.)

নাই। যেহেতু নাম রূপাদি মায়িক বা পরিচ্ছিন্ন পদার্থে তাঁহার জ্ঞান নিবদ্ধ ছিল। ভূমা বা অপরিচ্ছিন্নের জ্ঞানলাভে তিনি সমর্থ হয়েন নাই, তাই সদানন্দময়ের আনন্দমুখ অদর্শনে সংক্ষুব্ধ হইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে ভগবান সনৎকুমারের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এবং তাঁহার করুণা প্রসাদে পরিশেষে কৃতকৃত্য হন (১) তাই বলিতেছি যে জ্ঞান ব্যতিরেকে কেবল প্রতিমাদিতে বা নামাদিতে ব্রহ্মভাবনা দ্বারা কদাপি তত্ত্বদর্শন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা পরমানন্দলাভ হয় না, হয় নাই এবং হইবেও না।

পদার্থের অপরিজ্ঞানে সে পদার্থের প্রকৃত সেবা হইতে পারে না, অতএব শাস্ত্র, গুরুবাক্য ও উপপত্ত্যাদি দ্বারা অগ্রে পদার্থ পরিজ্ঞান লাভ কর, পশ্চাৎ সেবা কর সফলকাম হইবে। এইজন্যই শ্রুতি বলিতেছেন—

জানাম্যহং সেবধিরিত্যনিত্যং নহ্যধ্রুবৈঃ
প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ

(কঠোপনিষদ্ ২।১০)

যম নচিকেতকে বলিতেছেন যে কৃতকর্ম্মের ফললক্ষণরূপ নিধি সকল অনিত্য তাহা আমি জানি। ঈদৃশ কর্ম্মফল লক্ষণ অনিত্যনিধি দ্বারা সেই নিত্যনিধি স্বরূপ মোক্ষ বা ব্রহ্ম কদাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাহা উৎপন্ন হয় বা যাহা আরম্ভ করা যায়, তত্তাবৎ বিষয়ই সাদি অর্থাৎ আদ্যন্তবিশিষ্ট তাহাদ্বারা প্রকৃতপক্ষে আত্মসন্দর্শন অসম্ভব। ঈপ্সীততম সমাগমের ইহা প্রত্যক্ষ সাধন নহে। আচ্ছা কথাটা একটু বিশদ

(১) নারদ সনৎকুমার সংবাদ (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৭ম প্রপাঃ) দেখ।

করে বলি শুন। অজ্ঞান কৃতকর্ম্মের সূক্ষ্ম বীজস্বরূপ, প্ররোহাবস্থা বিশেষ। এক কথায় অজ্ঞান কর্ম্মের নিদান। সুতরাং ইহারা পরস্পর অবিরুদ্ধ। অতএব একের তিরোভাবে অন্যের তিরোভাব, একের আবির্ভাবে অন্যের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। এমতাবস্থায় যদি কেহ মনে করে যে কেবল কর্ম্ম দ্বারাই জ্ঞান লাভ করিয়া মূল অজ্ঞানকে দূর করিয়া দিবে, তাহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবে, তাহা কখনই হইবার নহে। বহুশত জন্মেও তাহা সম্ভবে কি না সন্দেহ। অজ্ঞান কর্ম্মের অবিরোধী এবং জ্ঞান বিরোধী। অবিরোধী দ্বারা কদাপি অবিরোধী নষ্ট হইতে পারে না, বরং বর্দ্ধিত হইয়া যায়। বিরোধী অবিরোধীকে নষ্ট করিতে পারে। জ্ঞান কর্ম্মকে নষ্ট করিতে পারে, কিন্তু অজ্ঞান কখন কর্ম্মকে নষ্ট করিতে পারে না, সুতরাং কর্ম্মদ্বারা কদাপি অজ্ঞান নাশ হইতে পারে না। কেবল জ্ঞানদ্বারাই তাহা সংসাধিত হয়। অতএব সিদ্ধ হইল যে ব্রহ্মজ্ঞান বা তত্ত্বদর্শন কর্ম্ম সাহচর্য্য নহে—কর্ম্ম নিরপেক্ষক-নির্নিমিত্তক। যেমন সূর্য্য উদয় হইলে সমস্ত অন্ধকার যুগপৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়, সেই মত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে, নিজের স্বরূপ বুঝিলে, অজ্ঞান (অবিদ্যা) রূপ অন্ধকার আপনিই দূরে পলায়ন করে, কেননা অজ্ঞান জ্ঞান-বিরোধী, ঈদৃশ বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের একত্রাবস্থান কদাপি সম্ভবে না। ব্রহ্মজ্ঞান বা তত্ত্বদর্শন নিত্য, কর্ম্ম-নিরপেক্ষক এবং নির্নিমিত্তক বিধায় কখন বিধিবিহিত হইতে পারে না অর্থাৎ পরমার্থতঃ জীবের কর্ত্তৃত্ব নাই কিন্তু ব্যবহারতঃ জীবের কর্ত্তৃত্ব। এই কর্ত্তৃত্ব সুতরাং অবিদ্যা জন্য ইহা মানিয়া লইয়াই বিধি নিষেধ শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সুতরাং

বিধি প্রতিষেধরূপ শাস্ত্র অবিদ্যামূলক। অতএব এবম্বিধ অবিদ্যামূলক বিধিনিষেধরূপ শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা দ্বারা তাহা কথনও লভ্য নহে, তাহা হইলে অনিত্যাপত্তি উপস্থিত হয়। তবে বিদ্যা বা বেদান্তশাস্ত্র বোধিত বটে। "ব্রাহ্মণো যজেৎ" এই বিধিবাক্য দ্বারা যে, ব্রাহ্মণ আমরণাৎ যজ্ঞ করিবে ইহা যেন কেহ না বুঝে। যজ্ঞ করণের অবধি আছে। অবধি যজ্ঞ পুরুষের দর্শন—সর্ব্ব কর্ম্মের উপরম। অতএব অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক ক্রিয়া কলাপ চিত্তশুদ্ধির সোপান বিধায় অন্যান্য আশ্রমকর্ম্মের ন্যায় ইহাদেরও অসকৃৎ (একবার মাত্র, কতক দিনের জন্য) অনুষ্ঠান গৃহী মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণাতমভ্যর্চ্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মানব।

(ভগবদ্গীতা ১৮।৪৬)

যে অন্তর্যামী পরমেশ্বর হইতে সর্ব্বভূতের প্রবৃত্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, যিনি সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, মানবগণ স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মদ্বারা এতাদৃশ ঈশ্বরের অর্চ্চনা পূর্ব্বক বিশুদ্ধসত্ত্ব হইলে চরমে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। এই বিধিবিহিত বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মাদির অসকৃৎ অর্থাৎ কিছুকালের জন্য (আমরণাৎ নহে) অনুষ্ঠানের বিধিই শাস্ত্রাদিতে উক্ত হইয়াছে। এই জন্যই আশ্রম চতুষ্টয়ের ব্যবস্থা। সবিশেষ "দীক্ষা ও গুরু মাহাত্ম্য" দেখ। যেমন বর্ষাপগমে মেঘ সকল আপনিই অন্তর্হিত হইয়া যায়, সেই মত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া পরিশেষে জ্ঞানের উদয় হইলে পূজাদি-

কর্ম্মের অনিত্যতা স্বতঃই উপলব্ধি হইয়া থাকে, সুতরাং তখন তাহারা কর্ম্মীকে ত্যাগ করিয়া একে একে দূরে পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। কর্ম্মী তখন আর কর্ম্মী থাকে না। গলিতকর্ম্ম হইয়া যায়। বেলোর্দ্ধসীমা অতিক্রম করিয়া উঠে। সর্ব্বোচ্চ সোপানে পদক্ষেপ করে। সংক্ষেপতঃ জ্ঞানী হইয়া উঠে। সমুদ্র যেমন সমুদায় জলের একায়ণ, জিহ্বা যেমন সকল রসের একায়ণ, চক্ষু যেমন সমস্ত রূপের একায়ণ, বাক্য যেমন সকল বেদের একায়ণ, জ্ঞান তেমনি সকল কর্ম্মের একায়ণ। জ্ঞানে সকল কর্ম্মেরই পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে। জীবের চরম লক্ষ্য যে তত্ত্বদর্শন ঈদৃশ জ্ঞানযোগে তাহা সন্দর্শন করিয়া মুমুক্ষু তখন কৃতকৃত্য হয়। অবনতির শেষ পর্ব্ব তমোবহুলা পৃথিবী হইতে উন্নতির চরম স্থান শাশ্বত ব্রহ্মধামেই সর্ব্বদা অবস্থান করিতে থাকে। এই আদেশ। ইহাই সনাতন বিধি। ইহাই সর্ব্ব বেদান্ত সিদ্ধান্ত রহস্য। তবেই দেখ, এ সংসারে জ্ঞানের তুল্য পরম পবিত্রকারী পদার্থ আর কিছুই নাই। কেহই এই জ্ঞানের সমকক্ষ নহে। তাই জীবের কল্যাণার্থে শ্রুতি বলিতেছেন—

অন্ধতমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতি মুপাসতে।
ততোভূয় ইবতে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥

(যজুর্ব্বেদ ৪০।৯)

যে অসম্ভূতি অর্থাৎ অনাদিকারণ প্রকৃতিকেই ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে সে অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞান দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়। আর যে সম্ভূতি অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন কার্য্যরূপ পৃথিব্যাদিভূত, বৃক্ষাদি বা পাষাণাদিকে ব্রহ্মস্থানীয় বোধে উপাসনা করে, সে অন্ধকার হইতে ক্রমে গাঢ়তর অন্ধকারে

নিমগ্ন হয়, দুঃখরূপ ঘোর নরকভোগ করে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজীনোঽপিমাং।

(ভগবদ্গীতা ৯।২৫)

যাহারা ভূতাদির পূজা করে, তাহারা ভূতস্বভাবই প্রাপ্ত হয়, আর যাহারা আমার (ব্রহ্মের) উপাসনা করে, তাহারা ব্রহ্মভাবাপন্ন হয়। তাই কবিরদাসও বলিয়াছেন—

ভূতবাকে পূজে ভূত বা হৈ।

শিষ্য—আপনি যে প্রকার কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের কথা বলিতেছেন, এই মত ত দ্বিজমাত্রেই করিয়া থাকে। উপনয়নের পর হইতে শিব, বিষ্ণু ইত্যাদির পূজা সন্ধ্যাবন্দনাদি সংক্ষেপতঃ নিত্যনৈমিত্তিক যাবতীয় কর্ম্মই ত করিয়া থাকে—তবু ত মৃত্যু পর্য্যন্ত কর্ম্ম ছাড়ে না—জ্ঞানও হয় না। ইহার কারণ কি?

গুরু—সবিশেষ বলিতেছি শুন। মনে কর, তোমার নিজ গ্রামে এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামাদিতে অন্য বর্ণের কথা দূরে থাকুক, ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত যে সকল প্রৌঢ় কিম্বা বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে দেখিতেছ, তাঁহাদের প্রায় সকলেই উপনয়নের কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বিবিধ মূর্ত্ত্যাদির পূজা করিয়া আসিতেছেন, অথচ তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা মুমূর্ষু-দশাগ্রস্ত, কই তাঁহাদিগকেও ত সিদ্ধপ্রয়োজন কি স্থগিতগতি অথবা প্রশান্তচিত্ত হইতে দেখা যায় না। বরং তাঁহারাই ক্রমে গাঢ়তর পঙ্কে নিমগ্ন। পূর্ব্বে সেই মগ্নমাণ স্বল্প মাত্রায় জানুপরিমিত ছিল, এখন, এই আসন্নকালে তাহা মুখপরিমিত হইয়াছে।

সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কাহারও জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সিদ্ধি হয় নাই তাই শাশ্বত শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তিই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। প্রয়োজন সিদ্ধি না হওয়ার কারণ প্রধানতঃ দুইটী। প্রথমতঃ আশ্রম চতুষ্টয়ের অপরিপালন বা যথেচ্ছপালন। দ্বিতীয়তঃ তদোদিত অর্থাৎ আশ্রমবিহিত কর্ম্মাদির অননুষ্ঠান বা অসম্যগানুষ্ঠান (সবিশেষ "দীক্ষা ও গুরুমাহাত্ম্য" দেখ)। গতানুগতিক বা লোকাচার ন্যায়ের বশবর্ত্তী হইয়া প্রায় গ্রামস্থ সকলেই ঈদৃশ বৃদ্ধ ব্যবহারানুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের অদৃষ্ট ফলও তদ্বৎ। বলা বাহুল্য যে বর্ত্তমান বঙ্গ সমাজের প্রায় চৌদ্দ আনা বৃদ্ধ ব্যক্তিই এইমত বৃদ্ধ। প্রকৃত বিদ্যাবৃদ্ধ কয়জন আছে? আর ঈদৃশ বৃদ্ধেরাই সমাজের নেতা, শিক্ষক, পুরোহিত এবং উপদেষ্টা। যজ্ঞাদিকালে ইহাঁরাই পুরোহিত, ইহাঁরাই (বৃদ্ধত্বাৎ) ব্রহ্মা, ইহাঁরাই উদ্গাতা আবার দীক্ষা গ্রহণকালে ইহাঁরাই গুরু। শাস্ত্র কিন্তু গুরুগম্ভীরস্বরে বলিতেছেন যে, সর্ব্বসংশয়ছিন্ন চতুর্ব্বেদবিদ ব্যক্তিই ব্রহ্মাপদে বরিত হইবার যোগ্য এবং তত্ত্বদর্শনকারীই গুরুপদের বাচ্য। কিন্তু সে ব্রহ্মা কই? বয়োধিক্যহেতু বৃদ্ধ অতএব ব্রহ্মাপদের যোগ্য। এইমত ব্রহ্মাই সব এবং গিরত্যজ্ঞানং না হইয়া গিরতি ধনং এইমত গুরুই প্রায় সব। যে নিজে অন্ধ সে অন্যকে পরিচালিত করিবে কেমনে? নিজের সামর্থ না বুঝিয়া যদি কোন অন্ধ অন্য কোন চক্ষুষ্মানকে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করে, তবে চক্ষুষ্মানের সামর্থ সত্বেও উভয়েই শঙ্কটে পতিত হইবার অধিক সম্ভাবনা। বেদাদি সদ্শাস্ত্রালোচনার স্বল্পতা হেতু বর্ত্তমান সমাজের অবস্থাও ক্রমে

ক্রমে গড্ডলিকাপ্রবাহবৎ পরম্পরা ন্যায়ের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছে। ইহারই নাম কি বৃদ্ধব্যবহারানুসরণ? না ইহা মহাজন পরম্পরা ন্যায়ের ফল? ইহাকে কি বলিবে? অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ নিজে গৃহী হইয়া, সংসারসুখোপভোগ লালসায় সদা ব্যাপৃত থাকিয়া যদি অন্যকে "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা উপদেশ প্রদান করে তবে কে তাহার তাদৃশ বাক্যে কর্ণপাত করিবে? আর ইহা অপেক্ষা হাস্যকর আর কি হইতে পারে? তাই চৈতন্যদেব বলিয়াছেন "আচার প্রচার কর ধর্ম্মের দুই কার্য্য"। নিজে আচারবান-আদর্শ পুরুষ হও, তবে প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইও, নচেৎ প্রচারের—উপদেশের কোনই ফল ফলিবে না। বিদ্যাবৃদ্ধই যে প্রকৃত বৃদ্ধ এবং ঈদৃশ বৃদ্ধ বয়োকনিষ্ঠ হইলেও তাঁহারই উপদেশ যে একান্ত অনুসর্ত্তব্য এবিষয়ে একটী প্রাচীন ইতিবৃত্ত বলি শুন। মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র আঙ্গিরস অল্প বয়সেই বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ পিতৃব্যদিগকে বেদাদির অধ্যাপনা করাইতেন। অধ্যাপনাকালে একদিন তিনি তাঁহার পিতৃব্যদিগকে "পুত্রক" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন; তচ্ছ্রবণে পিতৃব্যগণ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া তদ্মীমাংসার নিমিত্ত অঙ্গিরার নিকট গমন করেন, তিনি পিতৃব্যদিগের নিকট আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, উপদেষ্টা বয়োকনিষ্ঠ বা বালক হইলেও জিজ্ঞাসু শিষ্যের পিতৃবৎ পূজনীয় এবং গুরুস্থানীয়। মূর্খব্যক্তি বৃদ্ধ হইলেও বালক। তচ্ছ্রবণে তাঁহারা বিগতক্রোধ হইয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, (মনুস্মৃতি ২।১৫০।৫৩) অপিচ শ্রুতি কি বলিতেছেন শুন।

সত্যাত্ম প্রাণারামং মন আনন্দম্ শান্তিসমৃদ্ধ মমৃতং। ইতি প্রাচীন যোগ্য উপাস্য।

( তৈত্তিরীয়োপনিষদ ১।৮।২ )

হে প্রাচীন যোগ্য, তোমরা সেই অমৃত স্বরূপ সর্ব্বশান্তির অভিব্যঞ্জক, সর্ব্ব-প্রাণীর আশ্রয়ভূত, আনন্দ স্বরূপ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মেরই উপাসনা কর। তিনিই তোমাদের একমাত্র উপাস্য।

অথ যদি তে কর্ম্ম বিচিকিৎসা বা বিত্ত বিচিকিৎসা বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা অযুক্তাঃ অলুক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্। তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসণম্। এবমুপাসিতব্যম্।

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ ১।১১।৩ )

যদি তোমাদের আচারাদি লক্ষণে কিম্বা কর্ম্মাদিব্যবহারে কোন প্রকারে কখন কোন সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে তাহার অপনোদনের জন্য অক্রুরকামা, বিচারক্ষম, ধর্ম্মশীল, স্বার্থে কি পরার্থে অভিযুক্ত ব্রাহ্মণাদির সমীপে গমন করিবে। এবম্ভূত বিদ্যাবৃদ্ধ ব্রাহ্মণাদির সেবা শুশ্রূষাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে সতত পরিতৃপ্ত করিবে এবং তাঁহাদেরই নিদেশমত উপাসনাদি তাবৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিবে। ইঁহারাই প্রকৃত মহাজন এবং বিদ্যাবৃদ্ধ। বয়োকনিষ্ঠ হইলেও ঈদৃশ বৃদ্ধের অনুসরণই প্রকৃত বৃদ্ধ

ব্যবহারানুসরণ। ইহাই কর্ম্মোপরমের প্রশস্ত সোপান। জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ, মোক্ষের বা তত্বদর্শনের রাজপথ। ইহাই ঈশ্বরাজ্ঞা এবং সমুদায় বেদবেদান্তের চরমসিদ্ধান্ত। অতএব ঈদৃশ বিদ্যা-বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের অনুসরণ করিতে কদাপি বিস্মৃত হইও না।

শিষ্য—দৃষ্ট হইতে অদৃষ্ট সিদ্ধি হয় কি না? অর্থাৎ দৃষ্ট মূর্ত্তাদি দেখিয়া অদৃষ্ট এবং অমূর্ত্ত পদার্থের উপলব্ধি হইতে পারে কি না? সংক্ষেপতঃ সাকার দেখিয়া নিরাকারের ধারণা হয় কি না?

গুরু—দৃষ্টাচ্চাদৃষ্ট সিদ্ধিঃ অর্থাৎ দৃষ্ট হইতে অদৃষ্টের সিদ্ধি হইয়া থাকে, এই ন্যায়ের বশবর্ত্তী হইয়া যদি তুমি বল যে দৃষ্ট মূর্ত্তাদির দ্বারা অদৃষ্ট বা অমূর্ত্ত পদার্থের উপলব্ধি হইতে পারে, সংক্ষেপতঃ সাকার দেখিয়া নিরাকারের ধারণা হইয়া থাকে। কারণ লোকে এপ্রকার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তেরও সদ্ভাব লক্ষিত হই-তেছে। যেমন রামের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়া রহিমের নিরাকার ক্রোধবৃত্তির উদয় হইতে দেখা যায়। সুন্দরী স্ত্রী দেখিলে কামুক পুরুষে নিরাকার কামের আবির্ভাব হইয়া থাকে। সুতরাং সাকার নিরাকারের বা মোক্ষের দ্বারস্বরূপ—পরম্পরা কারণ। একথা বলিতে পার না। ইহা সঙ্গত নহে, কেন? তাহা বলি শুন। এসমুদায় স্থলে পূর্ব্বভাবে পূর্ব্বাভ্যাস বা পূর্ব্বাবগতির আভাস অভিব্যঞ্জিত হইতেছে। যে কখনও কামিনী সুখ সম্ভোগ করে নাই, বা যাহার চিত্ত হইতে অনুষ্ঠান প্রভাবে তদ্বিষয়ক সঞ্চিত সংস্কার এককালে বিদূরীত হইয়া গিয়াছে—ভর্জ্জিত বীজবৎ প্ররোহ শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, যে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বন করিয়া আছে, সংক্ষেপতঃ

যাহার শুক্র ধাতু স্থিরত্ব লাভ করিয়াছে, যিনি ঊর্দ্ধরেতা হইয়াছেন, কামিনী সন্দর্শনে কদাপি তাঁহার কামোদ্রেক হইতে পারে না। মহাভারতীয় "ঋষ্যশৃঙ্গ" এবং "শুকদেব" আখ্যায়িকাই ইহার দীপ্যমান প্রমাণ। উলঙ্গ যুবক শুকদেব ভগবদ্ প্রেমে বিভোর হইয়া একাকী যাদৃগীচ্ছু চলিতেছেন, পথিমধ্যে জলক্রীড়াসক্ত নগ্নস্ত্রীগণ তাঁহাকে দেখিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও লজ্জিতা হইল না, সেই নগ্নাবস্থাতেই ক্রীড়া করিতে লাগিল। বরং তদ্‌পশ্চাদ্গামী বয়োবৃদ্ধ পিতা ব্যাসকে দেখিয়া সকলেই সন্ত্রাস্ত ভাবে স্ব স্ব বস্ত্রাদি পরিধান করিয়াছিল। অতএব বলিতে হইতেছে যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দর্শনের পূর্ব্বসঞ্চিত প্রলীন সংস্কার আজ সুবিধা হেতু স্ফূর্ত্তি পাইয়া রহিমের ক্রোধ উৎপাদন করিয়াছে। কিন্তু জ্ঞানীন্যাসীর পক্ষে ইহা "সোণার পাথরবাটী" বিশেষ। তাঁহার ইহাতে ক্রোধ হয় না। অতএব বলা যাইতে পারে যে নিরাকার বা অধিষ্ঠান সত্ত্বার সংস্কার চিত্তক্ষেত্রে সজ্ঞানে বা বিশুদ্ধ মনে একবার আহিত না হইলে চিত্তে তাহার স্মৃতি থাকিতে পারে না। স্মৃতির অভাবে স্মরণ হয় না, স্মরণের অভাবে মূর্ত্ত পদার্থের দর্শন সত্যত্ব প্রতিতীতে, সৎ বা নিরাকারের ভাব কদাপি আসিতে পারে না। অসৎ মূর্ত্তভাবই আসিবে। সুতরাং মূর্ত্ত দেখিয়া কথনও অমূর্ত্ত দর্শন হইতে পারে না।

শিষ্য—আচ্ছা, ভাবের দ্বারা পাষাণাদি মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বোধে ধারণা করা উচিত, এ কথা ত বলিতে পারি? কেমন?

গুরু—ভাবেহি বিদ্যতে দেবঃ এই ন্যায়ের বশবর্ত্তী হইয়া যদি তুমি তাহাই বল, তাহা কতদূর সঙ্গত দেখা যাউক্। অন্তর্নির্গূঢ়েচ্ছার নাম ভাব। শুদ্ধ ও মলিন ভেদে ইহা দ্বিবিধ।

যে পদার্থ যেমন তাহাকে ঠিক সেই মত দেখার নাম শুদ্ধ বা প্রকৃত ভাবনা, নচেৎ মলিন ভাবনা, অভাবনা বা অজ্ঞান। মনে কর তুমি ত দুঃখের ভাবনা না করিয়া সর্ব্বদাই সুখের ভাবনা করিয়া থাক, অর্থাৎ দুঃখ না হইয়া সুখ হউক এই তোমার নিগূঢ়েচ্ছা, কিন্তু কি আশ্চর্য্য সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ আসিয়াই উপস্থিত হয়। অপিচ তুমি ভ্রমেও একবার মৃত্যু-ভাবনা কর কিনা সন্দেহ, অথচ মৃত্যু অতর্কিত ভাবে আসিয়া তোমাকে গ্রাস করে। অন্ধ ব্যক্তি নেত্র ভাবনা দ্বারা ত চক্ষুষ্মান্ হয় না? শুভানুষ্ঠান করিবে না, অথচ শুভফল প্রাপ্তির প্রত্যাশা রাখ। অশুভানুষ্ঠান করিবে, অথচ তদ্ফলো-পভোগে প্রস্তুত নহ। এত বড় বিষম সমস্যা! মলিন ভাবকে শুদ্ধ কর, জন্মজন্মান্তরীন সঞ্চিত সংস্কার অজ্ঞান শৈত্য প্রভাবে ঘৃতাদিবৎ ঘনীভূত হইয়া গিয়াছে। জ্ঞানাগ্নিরূপ তাপ সংযোগে তাহাকে ক্রমে ক্রমে দ্রবীভূত করিতে চেষ্টা কর, ক্রমে বিদ্রা-বিত হইয়া সূক্ষ্মাকার ধারণ পূর্ব্বক এককালে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। বৃক্ষনাশে তচ্ছায়া নাশবৎ মূলাজ্ঞান নাশে সঞ্চিত সংস্কার রাশি বিদূরীত হইয়া যাইবে। তখন বিশুদ্ধসত্ত্ব হইবে। ইহাকেই ভাব-শুদ্ধি কহে। চিত্ত তখন নির্ব্বাতদীপকলিকাবৎ কলনশূন্য হইয়া সূক্ষ্ম সংস্কারাকারে স্থিরভাবে অবস্থিতি করিবে। ঈদৃশ ভাবেই সেই নিষ্কল দেবের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে।* ঈদৃশ বিমল হৃদয়গগণে আত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন। আর এতদ্ভূত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই "তত্ত্ব-

* জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্ব ততস্তুতং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।
(মুণ্ডকোপনিষদ ৩।১।৮)

দর্শন, আত্ম বা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার”। তখনই “ভাবে হি বিদ্যতে দেব” এই উপদেশ বাক্যের সার্থকতা সম্পাদিত হয় অর্থাৎ ঈদৃশ ভাবাপন্ন হইলেই সেই পরম দেবের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, ঈদৃশ অবস্থায় নিজের স্থূল দেহেরই বিস্মৃতি উপস্থিত হয়, পাষাণাদি বহির্লক্ষ্যের দেবের ধারণা ত দূরের কথা। পরম দেবের দর্শনে পাষাণাদি দেব অদেব হইয়া স্মৃতির অতল তলে বিলীন হইয়া যায়। তাই সাধকচূড়ামণি রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, “সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধর্‌তে পারে”। বলা বাহুল্য যে ঈদৃশ ভাবাপন্ন হইলে উপতাপী অনুপতাপী হয়, বদ্ধ অবদ্ধ হয়, অন্ধ চক্ষুষ্মান হয়, দুঃখী চিরসুখী হইয়া যায়।* অন্ধত্ব, খঞ্জত্ব, জড়ত্ব, দুঃখিত্বাদি দেহধর্ম্ম এবং চেতনত্ব, বিশুদ্ধত্বাদি আত্মধর্ম্ম। এই উভয়বিধ ধর্ম্ম সত্যানৃত্যের বিমিশ্রণবৎ জীবাখ্য চৈতন্যে আরোপিত হইয়া বহ্নিপ্রবিষ্ট লৌহ পিণ্ড তুল্য তাদাত্ম্য লাভ করিয়া এক হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ যেমন লৌহপিণ্ড অগ্নি সংযুক্ত হইলে লোকে সাধারণতঃ বলিয়া থাকে যে লোহাখান আগুণ হইয়াছে। বাস্তবিক কি লোহাখান আগুণ হইয়াছে? কখনই না। লোহা যে সে লোহাই আছে, তবে অগ্নির অনুপ্রবেশ হেতু তাহা অগ্নিবৎ দেখাইতেছে মাত্র। সমল অমল হইয়াছে, অপ্রকাশ স্বপ্রকাশ হইয়াছে। তাই লোকে অজ্ঞানতাবশতঃ একের ধর্ম্ম অন্যে আরোপ করিয়া বলিতেছে লোহাখান আগুণ হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে স্থূলদেহ এবং তদন্তরবর্ত্তী চৈতন্য—ব্যাপ্য ও ব্যাপক ও এই মতে তাদাত্ম্য

* অথ য আত্মা স সেতুঃ * * এতং সেতুং তীর্ত্বাঽন্ধঃ সন্ননন্ধো ভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবত্যুপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি।
(ছান্দোগ্যোপনিষদ ৮।৫।১-২)

লাভ করিয়া এক হইয়া গিয়াছে। তাই জীব কোষকারবৎ পরিছিন্ন হইয়া আপনাকে সাড়ে তিন হস্ত প্রমাণ বলিয়া মানিতেছে। সিংহ এড়কত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বৃহৎ ক্ষুদ্র হইয়াছে। অমল সমল হইয়াছে। চেতন, জড় চেতন উভয়াত্মক হইয়া পড়িয়াছে। * ঈদৃশ সমল ভাবে কি আর অমল দেবের সাক্ষাৎকার লাভ হয়? এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন যে "দেবোভূত্বা দেবং যজেৎ"। আগে দেবতার গুণসকল শরীর দিয়া অর্জ্জন করিতে শিখ—ভূতশুদ্ধি কর—ঔপাধিক আমি ভুলিয়া যাও—এড়কত্ব আরোপধর্ম্ম বলিয়া বুঝ—সংক্ষেপতঃ দেবভাবাপন্ন হও, তবে দেবযজন কর, সফলকাম হইবে। নচেৎ অসুরভাবে কি কখন দেবযজন হয়? না সে যজনে প্রাণারামের আরাম (আনন্দ) মিলে? তাই বর্ত্তমান সমাজের এত দুরাবস্থা! যেমন ব্রত তেমনি দক্ষিণা! বিবেক বিনা বৈরাগ্যের উদয় হয় না। বৈরাগ্য বিনা অধ্যাত্ম বা অক্ষরবিষয়বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয় না। এবং অক্ষরবিষয়বিজ্ঞানের অনাবির্ভাবে শান্তির আশা সুদূর পরাহত। সেই শান্তি বা দুঃখঅসম্ভিন্ন সুখ প্রাপ্তির আশয়েই সকলে কর্ম্ম করিয়া থাকে। একটী কর্ম্ম করিয়া তাহাতে শান্তি না মিলিলে তাহা ত্যাগ করিয়া আর একটী গ্রহণ করে ইত্যাদি প্রকার ত্যাগ ও গ্রহণাত্মক কার্য্য করিতে করিতেই আয়ু শেষ হইয়া যায়; তথাপি তাহাদের অভিষ্টবিষয়—শান্তি প্রাপ্ত হয় না। অথচ একবার ভাবেনা বা ভাবিবার অবকাশ কি সৌভাগ্যও উদয় হয় না, যে, যে প্রাণা-

* বুদ্ধে গুণেনাত্মগুণেনচৈব আরাগ্রমাত্রোহপ্য বরোহপি দৃষ্টঃ।
(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ৫।৮)

রামের শান্তি আমরা অন্বেষণ করিতেছি, তাহা কোথায় আছে? গৃহীতপদার্থে কি অনুষ্ঠিতকর্ম্মে? না অপর কোন সত্তায়? অবশ্য কোন পৃথক দুঃদর্শ অননুভূত অলৌকিক সত্তায় তাহা বিরাজমান আছে সন্দেহ নাই, নচেৎ এতদিন তাহা লোক-সাধারণের—কর্ম্মীমাত্রেরই আয়ত্তাধীন হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা হইবার যো নাই। এইজন্য ভগবান কপিলদেব বলিয়াছেন—

দুঃখাদ্দুঃখ জলাভিষেকবৎ ন জাড্য বিমোক্ষঃ।

(সাংখ্যদর্শন বিষয় অধ্যায় ৮২)

দুঃখ বহুল কর্ম্মের দুঃখ বহুল ফল। ইহা দ্বারা নির্দুঃখরূপ মুক্তি লাভ হয় না। শীতজড় ব্যক্তি যেমন স্নানদ্বারা শীত-জাড্য দূর করিতে পারে না, প্রত্যুত অন্যরূপ জড়তা (শীতক্লেশ) প্রাপ্ত হয়, ভোগকরে, কর্ম্মী পুরুষেরাও সেই মত কায়ক্লেশাদি বিবিধ দুঃখ স্বীকার করতঃ হিংসাদি দোষদুষ্ট আনুশ্রবিক কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা ফেণতুল্য ক্ষণভঙ্গুর সুখ বা দুঃখের প্রকারান্তর মাত্র প্রাপ্ত হয়। যে দুর্দর্শ শাশ্বত-সত্তায় প্রাণারাম শান্তি বিরাজিত তাহা ব্রহ্ম পদার্থ। সেই দুর্দর্শ উপ্সীততমকে সন্দর্শন কর—আলিঙ্গন কর—তন্ময়ত্ব লাভ কর। অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। চিরশান্তিময় হইয়া যাইবে। ইহারই নাম "তত্ত্ব-দর্শন" ইহাই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। তাই মহর্ষি মনু জীবের কল্যাণার্থে বলিতেছেন—

যথোক্তান্যাপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ
আত্মজ্ঞানে সমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান
এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।

(মনুস্মৃতি ১২।৯২—৯৩)

শাস্ত্রোক্ত অগ্নিহোত্রাদি আশ্রম কর্ম্ম সকল সকৃদানুষ্ঠান দ্বারা পরিত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞানে মনোনিবেশ কর, কেননা এই আত্ম-জ্ঞান সকলের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণাদির জন্ম সাফল্যের—কৃতকৃত্য হওনের একমাত্র কারণ। অন্য কোন প্রকারেও সেই ব্রাহ্মণ-দিগের কর্ত্তব্যের সমাধান হয় না—তাঁহারা কৃতকৃত্য হইতে পারেন না। অতএব বলা যাইতে পারে যে "তত্ত্বদর্শন" মনুষ্যের সমস্ত কর্ত্তব্যের সমাধানপর্য্যাবসনা। ইহাই পরম নিষ্ঠা, ইহাই পুরুষার্থ এবং কর্ত্তব্যতান্ত।

শিষ্য—শুনেছি যে বেদে এক ব্রহ্মই সকলের উপাস্য এবং সম্ভজনীয় দেবতা বলিয়া লিখিত আছে, তবে জল মৃত্তিকাদি স্থাবর পদার্থসমূহকে দেবতাজ্ঞানে উপাসনা করিবার বিধি ব্যবস্থা হইল কেন? তবে বুঝি বেদে জড় ও চেতন এতদুভয়েরই উপাসনা ব্যবস্থা লিখিত আছে?

গুরু—কেবল ব্যবহারোপযোগীত্ব এবং পরমার্থপ্রকাশত্ব হেতুই এবম্প্রকার বিধি বিহিত হইয়াছে, মূলে কিন্তু এক ব্রহ্মই সকলের উপাস্য দেবতা। সবিশেষ বলি শুন—শ্রুতি বলিতেছেন

তমেবভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসাসর্ব্বমিদং বিভাতীতি।

(মুণ্ডকোপনিষদ ২।১০)

হে ব্রহ্মণ, আপনি স্বপ্রকাশ, আপনার জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া নিখিল জগৎ (অনুভাতি) পশ্চাৎ প্রকাশিত হয়। ইহা দ্বারা নিশ্চিত হইতেছে যে চৈতন্যই জগতের বাস্তবরূপ, সেই চৈতন্য দ্বারা জড় জগৎ (বিবর্ত্তাকারে) উদ্ভাসিত, অতএব জড়-বর্গকে উপেক্ষা করিয়া আদি ভাসমান বাস্তব চিন্মাত্র রূপের

অনুধ্যান কর। সুবর্ণকার যেমন সুবর্ণ বলয় নির্ম্মাণ কালে বলয়ের আকারাদি উপেক্ষা করিয়া বর্ণের দিকেই—রংফলনে লক্ষ্য রাখে; তুমিও সেইমত তাবৎ জড়বর্গ উপেক্ষা করিয়া তাহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধির—রংফলনের মূল কারণ চিন্মাত্র ভাবনায় মনোনিবেশ কর। সেই রংফলনের মূল কারণ চিন্মাত্রভাব তোমার চিত্তে যাবৎ নিশ্বাসাদিবৎ স্বাভাবিক না হয়, তাবৎ তাহাতেই পুনঃ পুনঃ চিত্ত সংস্থাপনে যত্নপর হও, তখন বুঝিবে যে চিৎই স্বীয় রূপ বিস্তার করিয়া—রংফলাইয়া নিখিল জগতের কল্পিতাধিষ্ঠান বা উপাদানকারণ ব্যপদেশে স্থাবরজঙ্গমাকারে সদা ভাসমান। অবশ্য এ দর্শন বহু অনুষ্ঠান-পর এবং প্রভূত সুকৃতি সঞ্চয়ের পরিচায়ক। এবং গুরু করুণা-লব্ধ। সুতরাং সেই চিৎ ব্রহ্মের বা সমষ্টি কারণের উপাসনা করিলেই অখিল জগতের উপাসনা করা হয়। অথবা অখিল জগতের স্থাবরজঙ্গম ব্যষ্টিভাবে উপাসিত হইলে তাহাও প্রকারান্তরে তাঁহারই উপাসনা, তবে ইহা রাজপথ নহে। প্রকাণ্ড কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষ, বৃক্ষ দৃষ্টিতে এক—অভেদ কিন্তু শাখাপ্রশাখাদিতে বিভেদ—বহু। সমষ্টিঅঙ্গী ব্যষ্টিঅঙ্গ হইতে ভিন্ন নহে, ব্যতিরিক্ত ও নহে—অনন্য। অঙ্গ নিরপেক্ষ হইয়া প্রত্যঙ্গ, অথবা অধিষ্ঠান নিরপেক্ষ হইয়া প্রত্যধিষ্ঠান কখন অবস্থান করিতে পারে না। কার্য্য কারণ হইতে কদাপি ভিন্ন হইতে পারে না। পরিণমমাণ কার্য্যের বহুত্ব উপলব্ধি হইলেও পরমার্থতঃ কারণ এক। মৃত্তিকা নির্ম্মিত তাবৎ পদার্থ (হাঁড়ি, কলসি, সরা, মালসা ইত্যাদি) পরস্পরাপেক্ষায় ভিন্ন, কিন্তু মৃত্তিকাপেক্ষায় এক—অভিন্ন। যেমন জলোত্থ ফেণ, বুদবুদাদি, বুদ-

মৃদাদি দৃষ্টে বিভেদ—অনেক; কিন্তু জলাপেক্ষায় এক—অভেদ। এখানে মৃত্তিকা ও জল বস্তুস্থানীয়, পারমার্থিক সত্য কিন্তু কলস ও ফেনাদি ব্যবহারিক সত্য—অবস্তু। সেইমত সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, বায়ু, বৃক্ষ, বনস্পতি, পাহাড়, পর্ব্বত, গো, মনুষ্য ইত্যাদি শরীর বা উপাধিবশাৎ কার্য্য দৃষ্টে পৃথক্ পৃথক্ হইলেও কারণ দৃষ্টে এক—অভেদ। সুতরাং সর্ব্বাধিষ্ঠান সচ্চিদানন্দময় অদ্বয় ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু। তদতিরিক্ত সমুদায় অবস্তু। ব্যবহার বা সংসারচক্ষে সেই অবস্তুসকলই সদ্ বা বস্তু বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু উপাধি বা শরীর আছে বলিয়া বস্তুর সত্যত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না; কেননা উপাধি সকল নিরবকাশ বিধায় এবং অজ্ঞান হেতু প্রত্যুপস্থাপিত বা প্রতীত হওয়ায়, ব্যবহার কালে সত্য বলিয়া বোধ হয় পরমার্থতঃ সত্য নহে মিথ্যা। ( Form cannot be said to exist because it depends upon another thing's existance ) অতএব উপাধি বা শরীর জনিত পদার্থের নানাত্ব ও সত্য নহে * বৈদিক ঋষিগণ এই কার্য্য কারণের অনন্যত্ব পূর্ণভাবে অবগত হইয়াছিলেন, তাই তাঁহারা ভগবদ্‌প্রেমে বিভোর হইয়া কখন সূর্য্যকে, কখন জলকে, আবার কখন বা বনস্পতিকে বেদ মধ্যে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিয়া গিয়াছেন। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে দেবতা মূলতঃ এক—পরব্রহ্ম। আপেক্ষিকতঃ বহু—স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল কার্য্যভূত। সুতরাং দেবতা সাকার, দেবতা

---

* উপাধি নিমিত্তস্য বস্তুধর্ম্মত্বানুপপত্তেঃ। নিরবকাশত্বাদুপাধিনাং ব্যবহারিক সত্ত্বেঽপি ন তাত্ত্বিকতা। ইতশ্চ নোপাধিকৃত নানাত্বস্য সত্যতা। ন তু বস্তুবৃত্তেন বিকারোনাম কশ্চিদস্তি।

( বেদান্তভাষ্যে শঙ্কর। )

নিরাকার, আবার না সাকার, না নিরাকার। তাই ভক্ত সাধক রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—"সাকার, নিরাকার, ককার, সবাকার-কার?" আচ্ছা, দেবতা সম্বন্ধে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এবং বিদগ্ধশাকল্য এতদুভয়ে যে কথোপকথন হইয়াছিল সেই পুরাতনী আখ্যায়িকাটী তোমায় বলি শুন *। শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, সমুদায়ে দেবতা সংখ্যা কত? যাজ্ঞবল্ক্য তদুত্তরে বলিলেন ৩৩টী, আবার বলিলেন ৬টী, আবার বলিলেন ৩টী, শেষে বলিলেন ১টী। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করার পর বলিলেন দেবতা ৩০০টী, ৬০০টী, ৩ হাজার ইত্যাদি। এইজন্য বেদে এক দেবতা, এইজন্যই বেদে ৩৩টী দেবতা। এইজন্য হাজার দেবতার উপাসনা প্রথা বেদমধ্যে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেবতা একের অধিক নহেন, সে এক পরমাত্মা—একমেবাদ্বিতীয়ম্। এই পরমাত্মার মহৎ ঐশ্বর্য্যাদি বা বিভূত্যাদি প্রখ্যাপনার্থ তিনি এক হইয়াও ইন্দ্রাদি দেবতারূপে বেদে উপাসিত হইয়াছেন। † বেদ ব্যাখ্যাতা আচার্য্য সায়ণ, উবট্ এবং যাস্ক প্রভৃতি সকলেই এক বাক্যে এই কথাই বলিয়াছেন। যথা—

মহাভাগ্যাদ্দেবতয়া এক আত্মা বহুধাস্তূয়তে।
একস্যাত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি॥
(নিরুক্ত ৭।৪)

পরমাত্মা সর্ব্বশক্তিমত্বাদি বিশেষণে বিশিষ্ট বলিয়া এবং সর্ব্ববেদে এক অদ্বিতীয় অসহায়, সর্ব্বব্যাপী ইত্যাদিরূপে স্তুত

---

* বৃহদারণ্যকোপনিষদ—(৩।৯।১) দেখ।
† সবিশেষ "বেদ ও দেব" শীর্ষক পুস্তকে "দেবতাধ্যায়" দেখ।

হওয়ায়, তাঁহার সমীপে অন্য কেহ দেবতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অন্যান্য গৌণ দেবতাগণ এই অদ্বিতীয় পুরুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ।

অকৃত্রিমমনাদ্যন্তং দেবনং চিচ্ছিবং বিদুঃ।
তদেব দেব শব্দেন কথ্যতে তৎ প্রপূজয়েৎ॥
(যোগবাশিষ্ট ৬।২৯।১২১)

অকৃত্রিম অনাদি অনন্ত নিরতিশয় আনন্দরূপী সেই চিৎ-কেই বুধগণ দেব বলিয়া জানেন। লোকে তাঁহারই পূজা করিয়া থাকে।

আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বমাত্মন্যবস্থিতম্।
(মনুস্মৃতি ১২।১১৯)

পরমাত্মাই একমাত্র মুখ্য দেবতা। এই মুখ্যদেবে ব্রহ্মাণ্ডস্থ নিখিল গৌণ দেবগণ অবস্থান করিতেছেন। এইজন্যই বেদে কখন সূর্য্যকে, কখন ইন্দ্রকে, কখন বা অগ্নিকে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-রূপে স্তব করা হইয়াছে। অগ্নি বা ইন্দ্রাদি ভিন্ন দেবতা নাই, ইত্যাদি প্রকারে তাহাদের বিভূতি কীর্ত্তন করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত মোক্ষ মুলার এই বিষম রহস্য উদ্ভেদ করিতে গিয়া বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে "বৈদিক ঋষিগণ কি একেশ্বরবাদী কি বহুঈশ্বরবাদী ছিলেন? তাঁহারা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উপাসক ছিলেন কি অদেব মূর্ত্তাদির পূজা করিতেন? কিছুই স্থির করা যায় না।"* এখন কথা হইতেছে

---

* Vide Max-muller's "Origin and Growth of Religion" p. 277.

যে, সাহেব প্রকৃত মর্ম্ম অবগত না হইয়া এপ্রকার অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, কি প্রকৃত মর্ম্মাবগত হইয়া সাধারণকে বিচলিত বা বিভ্রষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অনভিজ্ঞতার ভাণ করিয়াছেন? তাহা তিনিই বলিতে পারেন। বলা বাহুল্য যে বেদাদির আভাস লইয়া পরতঃ প্রমাণ পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে সেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মই বিভূতিব্যপদেশে কালী, দুর্গা, হরি ইত্যাদি বিবিধ নামে আখ্যায়িত হইয়াছেন, সুতরাং কালী, দুর্গা, হরি ও ব্রহ্ম অভেদ। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার কোন নাম নাই। স্ত্রীত্ব, পুংস্ত্ব বা ক্লীবত্ব কিছুই নাই। এই সমুদায় শরীরধর্ম্ম। তিনি অশরীরী, সুতরাং তাঁহাতে এ সমুদায় কিছুই সম্ভবেনা। নাম মাত্রেই আপেক্ষিক, পরিচ্ছিন্ন, সুতরাং মায়িক। তাঁহার অশেষ বিভূতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত ও স্তুত হইবার জন্য সেই একই পদার্থ ব্যষ্টিভাবে নানানামে বহুপ্রকারে অভিহিত হইয়াছেন, সুতরাং কালী, দুর্গা, হরি প্রণববৎ সমষ্টিভাবে এক ব্রহ্মেরই বাচক। পৃথক নহে। তাই রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—"এবার কালীর নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্ম্মকর্ম্ম সব ছেড়েছি"। যাহারা বলে যে আর্য্যেরা প্রথমে সূর্য্যাদি ভৌতিক পদার্থকেই দেবতা বোধে আরাধনা করিত, ক্রমে ঈশ্বর জ্ঞান পরিস্ফুট হওয়ায় বহুকাল পরে প্রকৃত পরমেশ্বরের (ব্রহ্মের) উপাসনা করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, তাহারা এবং তদনুসরণকারীরা নিতান্ত ভ্রান্ত, কেননা, বেদোক্ত রীত্যানুসারে সৃষ্টির প্রারম্ভাবধি আজ পর্য্যন্ত আর্য্যমাত্রেই, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, সূর্য্য ইত্যাদি নামে সেই এক অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মেরই উপাসনা করিয়া থাকে। যথা—

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ু স্তদুচন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তা আপঃ স প্রজাপতিঃ॥
( যজুর্ব্বেদ ৩২।১ )

হে অগ্নিব্রহ্মণ, (অগ্নির্বৈ ব্রহ্ম—শতপথে) আপনি জ্ঞানস্বরূপ স্বপ্রকাশ এবং সর্ব্বোত্তম বলিয়া আপনার নাম অগ্নি। আপনার কদাপি বিনাশ নাই আপনি স্বপ্রকাশ বলিয়া আপনাকে আদিত্য কহে (সর্ব্বমাদদনাযন্তি)। সমস্ত বিশ্বের ধারণ কারণ, অনন্ত বলশালী এবং প্রাণের প্রাণ বলিয়া আপনি বায়ু নামে অভিহিত ( বায়ুর্বৈব্রহ্ম—শতপথে )। স্বয়ং আনন্দ স্বরূপ এবং পরমানন্দ প্রদান কর্ত্তা বলিয়া আপনার নাম চন্দ্রমা ( যশ্চন্দতি চন্দয়তি বা )। আপনি সর্ব্বব্যাপক এবং নিখিল জগতের বীজভূত অব্যাকৃতাবস্থায় অবস্থিত বলিয়া আপনার একটী নাম আপ ( আপ এবেদমগ্র আসুঃ )। আপনি বিশুদ্ধস্বভাব এবং শরীরস্থ শুক্রের ন্যায় নিখিল জগতের সারভূত পদার্থ ( রস বৈ সঃ ) বলিয়া আপনাকে শুক্র কহে এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বের সৃজন ও পালন কর্ত্তা বলিয়া আপনি প্রজাপতি।

এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেক পরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥
( মনুস্মৃতি ১২।১২৩ )

হে প্রভো, আপনাকে কেহ অগ্নি বলে, কেহ মনু কহে, কেহবা প্রজাপতি বলিয়া আখ্যাত করে। অপর কেহ কেহ আপনাকে ইন্দ্র, প্রাণ এবং ব্রহ্ম ইত্যাদি নামেও অভিহিত করিয়া থাকে।

বামদেব ঋষি গর্ভস্থ হইয়াই বলিয়াছিলেন—*

গর্ভেনু সন্নন্বেষাম বেদমহং দেবানাং
জনিমানি বিশ্বা * * * *

( ঐতরেয় আরণ্যক ৫।৪।৫ )

আমি ইন্দ্রাদি দেবগণের অখিল জন্মবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক অবগত হইয়াছি। ইন্দ্রাদি সমুদায় দেবগণ পরমাত্মদেব হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং তাহারা সকলেই সেই মহাদেবেরই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন স্ফুরণ বিশেষ।

এক্ষণে দেব শব্দের ব্যাকরণ ঘটিত অর্থটাও দেখা যাউক। দেব শব্দ দিব্+অচ্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। এবং দেব শব্দের উত্তর "তল্" প্রত্যয় করিয়া দেবতা পদ সিদ্ধ হইয়াছে। (দেবাত্তল্—পা ৩।১।১৩৪) অতএব দেবই দেবতা। পূজ্যপাদ আচার্য্য যাস্ক দিব্ ধাতুর ১০ প্রকার অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা (১) দ্যুতি, (২) ক্রীড়া, (৩) জিগিষা, (৪) ব্যবহার, (৫) স্তুতি, (৬) গতি, (৭) হর্ষ, (৮) মদ, (৯) নিদ্রা এবং (১০) কান্তি। অপিচ আচার্য্য যাস্ক আরও বলেন যে,

দেবো দানদ্বা দীপনদ্বা দ্যোতনদ্বা দ্যুস্থানো
ভবতীতি বা।

( নিরুক্ত ৭।১৫ )

(ক) বিদ্বান ব্যক্তিগণ বিদ্যাদিদান দ্বারা এবং পিতা মাতা ও আচার্যাদি সত্যোপদেশ প্রদান দ্বারা দেবপদ বাচ্য হন যথা—

---

* এই মন্ত্রটী ঋকবেদে ( ৩।২৭।১ ) আছে। কেবল জন্মান্তরীণ সঞ্চিত সংস্কারের স্ফুরণ প্রদর্শনার্থ সুতরাং পুনর্জন্ম দ্যোতনার্থ ইহা বেদমধ্যে উক্ত হইয়াছে নচেৎ গর্ভস্থ শিশুর বাক্যস্ফূর্ত্তি অসম্ভব। সবিশেষ "পুনর্জন্ম রহস্য" নামক পুস্তক দেখ।

মাতৃ দেবো ভব পিতৃ দেবো ভব আচার্য্য দেবো ভব অতিথি দেবো ভব।* ( তৈত্তীরিয়োপনিষদ ১১।২ )

বিদ্বাংসোহি দেবাস্তদ্বিপরীতা অবিদ্বাংসো অসুরাঃ।

( শত পথ ৩।৭।৬ )

বিদ্বানব্যক্তিগণ দেবতা এবং মূর্খেরা অসুর বলিয়া অভিহিত।

(খ) সমুদায় মূর্ত্ত পদার্থ সূর্য্যাদিলোক দ্বারা দীপ্ত বা প্রকাশিত হয় বলিয়া সূর্য্যাদিলোক দেবতা। দেবানাং হ্যেতৎ পরমং জনিত্রং যৎসূর্য্য।

(গ) যিনি সমস্ত প্রকাশকের প্রকাশক, সেই স্বপ্রকাশ মহাদেবই দ্যুস্থান বলিয়া অভিহিত। যথা—তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসাসর্ব্বমিদং বিভাতীতি।

(ঘ) বিদ্যা বা সত্য জ্ঞানের নাম ( প্রকাশ হেতু ) দেবতা, আর মায়া, মিথ্যা জ্ঞান বা অজ্ঞান অপ্রকাশশীল বলিয়া অসুরপদবাচ্য। যথা—উর্গিতি দেবা মায়েত্যেসুরা (শতপথ ১০।৫)।

(ঙ) মনুষ্যের মনও জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রকাশস্বভাব হেতু দেবতা, আর প্রাণাদি বায়ু অপ্রকাশ বলিয়া অসুর। এই প্রাণরূপ অসুরেরা প্রতিনিয়তই মনদেবের সহিত যুদ্ধ করিতেছে অর্থাৎ স্ব স্ব বলে মনকে সর্ব্বদাই বিক্ষিপ্ত করিতেছে। তাই মনোরূপ পরিদোলক ( Pendulum ) সদাই নড়িতেছে—চঞ্চল রহিয়াছে। "এবং হ বৈ তৎসর্ব্বং পরে দেবে মনস্যেকী ভবতি।" ( প্রশ্নোপনিষদ ৪।২ )।

---

* দ্যুস্থান ঈশ্বর সহিত ইহাকেই পঞ্চদেবতার পূজা কহে। ঈদৃশ সাক্ষাৎ সাকার পঞ্চ দেবতার পূজা গৃহস্থমাত্রেরই প্রত্যহ অবশ্য করণীয়।

(চ) এই সংসারে কে দেব এবং কেইবা দানব ইহা অতি সহজে এবং সুন্দররূপে বোধগম্য করাইবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমান অর্জ্জুনকে যে প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারই লক্ষণগুলিমাত্র সংক্ষেপে তোমায় বলিতেছি শুন—অভয়, চিত্তপ্রসন্নতা, আত্মজ্ঞানোপায়ে নিষ্ঠা, দান, দম, যজ্ঞ, তপ, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরোক্ষে পরদোষ অপ্রকাশ, সর্ব্ব জীবে দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, অদ্রোহ, অনভিমানিতা (নিজের প্রশংসা নিজে না করণ) এই ২৬টী গুণ-সম্পন্ন পুরুষই দেবতা বলিয়া কথিত। আর ইহার বিপরীত গুণ যথা—দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা এবং অজ্ঞান ইত্যাদি গুণধর্ম্মী ব্যক্তিই অসুরপদ বাচ্য। যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, পিশাচ, ভূত, প্রেত ইত্যাদি * যত জাতীয় মনুষ্য আছে, সমুদায়ই এই অসুর শ্রেণীর মধ্যে ; লক্ষণের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৈষম্য হেতু মনুষ্য মধ্যেই এ প্রকার পৃথক্ পৃথক্ নামকরণ। প্রজাপতির সৃষ্টি দ্বিবিধ দেবতা এবং অসুর। তৃতীয় নাই,

---

* যখ্ (যক্ষ) রয়স্ (রাক্ষস) কিরাত জাতীয় শাখা বিশেষ। আরাকান, ব্রহ্ম প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাস। কিন্নর ইহাদের অপর নাম কিম্পুরুষ। ইহারা পার্ব্বতীয় জাতি। হিমালয় ও হেমকুট পর্ব্বতের মধ্য ভূভাগেই ইহাদের বাস। এই জন্য এই স্থানকেই কিম্পুরুষবর্ষ কহে। প্রাকৃত লঙ্কেশ্বর ব্যাকরণে অষ্টদশ ভাষার উল্লেখ স্থলে "পৈশাচীক" বলিয়া একটী ভাষা লিখিত আছে এবং "ভাষার্ণবে" ভাষা বিভাগাধ্যায়ে দেখা যায় যে দাক্ষিণাত্যের আভীর শাবরী চণ্ডাল প্রভৃতি জাতিরা "পৈশাচীস্যাৎ পিশাচবাক্" অর্থাৎ পৈশাচীক ভাষা ব্যবহার করিত বলিয়া তাহাদিগকে পিশাচ বা পিচাশ বলিত, এইমত লিখিত আছে। সুতরাং পিশাচ বা ভূত বলিয়া সূক্ষ্ম দেহধারী গগণবিহারী পৃথক্ কোন জৈব পদার্থ নাই।

সুতরাং ইন্দ্রাদি দেবতা বলিয়া পৃথক্ দেহধারী কেহ নাই। এই মনুষ্য নামধারী দেবতা এবং অসুরের মধ্যেই সমুদায়। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—

দ্বয়াহ প্রাজাপত্যা দেবশ্চাসুরাশ্চ।

(শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪।৩।৪)

দ্বয়ং বা ইদং ন তৃতীয়মস্তি

(শতপথ ব্রাহ্মণ ১।১।১)

অতএব বলা যাইতে পারে যে, যাহা প্রকাশীল তাহাই দেবতা এবং যাহা অপ্রকাশশীল তাহাই অসুর। এজন্যই দিবা দেবতা এবং রাত্রি অসুর। ধর্ম্ম দেবতা এবং অধর্ম্ম অসুর। বিদ্যা দেবতা, অবিদ্যা অসুর। পুণ্যাত্মা দেবতা, পাপাত্মা অসুর। বিদ্বান দেবতা, অবিদ্বান অসুর। সত্যবাদী দেবতা, মিথ্যাবাদী অসুর। শুক্লপক্ষ দেবতা, কৃষ্ণপক্ষ অসুর। ইহাদের বিরোধ বা সংগ্রাম প্রতিনিয়তই চলিতেছে। ইহাকেই দেবাসুর-সংগ্রাম কহে। আর ঈদৃশ দেবাসুরের সংগ্রাম সর্ব্বপ্রাণীদেহ-তেই অনাদিকাল হইতে চলিতেছে।

দেবতা বিষয়ক এবম্বিধ বৈদিক প্রয়োগাদি দেখিয়া স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, দেবতা শব্দ পর ও অপর এই দ্বিবিধ ভাবের ব্যঞ্জক। পরমাত্মাই পরমদেবতা। এই পরমদেব পর-মাত্মার অপেক্ষায় আদিত্যাদি স্থাবরজঙ্গমাত্মক নিখিল জগৎ অপর বা অপরমদেব, সুতরাং এই অপরমদেবের মধ্যেই কর্ম্ম-দেব, আজানদেব, ভূদেব, সুর, অসুর, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ ইত্যাদি সব। অতএব "এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ (কঠোপনিষদ)। পরমদেব জ্ঞাতব্য এবং অপরম-

দেব প্রাপ্তব্য। প্রথম কক্ষা বা উত্তমাধিকারীর জন্য পরমদেব এবং মধ্য ও মন্দাধিকারীর জন্য অপরমদেব। শক্তিও শক্তি-মানের ন্যায় এই দেবতা শব্দ পরম ও অপরম ব্যপদেশে—বহি-র্লক্ষ্যে বিবিধ পদার্থের দ্যোতক হইলেও মূলতঃ—অন্তর্লক্ষ্যে এক—অভেদ। শক্তিমানে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিলে, তাহাতে ভেদ আরোপিত হয় না, কেননা শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কার্য্যের দিক দিয়া দেখিলে যেমন বিভেদ। কারণের দিক দিয়া দেখিলে তেমনি অভেদ। শক্তি শক্তিমতোর-ভেদঃ* পরমার্থতঃ ক্রিয়াশীল সত্তাই শক্তি এবং অক্রিয় শক্তিই সত্তা বা শক্তিমান। সত্তা ও শক্তি সর্ব্বদা সমভাবেই অবস্থিত। কেবল কতকগুলি বাধার বিনাশ হইলেই সত্তার উপলব্ধি হইয়া থাকে, সেইমত গুরোপদিষ্ট অর্থের শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা বিঘ্ন বাধা রূপ মনের বিষয়মল বিদূরীত হইলে, প্রপঞ্চ প্রবিলয়ে মন সূক্ষ্মাকার ধারণ করিলে, গ্রাহ্যাভাব হইলে—অমনীভাব আসিলে, সংক্ষেপতঃ আত্মসংস্থ উপস্থিত হইলে, সূর্য্যালোকে দীপপ্রভাবৎ অপরমদেবাখ্য নিখিল জগৎ পরমদেব প্রভায় অভিভূত হইয়া অখণ্ডৈকরস-প্রভারূপে ভাস-মান হয়। নয়ন মনোমুগ্ধকর সহস্র সূর্য্যস্থানীয় অথচ সুস্নিগ্ধ সেই অখণ্ডৈকরস আলোকপ্রভা মুমুক্ষুর নয়নকে বিভাসিত করিতে থাকে। ইহারই নাম প্রপঞ্চ প্রবিলাপানানন্তর তত্ত্বদর্শন বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার। তাই ভগবান পতঞ্জলি বলিতেছেন—

কৃতার্থং প্রতি তন্নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ

(পাতঞ্জল দর্শন ২।২২)

---

* সবিশেষ 'সৃষ্টিতত্ত্ব' শীর্ষক পুস্তক দেখ।

(তৎ) সেই দৃশ্য বা প্রপঞ্চ ব্রহ্মতত্ত্বাববোধীর সম্বন্ধেই নষ্ট বা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অন্য অকৃতার্থ বা অতত্ত্বদর্শীর সম্বন্ধে নহে। সংক্ষেপতঃ যে মুক্ত হয়, তাহার সম্বন্ধেই প্রপঞ্চ নাই, অন্য অমুক্ত বা বদ্ধের সম্বন্ধে তাহা পূর্ণভাবেই থাকে।

ভাল, কথাটা একটু বিশদ্ করে বলি শুন, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের নিয়ম এই যে চক্ষু বিগলিত আলোক (রশ্মি) এবং বস্তুর অবয়ব প্রকাশক আলোক উভয়ের সমসূত্রপাত হইলেই দর্শনজ্ঞান হয় নচেৎ হয় না, তাই চক্ষু ঢাকিলে দেখা যায় না, এবং বস্তু ঢাকিলেও দেখা যায় না। পক্ষান্তরে চক্ষু অপেক্ষা বস্তুর অবয়ব প্রকাশক আলোক সমধিক প্রখরতেজ হইলে বস্তুদর্শনের পরিবর্ত্তে কেবল অন্ধকার দর্শন হয়, কিন্তু গুরোপদিষ্ট অর্থের অনুষ্ঠান দ্বারা অধিষ্ঠানসত্তা সাক্ষাৎকার হইলে অন্ধকারের পরিবর্ত্তে কেবল আলোকই—আলোকময়ই দর্শন হয়। দিবান্ধ পেচকাদি দিবাভাগে দেখিতে পায় না, কারণ তাহাদের চক্ষুবিগলিতরশ্মি সূর্য্যরশ্মি দ্বারা অভিভূত হইয়া তাদাত্ম্য লাভ করে, এক হইয়া যায়, তাই পদার্থসত্ত্বেও তাহারা তৎকালে তাহা দেখিতে পায় না, সব অন্ধকারময় দেখে; অথচ তৎকালে তাহাদের চক্ষু কিন্তু নিমিলীত থাকে না, উন্মিলীতই থাকে। তুমি কতকক্ষণ সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া, ঝটিতি অধোদিকে দৃষ্টিপাত কর, সব অন্ধকারময় দেখিবে, পদার্থ সত্বেও ক্ষণিক কোন পদার্থই তোমার নয়নগোচর হইবে না, কেননা তোমার চক্ষুবিগলিতরশ্মি তৎকালে সূর্য্যরশ্মি দ্বারা অভিভূত হইয়া তাদাত্ম্য লাভ করিয়াছে, এক হইয়া গিয়াছে, তাই সব অন্ধকারময় দেখিতেছ, অথচ তুমি উন্মিলীত চক্ষু। এখন একবার ভাবিয়া

দেখ দেখি যে, সূর্য্যাদি নিখিল বিশ্বতেজের নিদানভূত সেই ব্রহ্মতেজ দ্বারা ব্রহ্মবিদের চক্ষু অভিভূত হইলে উন্মিলীত অক্ষিসত্বেও জাগতিক কোন পদার্থই তাঁহার নয়নে বিভাসিত হয় না, আর হইলেও তাহা অধিষ্ঠানসত্বার অববোধ হেতু মিথ্যা বলিয়াই প্রতীতি হয়। ইহারই নাম দৃশ্যনাশ বা প্রপঞ্চ বিলয়ানন্তর তত্ত্বদর্শন বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার। ঈদৃশ ব্রহ্মবিদ তৎ-কালে দেখেন যে, * জগৎ চিৎস্বরূপ অনলের উষ্ণতা, চিৎ-স্বরূপ ইক্ষু রসের মধুরতা, চিৎস্বরূপ তুষারের শীতলতা। চিৎ-সত্তাই জগতের সত্তা। দেখা যাইতেছে ও দেখিতেছি, এ বোধের বিনাশ হইলে চৈতন্য মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, দেখা যাইতেছে, এবোধ থাকিলেই দেখিতেছি এবোধ থাকিবে। দেখিতেছি, এবোধ থাকিলেও, দেখা যাইতেছে এবোধ থাকিবে অর্থাৎ দর্শক দৃশ্যেরই অন্তর্গত, যেমন দুয়ের অন্তর্গত এক, তেমনি এক দুয়ের অন্তর্গত না হইলেও দুয়ের অধীন হইয়া থাকে। এক আর এক যোগে দুই হয় বলিয়া এক দুয়ের অন্তর্গত অর্থাৎ এই দ্বৈত বোধ প্রলুপ্ত হইলে একত্ববোধ প্রলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব যেমন একত্ব যোগী দ্বিত্বের অভাবে কেবল মাত্র তদনুবিদ্ধ অস্তিতা প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি দ্রষ্টৃ দৃশ্যভাব অন্তর্হিত হইলে তদ্দ্বয়ের আশ্রয়ীভূত কেবল মাত্র ব্রহ্মসত্তাই সুস্থিরা হয়। দৃশ্য অসম্ভব বোধ হইলে বোদ্ধাতে বোদ্ধৃভাব শান্ত হয়। সেই বোধ্য বোদ্ধৃভাব শান্তি নিরঞ্জন কেবলত্বকেই পণ্ডিতগণ মোক্ষ কহেন। কল্পনা দোষ বর্জ্জিত দোষ বিহীন মানস স্ফটিক স্বচ্ছ মুমুক্ষু হৃদয়ের অন্তরে ও বাহিরে

* অধিকের "সৃষ্টিতত্ত্ব" বা "জগৎ ও জগদীশ" শীর্ষক পুস্তক দেখ।

তখন সেই পরম ব্রহ্ম জ্যোতিঃ নিরাকারা এবং দুর্দর্শ হইলেও মনোমোহনকারী মূর্ত্তিরূপে বিভাসিত হইতে থাকে। অরূপ স্বরূপ হয়। নিরাকার সাকার হয়। ইহাকেই ব্রহ্মলোকে স্থিতি বলে। ইহারই নাম ব্রহ্মানন্দানুভব। ইহা অনির্ব্বচনীয় কিন্তু স্বসংবেদ্য *। ইহাই জীবন্মুক্তি। এই জীবের চরম লক্ষ্য এবং অক্ষয় শান্তি নিকেতন। এই খানেই দেবপূজার পরিসমাপ্তি। **ইহারই নাম তত্ত্বদর্শন।** হে তাত, এবম্বিধ প্রকারে প্রতিবুদ্ধ হইয়া সেই পরম দেবের উপাসনা দ্বারা তুমিও জন্ম সাফল্য লাভ কর এবং কৃতকৃত্য হও। ইহাই বেদানু-শাসন। ইহাই সর্ব্ব বেদান্ত সিদ্ধান্ত রহস্য, পরম পুরুষার্থ এবং কর্ত্তব্যতান্ত।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

---

* সমাধি নির্ধূত মলস্য চেতসো নিবেশিতস্যাত্মনি যৎ সুখং ভবেৎ। ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা স্বয়ং তদন্তকরণেন গৃহ্যতেতি শ্রুতেঃ।

# তীর্থদর্শন।

(২য় দিন)

## গুরুশিষ্যের কথোপকথন।

শিষ্য—আজ "তীর্থদর্শন" বিষয়ে সবিশেষ উপদেশ প্রদান করুন এই আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা।

গুরু—ভাল, তাহাই বলিতেছি শুন। প্রথমতঃ তীর্থশব্দ তৃ (গমন করা)+থক্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। জনা যৈ স্তরন্তি তানি তীর্থানি অর্থাৎ জনগণ যদ্বারা (ভব) দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহার নাম তীর্থ। অতএব মনুষ্যের পক্ষে ব্রহ্মই পরম তীর্থ স্থানীয়, তাই শ্রুতি বলিতেছেন

নমস্তীর্থায় চ

(যজুর্ব্বেদ ১৬)

বেদাদি সত্যশাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা, ধার্ম্মিক বিদ্বানব্যক্তির সঙ্গ, পরোপকার, ধর্ম্মানুষ্ঠান, যোগাভ্যাস, নিষ্কপটতা, সত্য-ভাষণ, সত্যার্থগ্রহণ, ব্রহ্মচর্য্য সেবন, আচার্য্য, গুরু, অতিথি, পিতামাতা প্রভৃতির সেবা ঈশ্বরোপাসনা শান্তি, সুশীলতা, জিতেন্দ্রিয়তা প্রভৃতি শুভ গুণযুক্ত কর্ম্মসমষ্টি দুঃখমোচনে সমর্থ বলিয়াই ইহাদের নাম তীর্থ। স্থাবরজঙ্গমাদি ভেদে এই তীর্থ প্রধানতঃ ত্রিবিধ।

(১) জঙ্গমতীর্থ—ভগবদ্‌তত্ত্ববিদ মহাপুরুষই জঙ্গমতীর্থ নামে অভিহিত যথা—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থ ভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানিস্বান্ত স্থেন গদাভৃতা ॥

( ভাগবত ১।১৩।৮ )

মহারাজ যুধিষ্ঠির বিদুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন, হে বিভো, ভবাদৃশ ভগবদ্ভক্ত স্বয়ং তীর্থ স্বরূপ। আপনাদের তীর্থ পর্য্যটনের কোন স্বার্থ দেখা যায় না। কিন্তু তীর্থ সকলেরই ভাগ্য বলিতে হইবে, কারণ যে সকল তীর্থ মলিন জনসম্পর্কে অতীর্থ হয়, তৎসমুদায় আপনাদের অন্তরস্থ গদাধারি ভগবানের দ্বারা পবিত্র হইয়া পুনরায় তীর্থ হয়।

ব্রাহ্মণাং পরমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।

( ব্যাসস্মৃতি ৪।৫ )

ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ ব্যক্তিই পরম তীর্থ। জগতে ইহা অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট তীর্থ হয় নাই এবং হইবেও না।

যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গো খরঃ।

( ভাগবত ১০ )

যাহারা প্রকৃত বিদ্বান ব্যক্তিকে তীর্থস্বরূপ না ভাবিয়া নদ্যাদির জলকে তীর্থ মনে করে, তাহারা গো এবং খরতুল্য অর্থাৎ নিতান্ত বিবেকহীন।

ব্রাহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং নির্ম্মলং সর্ব্বকায়িকং।
যেষাং বাক্যোদকেনৈব শুদ্ধন্তি মলিনাঃ জনাঃ ॥

( কাশীখণ্ড )

যে ব্রহ্মবিদগণের বাক্যোদকের দ্বারা মলিন ব্যক্তিরা শুদ্ধি লাভ করে, তাঁহারাই সর্ব্বতোভাবে পরম পবিত্র জঙ্গমতীর্থ।

এতেষাং দর্শনস্পর্শনাদালাপাৎ পরিতোষণাৎ।
সর্ব্বতীর্থ ফলাবাপ্তি র্জায়তে মনুজন্মনাম্॥

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ১৪।১৭৩)

ঈদৃশ বিদ্বান সন্ন্যাসীদিগকে দর্শন, স্পর্শন, নমস্কার এবং অভিবাদনাদির দ্বারা তৃপ্ত করিলে লোকে সর্ব্বতীর্থ দর্শন ফল লাভ হইয়া থাকে।

হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইলা।
প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হইলা॥

(চৈতন্য চরিতামৃত ৩।৮)

পুরিতে অবস্থান কালে চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত যবন হরিদাসের মৃত্যু সময়ে তাঁহার অপরাপর ভক্তবৃন্দ হরিদাসের শরীর সমুদ্র বারিতে ধৌত করিতে লাগিল, তদ্দর্শনে চৈতন্যদেব তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে বলিতে লাগিলেন যে, ভগবদ্ভক্ত হরিদাসের শরীর সংস্পর্শদ্বারা সমুদ্র আজ তীর্থ হইল।

ঈদৃশ ব্রহ্মবিদগণের সহিত ব্রহ্মের কোনই ভেদ নাই। উভয়ে অভেদ—এক। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—

ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।

এবং ভক্তি সূত্র প্রণেতা পূজ্যপাদ শাণ্ডিল্য ঋষিও বলিয়াছেন "তস্মিন্ তজ্জনে ভেদাভাবাৎ"। ভক্ত এবং ভগবানে কোনই ভেদ নাই। উভয়ে এক—অভেদ। আর সাধকচূড়ামণি ন্যাভাজিও বলিয়াছেন—

ভক্ত ভক্তি ভগবন্ত চতুর নাম বপু এক।
তিনকো চরণ বন্দন করতো নাশে বিঘ্ন অনেক ॥
(ভক্তমাল)

জীবের কল্যাণার্থে শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন—

তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েৎ ভূতি কামঃ।
(মুণ্ডকোপনিষদ ৩।১।১০)

এবম্বিধ ব্রহ্মবিদগণ সর্ব্বদাই পূজার্হ। বিভূতিকামেপ্সুগণ বিবিধ প্রকার ঐশ্বর্য্যাদি প্রাপ্ত্যাশয়ে এবং আপনাদিগকে কৃতার্থমণ্য করণার্থ পাদপ্রক্ষালন, নমস্কার শুশ্রুষাদি দ্বারা ইহাঁদিগকে সতত পূজা করিবে, ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তীর্থ। ঈদৃশ তীর্থস্নানে জীব সদ্য মুক্ত হয়। ত্রিতাপ দূরে পলায়ন করে। সমল অমল হয়। অপ্রকাশ বা স্বল্পপ্রকাশ স্বপ্রকাশ হইয়া পড়ে। স্নানপূতেরই স্নানজনিত সুখানুভব হইয়া থাকে, অস্নাত মলিনের তাহা কদাপি সম্ভবে না। ঈদৃশ আত্মতীর্থ স্নান বহু বহু জন্মের সুকৃতি সঞ্চয়ের পরিচায়ক। সকলের অদৃষ্টে ইহা ঘটে না। তত্ত্বদর্শনেচ্ছু মুমুক্ষুর ঈদৃশ স্নানই একান্ত অভিপ্সীত হওয়া উচিত। এক্ষণে মানসতীর্থের বিষয় বলা যাউক।

(২) মানসতীর্থ।

তীর্থ পরং কিম্ স্বমনো বিশুদ্ধং।

বিশুদ্ধ (বিষয় শূন্য) মনই পবিত্র তীর্থ বলিয়া অভিহিত।

শিষ্য—প্রথমতঃ মন কি? কি উপায়ে তাহা বিশুদ্ধ হইতে পারে? তাহা সংক্ষেপে এবং সহজে আগে বুঝাইয়া দিন, তখন

মানসতীর্থ জিনিস্‌টা যে কি তাহা বুঝিবার অনেকটা সুবিধা হইবে।

গুরু—আচ্ছা, আগে তাহাই বলিতেছি শুন—

কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা
ধৃতিরধৃতি হ্রী র্ধী র্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এবেতি

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ ১।৬।৩)

কামঃ, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা (সংশয়), শ্রদ্ধা (আস্তিক্যবুদ্ধি), অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, (লজ্জা), ধী, ভী (ভয়) ইত্যাদি বৃত্তি সমষ্টির নামই মন। প্রকৃত পক্ষে প্রাণ, ইন্দ্রিয় মন ইহারা আত্মার কর্ম্মজ নাম, এক অপরিচ্ছিন্ন অখণ্ড সর্ব্বশক্তিমান সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের মায়া পরিছিন্ন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বিশেষ।* যেমন দ্রবত্ব হইতে সলিল ও স্পন্দতা হইতে বায়ু ভিন্ন নহে সেইরূপ মনও সংকল্প হইতে ভিন্ন নহে। সত্য হউক বা মিথ্যা হউক পদার্থরূপে প্রকাশিত হওয়াই মন। সংক্ষেপতঃ, স্পন্দন-শক্তি প্রাণবায়ুর, উহা জড় স্বরূপিণী, এবং চিচ্ছক্তি আত্মার উহা সর্ব্বত্রগামিনী ও সর্ব্বদা স্বচ্ছ, এই উভয়ের উভয় শক্তির সমাবেশেরই নাম মন।

শিষ্য—বৃত্তি কাহাকে বলে?

গুরু—বিষয় সংযোগাচ্চিত্তস্য যা পরিণতিঃ সা বৃত্তিঃ।

সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মান পদার্থের আলোক কোন বস্তু প্রকাশ-কালে তদ্বস্তুর আকার বিশিষ্ট হইয়া থাকে, নচেৎ তদ্বস্তু প্রকাশিত হয় না; চিত্তও সেইমত ইন্দ্রিয়াদির সহিত বাহ্য

* যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ সংজ্ঞানং * সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি। প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। (ঐতরেয়োপনিষদ)।

বিষয়ের সংযোগ হইলে তদাকারে আকারিত হয়—তদবিষয়াকারে পরিণত হয়। নচেৎ তদ্বিষয়ের জ্ঞান হয় না। সুতরাং চিত্তে সেই বাহ্য বিষয়ের প্রতিবিম্ব প্রতিফলন জন্য তাহাতে তৎকালে ছাপ বা দাগ লাগার মত হইয়া যায়, চিত্ত ফলিত সেই ছাপ বা সূক্ষ্ম সংস্কারকেই বৃত্তি কহে। স্ফটিক জবা সন্নিধানে থাকিলে জবার লৌহিত্যাদি গুণ স্বচ্ছ স্ফটিকে সংক্রামিত হয়, অয়স্কান্তমণিবৎ স্বচ্ছ চিত্তেও ঠিক তদ্বৎ বিষয় গুণাদি সংক্রামিত হইয়া থাকে, তবে উভয়ের পার্থক্য এই যে জবাপুষ্প স্ফটিক সমীপ হইতে অপসারিত করিলে স্ফটিকে আর সে লৌহিত্যাদি সংক্রামিত গুণের কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হয় না; কিন্তু চিত্ত হইতে বিষয় অপসারিত হইলেও চিত্তে সূক্ষ্মাকারে পূর্ব্বগৃহীত দাগ বা চিহ্ন রহিয়া যায়। ইহারই নাম সংস্কার বা বৃত্তি। এই বৃত্তি ত্রিবিধ যথা বেগ, স্থিতি স্থাপক এবং ভাবনা। কোন কারণ বশতঃ পৃথিব্যাদি মূর্ত্ত-পদার্থ-জনিত কর্ম্মোদ্ভূত সংস্কারের নাম বেগ। ভাবনা সংজ্ঞক সংস্কার আত্ম গুণোদ্ভূত আর শ্রুত ও অনুভূত বিষয়ের স্মৃতিজ্ঞান হেতু স্থিতিস্থাপক সংস্কারের উদ্ভব হয়।*

শিষ্য—বিষয় কাহাকে বলে? সবিশেষ বলুন।

গুরু—বিষয়ো হি ক্ষিত্যাদি পঞ্চ পৃথকত্বেন শব্দাদি গুণরূপঃ। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ গুণ ধর্ম্মই বিষয়। সুতরাং বিষয় বলিলে এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চকেই বুঝায়। টাকা, কড়ি, জমিদারি ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় এই বিশাল

* বৈশেষিক দর্শনের প্রশস্তদেবাচার্য্য প্রণীত "প্রশস্তপাদ ভাষ্য" দেখ।

জগৎ বিষয়েরই অন্তর্ভূত। ঈদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়াশক্তি পরিবর্জ্জিত ব্যক্তি প্রকৃত বিষয়ত্যাগী নহেন। তবে তিনি প্রবৃত্তির প্রান্তবিন্দু ত্যাগে নিবৃত্তিতে উপনীত হইবার আয়োজন অভ্যাস করিতেছেন মাত্র। তবে প্রকৃত বিষয়ত্যাগী কে? তাহা বলি শুন - এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আপেক্ষিক বা ব্যবহারিক সত্য। "জগৎ" এই শব্দই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। জগৎ শব্দ গম্ ধাতু কিপ্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ, সুতরাং বলিতে হইতেছে যে, যাহা গমনশীল, চলিষ্ণু, অনিত্য বা অসৎ তাহাই জগৎ শব্দের বাচ্য। অতএব এই জগৎ বা তস্থ পরিগমমাণ পদার্থ সমূহ অনিত্য বা অসৎ। কিন্তু সতের অবস্থান ব্যতীত অসৎ কদাপি অবস্থান করিতে পারে না। ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত কথা।* জল নামক পদার্থ আছে বলিয়াই তুমি যথা সময়ে ফেন বুদ বুদ ও তরঙ্গাদি প্রত্যক্ষ করিয়া থাক। মৃত্তিকার অবস্থান হেতু সরা, মালসা, হাঁড়ি ইত্যাদি বিবিধ মৃণ্ময় পদার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাক, সংক্ষেপতঃ অবিকাশ রহিয়াছে বলিয়াই পাঞ্চ ভৌতিক পদার্থ নিচয়ের উৎপত্ত্যাদি দেখিতেছ। কিন্তু ফেনাদি কি মালসাদি, ইহাদের মূল উপাদান স্বরূপ জল, মৃত্তিকা ও আকাশ জড় ও অনিত্য, কেননা ইহারা জগৎ পদের বাচ্য অর্থাৎ ইহাদিগকে লইয়াই জগৎ। এই সমুদায় নাম রূপাত্মক পদার্থের অতীত অসংস্পৃষ্ট

---

* All imperfect things must continually demonstrate the perfect for the reason that they do not exist by reason of their defects but through what of truth there is in them.

(A Scientific Journal).

অথচ ইহাদের অধিষ্ঠান, আধার বা অবকাশ স্বরূপে সূক্ষ্মরূপে ভাসমান অপর একটী পদার্থ নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনিই সৎ—তিনিই ব্রহ্ম। তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম সকলের আধার বলিয়া নিরাধার, অবধি বলিয়া কাষ্ঠা এবং স্বয়ং অনবকাশ হইয়াও সকলের অবকাশ এজন্য "অনাকাশ" এবং নিজেই নিজের আধার বা আশ্রয় এইজন্য "স্বধা" নামে * অভিহিত হইয়া থাকেন। এই অনাকাশ পদার্থই—নিত্য এবং সৎ। এই সতের অবস্থান হেতুই নামরূপাত্মক জগতের অস্তিত্ব—তাই শ্রুতি বলিতেছেন।

আকাশো হ বৈ নাম নামরূপয়ো নির্ব্বহিতা তে যদ্ অন্তরা তৎ ব্রহ্ম তৎ অমৃতং স আত্মা।

(ছান্দোগ্যোপনিষদ-৮।১৪।১)

এই সৎ পদার্থই বিজ্ঞেয়, ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম। বীজে বৃক্ষের প্রকাশ স্বতঃসিদ্ধ। সেই মত ব্রহ্মেও জগৎ বিকাশ অনাদি অধ্যাসসিদ্ধ। কারণ থাকিলেই কার্য্য অবশ্যম্ভাবী। রজ্জু থাকিলেই সংস্কার বা কল্পনাবশে সর্পাদি জ্ঞান সমুপস্থিত হইবেই হইবে, সেই মত বুদ্ধি পরিকল্পনা দ্বারা ব্রহ্মরূপ সদবয়বে কার্য্যজগৎরূপ বিকার সংস্থানাদির প্রতীতি হইয়া থাকে। ঈদৃশ বিকার সংস্থান প্রতীতি হেতু সতে কোন দোষ সংস্পর্শিত হয় না। কেন না বিকার জাত দ্রব্য মাত্রেই বাচারম্ভণ বা বাক্যের অবলম্বন মাত্র, সৎই একমাত্র সত্য

* আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস (ঋক্ বেদ) সভগবঃ কস্মিন প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি।

(ছান্দোগ্যোপনিষদ ২৪।১)

পদার্থ। বীজের অন্তর্নিহিত তরল পদার্থই কাল সহকারে বহু শাখা সমন্বিত প্রকাণ্ড বৃক্ষাকারে পরিণত হয়। বৃক্ষরূপ বিকার ব্যবহারিক সত্য। বৃক্ষ শুষ্ক হইলে পুনঃ বীজেই পরিণত হয়, অতএব বীজগত তরল পদার্থই সত্য, বৃক্ষ মিথ্যা, কেননা বৃক্ষ আদিতেও ছিল না এবং অন্তেও থাকে না। অতএব বলা যাইতে পারে যে জগৎ বিকারী এবং ব্যবহারিক বা আপেক্ষিক সত্য অর্থাৎ ব্যবহারকালে অন্যের অপেক্ষা হেতু সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। সেই অন্যই ব্রহ্ম। তিনিই অধিষ্ঠান। তিনিই পারমার্থিক সত্য। সেই সত্য স্বরূপ ব্রহ্মই মৃৎ সুবর্ণাদিতে ঘটরুচকাদি কল্পনাবৎ জগৎ কল্পনার অধিষ্ঠান বলিয়া উপাদান কারণ এবং মায়াবীবৎ জগতের নিয়ন্তৃত্ব হেতু নিমিত্ত কারণ। এবং অবনীতুল্য জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রামের লয় স্থানবৎ তিনিই পুনঃ সম্প্রসারিত জগতের উপসংহার কারণ। অতএব ব্রহ্ম এবম্বিধ প্রকারে পদ্ম-পত্রস্থ জলবৎ ব্যবহারতঃ জগতের সৃষ্টিস্থিতি এবং লয়ের কারণ হইতেছেন পরমার্থতঃ এক অজই সর্ব্বত্র বিরাজিত। ঈদৃশ জ্ঞানের স্থিতি হইলেই জীবেরচিত্ত বিষয়পরিশূন্য হয়, বৃত্তি বা সংস্কার নির্ধৌত হইয়া যায়। ভব-নিরোধ হয়—স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে—অপবর্গ হয়*। ইহারই নাম বিষয়ত্যাগ, আর ঈদৃশ স্থিতপ্রজ্ঞ-ব্যক্তিই প্রকৃত বিষয়ত্যাগী অন্যে নহে।

শিষ্য—আপনার সব কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না, আরও বিশদ করিয়া বলুন?

---

* তদভাবে সংযোগাভাবো প্রাদুর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ।
(বৈশেষিক দর্শন-৫।২।১৮)

গুরু—আচ্ছা, তোমার প্রতীতির দাঢ্যতার জন্য প্রকারান্তরে বলিতেছি শুন—

তমেব ভান্তমনু ভাতি সর্ব্বং তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

(মুণ্ডকোপনিষদ ২।১০)

হে বিভো, আপনি স্বপ্রকাশ, আপনার প্রকাশ বা জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া এই নিখিল জগৎ (অনুভাতি) পশ্চাৎ ভাসমান হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট উপপন্ন হইতেছে যে "চৈতন্য পূর্ব্বক মেব জড়ং ভাসতে" অর্থাৎ আগে চৈতন্য—চেতন। পশ্চাৎ জড়—জগৎ। চেতন সত্বায় জড়ের প্রতীতি।

অতএব চেতন বা অধিষ্ঠান সত্বা নির্নিমিত্তক এবং অনপেক্ষিক। আর জড় নৈমিত্তিক এবং সাপেক্ষিক। অনপেক্ষিক ব্যাপক, আপেক্ষিক ব্যাপ্য, ঈদৃশ চৈতন্য যথন সর্ব্বব্যাপক, তখন পদার্থাদির জড়ত্ব বোধ স্বাজ্ঞান বিজৃম্ভিত পুত্রমিত্রাদি পরিকল্পনা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? পরমার্থতঃ জড় বলিয়া পদার্থ নাই। সর্ব্বত্র এক চৈতন্যই বিরাজিত। তাবৎ জড়বর্গ উপেক্ষিত হইয়া বিশ্বের বাস্তবরূপ এই চৈতন্যজ্ঞান বহু পুণ্যফলে এবং অশেষ অনুষ্ঠান বলে গুরুকরুণাবশাৎ যথন কোন পুরুষে নিশ্বাসাদিবৎ প্রতিষ্ঠাপিত হয়, তখন তাহার বোধ হইতে থাকে যে, এই শরীর এবং নামরূপধারী তাবৎ বিশ্ব আমার বহির্ভাগে, আমি উহা নহি। তাহারা বিষয়, আমি বিষয়ী। তাহারা কর্ম্ম, আমি কর্ত্তা। তাহারা জ্ঞাত, আমি জ্ঞাতা। তাহারা তুমি, আমি আমি। আমি, আমি ভিন্ন তাবৎ নামরূপধারী বিশ্বকে জানিতে পারে। কিন্তু আমি

আমিকে জানিবে কিরূপে? সূর্য্য যেরূপ স্বীয় কিরণ দ্বারাই প্রকাশমান, তাহার অস্তীত্ব উপলব্ধির জন্য যেমন বাহ্য কিরণের আবশ্যক নাই, সেইমত আমিও আমি দ্বারা প্রকাশমান। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—

সলিল একোদ্রষ্টাঽদ্বৈতো ভবত্যেষ
ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি।

( বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৪।৪।৩২ )

ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য রাজা জনককে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন, হে রাজন, সমুদ্র মধ্যে স্থাপিত জলপূর্ণ কুম্ভবৎ স্বপ্রকাশ, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরসে নিমগ্ন পুরুষ অন্তর্বাহ্য চতুর্দ্দিক স্বচ্ছীভূত সলিলবৎ কেবল সেই একরস পদার্থদ্বারা পরিপূর্ণ সন্দর্শন করিয়া অপার আনন্দানুভব করিয়া থাকেন। রাজন্, ইহারই নাম ব্রহ্মলোক। এই ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি।

সাধক কবির দাসও বলিয়াছেন—

হরি আধার, যৈসে মিনহি নীরা।

মৎস্য যেমন সর্ব্বত্রই তাহার জীবনাধার জলকে দেখিয়া তৃপ্ত থাকে, সেইমত আমিও সর্ব্বত্রই সেই হরিকেই আধাররূপে দেখিয়া অপার আনন্দানুভব করিতেছি। ঈদৃশ পুরুষ ভিন্ন অন্যের বিষয়ত্যাগ পূর্ণভাবে অসম্ভব। ঈদৃশ ব্রহ্মবিদই প্রকৃত বিষয়ত্যাগী। তাই ভারতী তীর্থ মুনি বলিয়াছেন যে আত্মা যদি মনুষ্যের নিকট * পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইত, তবে

---

* অভানে ন পরং প্রেম ভানে ন বিষয়স্পৃহা।
অতো ভানেঽপ্য ভাতাসৌ পরমানন্দাত্মনঃ॥

( পঞ্চদশী )

তাহার বিষয়স্পৃহারূপ প্রতিবন্ধক থাকিত না। কোহিনুর হস্তে পাইলে কে অন্য ধনের প্রয়াসী হয়? মনুষ্যের নিকট আত্মা প্রকাশ পাইলে মনুষ্য তাহারই আনন্দে ভোর হইয়া থাকিত। বিষয় স্পৃহা তাহার আদৌ থাকিত না। কিন্তু মনুষ্য দুই নৌকায় পা দিয়া রহিয়াছে। আত্মা তাহার পরম প্রেমাস্পদ, অথচ তাহার বিষয় স্পৃহা ভোরপুর। সুতরাং বলিতে হইতেছে যে আত্মা মনুষ্যের নিকট প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশিত হইতেছেন না। তাই মনুষ্যের বিষয়ত্যাগও হইতেছে না এবং ব্রহ্মবিদও হইতে পারিতেছে না। বিষয়ত্যাগী ব্যক্তির মনই বিশুদ্ধ এবং এতাদৃত বিশুদ্ধ মনই যথার্থ তীর্থ, তাই শাস্ত্রে ইহাকে মানসতীর্থ বলিয়াছেন। যিনি এই মানসতীর্থে ব্রহ্মজ্ঞান সলিলদ্বারা স্নান করেন, তাঁহার স্নানই স্নান। তত্ত্বদর্শীগণের ঈদৃশ স্নানই অভিমত, তাই মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

অদ্ভি গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।

(মনুস্মৃতি ৫।১০৯)

(অদ্ভি) জলদ্বারা শরীরমল দূর করিবে এবং (সত্যেন) ব্রহ্মজ্ঞানরূপ সলিলদ্বারা মনের মালিন্য অপনীত করিবে। কারণ সামান্য জলের দ্বারা সে ময়লা যাইবার নহে। বলা বাহুল্য যে ঈদৃশ বিষয়ত্যাগ সহস্রের মধ্যে একজনের অদৃষ্টে ঘটে কি না সন্দেহ! ইহা বহু পুণ্য এবং অশেষ অনুষ্ঠানের পরিচায়ক। চিত্ত এই বিষয় ব্যাধিতে সদাই বিকারগ্রস্ত। অগ্রে সেই ব্যাধির সুচিকিৎসার নিতান্ত প্রয়োজন, কেননা চিত্তচিকিৎসা ব্যতীত ভবরোগ—বিষয়স্পৃহা দূর হইবার উপায়ান্তর নাই। এক্ষণে সেই চিত্ত চিকিৎসার প্রক্রম বলিব।

অনুষ্ঠানরূপ ঔষধের কথা কেবল শুনিলে কোন কালেও ফলো-দয় হইবে না। ঔষধ উদরস্থ করা চাই, তবে ত শরীরাদিতে তাহার ক্রিয়ার স্ফুরণ হইবে। রোগ উপশম হইবে।

শিষ্য—আচ্ছা, ব্রহ্মই যদি জগতের একমাত্র প্রকৃত পদার্থ হন, তবে লোকে জগতকে ব্রহ্মময় না দেখিয়া কেন গো, মেষ, মহিষ, মনুষ্য, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি বিবিধ পদার্থময় দেখে? সংক্ষেপতঃ এক না দেখিয়া বহুদর্শন হয় কেন? ইহার কারণ কি? অগ্রে এইটীর মীমাংসা করিয়া পশ্চাৎ চিত্ত-চিকিৎসার কথা বলিবেন।

গুরু—ভাল, তাহাই বলিতেছি শুন, পুজ্যপাদ মহর্ষি কপিল শিষ্য মহাত্মা পঞ্চশিখাচার্য্য এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া বলি-তেছেন—

একমেব দর্শনং খ্যাতিরেব দর্শনং।

(পঞ্চশিখ)

কিহেতু এক দর্শন অর্থাৎ ব্রহ্মময় দর্শন, কিরূপে গো, মনুষ্য, কীট, পতঙ্গাদি নানা খ্যাতি (সংজ্ঞা) দর্শন হইল? ইহার কারণ কি?

মহর্ষি ব্যাসদেব তন্নির্ণয়ার্থে যোগসূত্র ভাষ্যে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহাই নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে। চিত্ত অয়স্কান্তমণিতুল্য এবং চৈতন্যময় পুরুষের দৃশ্যরূপে অভি-ব্যক্ত। যেমন অয়স্কান্তমণি লৌহ সন্নিধিমাত্রে লৌহকে সঞ্চা-লন করিয়া সঞ্চালনরূপ উপকার করে, সেইমত বুদ্ধিযন্ত্র (চিত্ত) চৈতন্যময় পুরুষ সন্নিধানে থাকিয়া তাহাকে খ্যাতি (সংজ্ঞা) লাভে উপকার করিয়া স্বামী স্বরূপ চৈতন্যময়

পুরুষের আত্মীয় হইয়া থাকে। এই প্রকার দর্শিত বিষয় হেতু (দর্শিত বিষয়ত্বাৎ) চৈতন্যময় পুরুষের চিত্তবৃত্তি বোধে—বিষয়গ্রহণে চিত্তের সহিত অনাদি দৃশ্যত্ব সংঘটিত হইয়াছে। তাই চিত্ত চিতিশক্তিকে বা চৈতন্যময় পুরুষকে এই প্রকারে সমস্ত বিষয়—জগৎ দর্শিত করান, সুতরাং উভয়ের একত্রাবস্থান হেতু পরস্পরের গুণ পরস্পরে আরোপিত হওয়ায় চিতিশক্তিময়পুরুষ সুখ দুঃখাদিযুক্ত হইয়া আপনাকে সুখী দুঃখী ইত্যাদি জ্ঞান করে। দর্পণের মলিনত্ব মুখাভাসে (প্রতিবিম্বে) লাগিয়া প্রকৃত মুখকে মলিনবৎ দেখাইলে দ্রষ্টা যেমন অজ্ঞানতাবশতঃ স্বীয় মুখ মলিন বোধে দুঃখাদি অনুভব করিয়া থাকে, পুরুষও সেইমত চিত্তের মলিনত্ব—জাগতিক বিষয়—বৃত্ত্যাদি আপনাতে অধ্যাসিত হইলে তাহা সত্য ভাবিয়া আপনাকে মলিনবৎ বিবেচনা করে। গো, মেষ, মহিষ, মনুষ্যাদি নানা দেখিতে থাকে। অভেদে ভেদ দর্শন হয়। ইহাই, এই প্রকৃতি অবিবেকই পুরুষের সংসারের কারণ। পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর হেতু, কিন্তু আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত তাবৎ উপাধি বা শরীর, প্রকৃতিতাবন্মাত্রত্ব বিধায় এক বুঝিলে ভেদে অভেদ দর্শন হয়। বিস্তার ব্রহ্মসত্বার বা এক বস্তুরই দর্শন হইয়া থাকে। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে চিত্ত সম্পর্ক হেতু অর্থাৎ চিত্তের গুণাদি চৈতন্যময়পুরুষে আরোপিত হওয়ায় পুরুষের সংসারিত্ব, দুঃখিত্বাদি গুণধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাই পুরুষসিংহ অবরবৎ—এড়কবৎ আপনাকে ৩½ হস্ত* পরিমিত মানিয়া তদ্বৎ এবং

---

* বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রোহপ্যবরোহপি দৃষ্টঃ।
(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ৫।৮)

তদতিরিক্ত উপাধি সমূহ সন্দর্শন করিয়া মুহ্যমান হয়। ইহা-দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে চিত্তের রোগ পুরুষে সংক্রামিত হইয়া নিরোগীপুরুষ গ্রস্তরোগবৎ প্রতীত হয় এবং কামলরোগগ্রস্ত পুরুষের ন্যায় একে আর দেখে। অতএব অগ্রে চিত্ত-চিকিৎসার প্রয়োজন। চিত্তের ব্যাধি কি? অনাদি অজ্ঞান। ব্যাধির হেতু বিষয় বা দৃশ্য গ্রহণ—অভেদে ভেদ দর্শন। দর্শন ফল—বৃত্তি সংগ্রহ—সংস্কার আহরণ—সংক্ষেপতঃ পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ। ইহাই ব্যাধি ও তদ্ধেতুর নিদান, ব্যাধির ঔষধ—তদ্ধেতু নিবারণ। হেতু—বিষয় বা দৃশ্য। বিষয়ের বা দৃশ্যের অলীকত্ব প্রতীয়মান দৃঢ়ীকরণ, ব্রহ্মাতিরিক্ত গ্রাহ্যাভাব সংস্থাপন—সংক্ষেপতঃ অমনীভাব করণ*। ঔষধের অনুপান—অভ্যাস এবং বৈরাগ্য। যোগ্যভিষকের নির্দেশানুসারে ঈদৃশ অনুপান সহযোগে ঔষধ সেবন করিলে চিত্ত নিশ্চয়ই ব্যাধি-বিনির্মুক্ত হইবে। বিষয়স্পৃহা দূরে পলায়ন করিবে। ব্যাধি বা বৃত্তিনাশ হেতু চিত্ত স্ব সত্ত্বামাত্রে উপশমিত হইবে। ইহাই আরোগ্য। পুরুষ মেঘবিনির্মুক্ত আদিত্যবৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িবেন। তাই ভিষক বরিষ্ঠ পূজ্যপাদ মহর্ষি পতঞ্জলি প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের কথা না বলিয়া ভঙ্গীক্রমে বলিয়াছেন যে চিত্তের বা মনের বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলেই—দ্রষ্টাপুরুষ আপন স্বরূপে অবস্থান করেন। যথা—

---

* আত্ম সত্যানুবোধেন ন সংকল্পয়তে যদা।
অমনোস্তাং তদাযাতি গ্রাহ্যাভাবে তদগ্রহণম্ ॥

(মাণ্ডুক্য কারিকা ৩।৩২)

এবং ভগবদ্গীতা ৬।২৪ দেখ।

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্।

(পাতঞ্জল দর্শন ১।৩)

ইহারই নাম ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার। ইহাকেই "তত্ত্বদর্শন" বলে। বলা বাহুল্য যে প্রোক্তপ্রকার অমনীভাব উপস্থিত না হইলে কোন কালেও চিত্তের ব্যাধি প্রশমিত হইবে না সুতরাং শান্তি হয় না। মিত্রই বল, আর বন্ধুই বল, চিত্তকে বিষয়যক্ষের আক্রমণ হইতে মুক্ত করা ব্রহ্মবিদ গুরু ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য নাই।

সত্যং তীর্থং ক্ষমাতীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূত দয়া তীর্থং সর্ব্বত্রার্জ্জব মেব চ॥
দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থমুচ্যতে।
ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা॥
জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং পুণ্যং তীর্থ মুদাহৃতং।
তীর্থানামপি তত্তীর্থং বিশুদ্ধির্ম্মনসঃ পরা॥
এতত্তে কথিতং দেবি মানসং তীর্থ লক্ষণং॥

(অগস্ত্যস্মৃতি)

সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সর্ব্বভূতে দয়া, সর্ব্বত্র সরল ব্যবহার, দান, দম, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, প্রিয়ভাষণ, জ্ঞান, ধৃতি, পুণ্য এই সমুদায়ই মানস তীর্থের লক্ষণ।

ইন্দ্রিয়াণি বশে কৃত্বা যত্র তত্র বসেন্নরঃ।
তত্র তস্য কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগং পুষ্করং তথা॥

(পাদ্মে)

পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া (ছেদন ভেদনাদি দ্বারা

নহে—অনুষ্ঠান দ্বারা ) মনুষ্য যেখানেই বাস করুক সেই স্থানই তাহার পক্ষে প্রয়াগ, সেই পুষ্কর, সেই কুরুক্ষেত্র। ইন্দ্রিয় নিগ্রহই পরম তীর্থ।

ইদং তীর্থং ইদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনা।
আত্ম তীর্থং ন জানন্তি কথং প্রীতির্বরাননে॥

( মহানির্ব্বাণ তন্ত্র )

হে বরাননে, অমুক তীর্থের জল অতি পবিত্রকারী, অমুক তীর্থ দর্শনে মোক্ষ লাভ হয় ইত্যাদি বিবিধ প্রকার মিথ্যা ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অজ্ঞানি ব্যক্তিগণ নানাস্থান পর্য্যটন দ্বারা বৃথা ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। তাহারা জানেনা যে এই মানস-তীর্থই প্রীতি বা সিদ্ধি লাভের একমাত্র উপায়।

অগাধে বিপুলে শুদ্ধে সত্য তীর্থে শুচিহ্রদে।
স্নাতব্যং মনসাযুক্তৈঃ স্নানং তৎপরমং স্মৃতং॥

সুগভীর পরম পবিত্র শুচি হ্রদরূপ সত্যতীর্থে সমাহিতচিত্তে অবগাহন করার নামই উৎকৃষ্ট স্নান।

প্রভুকে সিমরণ্ তীর্থ ইস্নানী।
প্রভুকে সিমরণ্ দর্গা মানী॥

( নানক )

নানক বলিতেছেন—বিশুদ্ধ মনে প্রভুর ( ব্রহ্মের ) স্মরণ করাই তীর্থ স্নান।

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

নানা তীর্থ পর্য্যটনে শ্রমমাত্র পথ হেঁটে।
পাবে ঘরে বসে চারিফল বুঝনারে তুঃখচেটে॥

(৩) স্থাবর, ভৌম বা পার্থিব তীর্থ।

মৃত্তিকা ও সলিলের তেজ এবং মননশীল তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণের বা মহাপুরুষগণের* অবস্থান দ্বারা ভূগোলের স্থান বিশেষ পূত এবং পুণ্যদ হইয়া থাকে। সেই সকল স্থানই শাস্ত্রে তীর্থ বলিয়া অভিহিত। যেমন কাশি, দ্বারকাদি। ইহাকেই ভৌম বা পার্থিব তীর্থ কহে। সিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষদিগের সাক্ষাৎকার ও তাঁহাদের সঙ্গ এবং পৃথিবী ও সলিল সমূহের তেজ, ইত্যাদি দ্বারা আপুরিত হইয়া পার্থিব তীর্থ সেবী মানব অতীব পূত হয়, এবং যথেষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকে। যাহা পরিণামে মানসতীর্থে যাইবার সম্বল স্বরূপ হয়। যেমন বলহীন ক্রিয়া এবং ক্রিয়াহীন বল ইহলোকে কার্য্যসাধন করিতে সমর্থ হয় না। এতদুভয় তীর্থ সম্বন্ধেও সেইমত জানিবে। তত্ত্ববিদ মহাপুরুষদিগের অবস্থান এবং সলিলাদির তেজ হেতুই পার্থিব তীর্থের তীর্থত্ব। স্থান বিশেষের মাহাত্ম্য এবং বিশেষত্ব, নচেৎ তাহা ভূগোলস্থ অপর স্থানাদির সহিত অবিশেষ—এক।

শিষ্য—আচ্ছা, তীর্থ সলিলের পাপনাশকত্ব এবং দুঃখতারকত্বের কথা ত কিছু বলিলেন না?

গুরু—সকল জলের কারণ এক সমুদ্র হইলেও সংক্ষেপতঃ সকল জল সমান হইলেও আধার বা উপাধি উপাদানের তারতম্যানুসারে প্রত্যেক জলাশয়ের জলের গুণবৈষম্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাই গঙ্গাজল স্বীয় স্বাভাবিক তেজে অন্যান্য জলাপেক্ষা উত্তম। অনেক দিন ধরিয়া গঙ্গাজল কোন পাত্রে

* মহাপুরুষ কাহাকে বলে?—বৈদিক জ্ঞান কর্ম্মাধিকারিষু পুরুষেষু মধ্যে যোগিনঃ পরমহংস্যাত্যুত্তমত্বান্মহাপুরুষত্বং।

রাখিয়া দিলেও অন্যান্য জলের ন্যায় সহসা তাহাতে ক্রিমি, কীটাদি উৎপন্ন হয় না। যেহেতু ইহা স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ। তীর্থ আবাহনের মন্ত্রটীর দিকে একবার লক্ষ্য করিলে একথার তাৎপর্য্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবে। গঙ্গা ভিন্ন অবশিষ্ট নদী ছয়টীর মধ্যে যাহার জল যেমন উৎকৃষ্ট তাহার নাম ক্রম-পর্য্যায়ে মন্ত্র মধ্যে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে এই সকল নদীও তৎ তৎ প্রদেশবাসী কর্ত্তৃক গঙ্গা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং গঙ্গাও অনেক—একটী নহে। সলিলের তেজ এবং বিশুদ্ধত্বাদি গুণে যে পর্য্যন্ত তাহার উপকার, তাহা ভিন্ন অন্য কোন ফল নাই। এইজন্য মহর্ষি মনু স্নান বিধান সময়ে বলিয়াছেন "স্নাত্বা পুণ্যে জলাশয়ে" অর্থাৎ যে সকল জলাশয়ের জল স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ তাহাতেই স্নান করিবে। মহাত্মা ধন্বন্তরি জলপানের বিধান সময়ে বলিয়াছেন "শশি সূর্য্য কিরণানিলৈরজুষ্ট" অর্থাৎ যে জলে চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ পতিত হয় না এবং যাহাতে অবাধ বায়ুপ্রবাহ সংস্পর্শীত হয় না তাহা অপেয়। ধরিতে গেলে রক্ষিত পাইপের জলও প্রকারান্তরে অপেয় হইয়া পড়িতেছে। অতএব ইহা স্বীকার্য্য যে সলিলাদির তেজ এবং বিশুদ্ধত্বাদি গুণের বৈষম্য হেতু স্থূল-দেহের স্বাস্থ্যাদির পার্থক্য হইয়া থাকে মাত্র। স্থূলদেহে ধাতু-বৈষম্য না ঘটিলে, দেহ প্রকৃতিস্থ থাকিলে, সূক্ষ্মের কার্য্য-ধ্যান-ধারণাদির অনেকটা সুবিধা বা সহায় হয়। সলিল ও মৃত্তিকার তেজ অংশে এইটুকু মাত্র উপকার। নচেৎ জলে কখন পাপ-নাশ বা দুঃখমোচন কি মুক্তিদান করিতে পারে না। জল-স্থলাদিনাং তৎ সামর্থ্যাভাবাৎ। তাই লোক মধ্যেও প্রবাদ

আছে যে "নাহিলেই যদি হয় ধর্ম্ম, তবে পানকৌরির কিবা কর্ম্ম"। এবং তুলসীদাসও বলিয়াছেন "নিত্ নাহিলে হরি মিলে তো জলজন্তু হুই"। আর যে কাশীখণ্ডে কাশীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে সেই কাশীখণ্ডই ভৌম তীর্থ কাশীর তীর্থত্বের কি কি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন দেখ, সব সন্দেহ অপনোদিত হইবে যথা—

প্রভাবাদদ্ভুতাৎ ভূমে সলিলস্যৈব্য চ তেজসা।
প্রতিগ্রহাৎ মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা॥
( স্কন্দপুরাণ কাশীখণ্ড )

মৃত্তিকার প্রভাব, জলের তেজ এবং মননশীল তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণের অবস্থান এই ত্রিবিধ কারণে ভৌম তীর্থ সকলের পবিত্রতা। পাপনাশকত্ব, দুঃখতারকত্ব বা মুক্তিদাতৃত্ব প্রভৃতি একটী গুণেরও উল্লেখ ইহাতে নাই। না থাকিবারই কথা। কারণ যাহা মূল বৃক্ষে (বেদাদিতে) নাই, তাহা শাখাপ্রশাখাদিতে প্রস্ফুরিত হইতে পারে না, হইলেও সে শাখাপ্রশাখাকে মূল বৃক্ষের না বলিয়া বৃক্ষান্তরের (কলমের) বলাই সঙ্গত। আর এ সম্বন্ধে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের সহিত জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের যে কথোপকথন হইয়াছিল তোমার বোধ সৌকার্য্যার্থে এস্থলে তাহারই সংক্ষেপ মর্ম্ম উদ্ধৃত করা যাইতেছে—জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্নানান্তে জাহ্নবী তীরে উপবিষ্ট হইয়া শিবলিঙ্গ পূজা করিতেছেন, ইত্যবসরে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ভগবান শঙ্করাচার্য্য স্নানার্থে তথায় উপনীত হইলেন। স্নানাদি সমাধান্যন্তে তিনি যেমন গমনোদ্যত হইবেন, অমনি একটা কুকুর তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু শঙ্কর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না

করিয়া গমনোদ্যত হইলেন, তদ্দর্শনে সেই পূজা নিরত ব্রাহ্মণ উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিলেন "রে বালক তুই কি ব্রাহ্মণ কুমার ?"

শঙ্কর—আজ্ঞে হাঁ মহাশয়।

ব্রাহ্মণ—কুকুর অস্পৃশ্যজাতি, তুমি ব্রাহ্মণ কুমার, তাহাতে আবার স্নানপূত এতাদৃশ অবস্থায় কি জন্য কুকুর স্পর্শ জনিত পাপ (অশৌচ) পুনঃ স্নান দ্বারা ক্ষালিত না করিয়া চলিয়া যাইতেছ? যদি তোমার ব্রাহ্মণ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাও, তবে ত্বরায় দ্বিতীয় বার স্নান দ্বারা পবিত্র হও।

শঙ্কর—মহাশয়, জন্ম-জনিত ব্রাহ্মণত্ব যদি সামান্য একটা কুকুর সংস্পর্শ-জনিত দোষে এককালে বিনষ্ট বা অন্তর্হিত হয়, আর স্নানান্তে যদি তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যদি সলিলের এতাদৃশ পাপ বিনাশক কোন ক্ষমতা থাকে, তবে অস্পৃশ্য দোষে দূষিত এই কুকুরটাকে গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া ইহার অস্পৃশ্য দোষটা আগে বিমোচন করা যাউক।

ব্রাহ্মণ—রে নির্ব্বোধ, জন্মজনিত অস্পৃশ্যতা কি কখন সামান্য স্নান দ্বারা বিনষ্ট হয় ?

শঙ্কর—মহাশয়, তবে আমারও জন্মজনিত ব্রাহ্মণত্ব সামান্য একটা কুকুর সংস্পর্শে কিরূপে বিনষ্ট হইবে ? বলা বাহুল্য যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বহুদিনের প্রবৃদ্ধ অজ্ঞানসংস্কার আজ আচার্য্যের করুণাবলে ঝটিতি ছিন্নমূল হইয়াগেল। কু—সুতে পরিণত হইল। বৃদ্ধ শঙ্করকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। জঙ্গমতীর্থের মাহাত্ম্য বুঝ! মহাপুরুষের দর্শন ফলের প্রভাব দেখ!

গঙ্গাতোয়েন কৃতস্নানেন মৃদ্ভারৈশ্চ নগোপমৈ।
আমৃত্যু স্নাতকশ্চৈব ভাব দুষ্টো ন শুদ্ধতিঃ।

যে ব্যক্তি রাগাদি চিত্তমল নাশদ্বারা বিশুদ্ধ ভাবগ্রহণ করিতে না পারিয়াছে, যাহার মনোমালিন্য দূর না হইয়াছে; তাহার পক্ষে আজন্ম গঙ্গাস্নান ও সর্ব্বাঙ্গে স্তূপাকারে গঙ্গা-মৃত্তিকা লেপন কোন কার্য্যেরই হয় না।

ঋগাদি বেদের অনেক স্থলেই সরস্বতী, গৌরি, দৃষদ্বতী, সরযু, আপয়া, কুভা, সিন্ধু, ভাগিরথী প্রভৃতি নদ্যাদির নামোল্লেখ আছে। আর্য্যেরা সেই সকল নদ্যাদির উপকারিত্বে মোহিত হইয়া তাহাদের স্তবাদি করিয়াছিলেন; কিন্তু স্তবের এক স্থলেও নদ্যাদির পাপনাশকত্ব কিম্বা মুক্তি দাতৃত্বের বিষয় উল্লেখ করেন নাই। নিম্নে ঋকবেদ হইতে কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যথা—

গিরিণাং তবি চেভিরুর্ম্মিভিঃ।
পারাবত স্নীমবসে সুবৃত্তিভিঃ
সরস্বতী মা বিবাসেন ধীতিভিঃ।

(ঋকবেদ ৬।৬১।২)

সরস্বতী বিসথার ন্যায় নিজ বলে এবং মহান তরঙ্গাঘাতে গিরি সমূহের সানু সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন। আমরা রক্ষা পাইবার জন্য ইহাঁর স্তুতি করিতেছি এবং অতি দূরদেশে বিদ্যমানা পারাবারঘাতিনী সরস্বতীর আমরা কর্ম্মদ্বারা সেবা করিতেছি।

সরস্বত্যভি নোনেষি বস্যো মাপস্ফরীঃ। পয়সা মা ন আধক্। জুষস্বনঃ সখ্যা বেশ্যা চ মা ত্বৎ ক্ষেত্রাণ্যরণ্যানি গাব।

(ঋকবেদ ৬।৬১।৩৪)

হে সরস্বতে, আমাদিগকে প্রশস্ত ধনে লইয়া যাও। আমরা যেন হীন না হই। তুমি অধিক জলদ্বারা আমাদিগকে উৎপীড়িত করিও না। তুমি আমাদের সখা, বাসযোগ্যা হও। তোমার উপকূলসহ ক্ষেত্র হইতে আমরা যেন নিকৃষ্ট স্থানে না যাই।

ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট অনুমেয় হইতেছে যে নদ্যাদির স্তবে পাপনাশকত্ব কিম্বা মুক্তিদাতৃত্বাদি গুণের আরোপ পরে সংযোজিত হইয়াছে। কিন্তু জলের সে গুণ নাই তাহা আর্য্যেরা বেশ জানিতেন। লোকে বলিয়া থাকে "মন চাঙ্গা ত কাটমে গঙ্গা"। কবিরদাসও বলিয়াছেন।

গয়া বেনারস দ্বারকা মাংকে গেয়ো সো ক্যা ভেয়ো। টাটী না খুলি কপটকী তীরথ গেয়ো সো ক্যা ভেয়ো।

(কবির)

হৃদয়ের কপটতারূপ টাটী বা আবরণ না খুলিয়া অর্থাৎ মনোমালিন্য দূর না করিয়া কেবল ভিক্ষাবৃত্তি কি অন্য ভাবে দেশদেশান্তর ভ্রমণ করিয়া তীর্থাদি দর্শন করিলে কি হইবে? কেবল ভ্রমণ ক্লেশই সার হইবে। তাই রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

তীর্থ গমন মিছা ভ্রমণ মন উচ্চাটন করনারে।
ওমন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈশে শীতল হবি অন্তপুরে।

যতদিন জীব অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, যতদিন তৃতীয় কক্ষার অধিকার সম্পন্ন অধমাধিকারী থাকে, ততদিনই অমুক নদী পবিত্রকারী, অমুক তীর্থ পুণ্যদা ইত্যাদি বোধে তদ্দর্শন

এবং সংস্পর্শনাদি জন্য দৌড়াদৌড়ি করিয়া থাকে। এদিকে যে ভগবদ্‌তত্ত্ববিদ্‌ মহাপুরুষের প্রতিগ্রহ প্রভাবে সেই ভৌম তীর্থের তীর্থত্ব, মাহাত্ম্য এবং বিশেষত্ব হইয়াছে, তিনি হয় ত উপেক্ষিত হইলেন, কেহ তাঁহাকে দর্শন করিল, কেহ করিল না, কেহ বা অদূরে থাকিয়া তাঁহার নামে একবার মাথাটা অর্দ্ধ নমিত করিল মাত্র। বলা বাহুল্য যে নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে অসভ্যতা প্রকাশ পাওয়ায় এবং বিশেষ অসুবিধা হওয়ায় অষ্টাঙ্গ প্রণাম স্থানে "অষ্টাঙ্গং প্রণমেদ্ধিয়া" গোচের অনুকল্পে এই নাম মাত্র প্রণামই অনুমোদিত। শিক্ষার এমনি প্রভাব যে সেই নামমাত্র প্রণাম ও স্থানে স্থানে লুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে। যত অর্দ্ধ সভ্য অশিক্ষিতদের মধ্যেই অষ্টাঙ্গ প্রণামের ব্যবস্থা। দ্বারকা দর্শন করিয়াছি, প্রয়াগ সঙ্গমে অবগাহন করিয়াছি, সব পাপতাপ প্রক্ষালিত হইয়া গিয়াছে। তীর্থের চরম ফল লাভ করিয়াছি। আর বাকি কি? "প্রয়াগে মুড়াইয়া মাথা মরগা পাপী যথা তথা" ইত্যাদি বৃথাভিমানে গর্ব্বিত হইয়া লোক সকল অধঃপতিত হয় মাত্র। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে জঙ্গম এবং মানস তীর্থই প্রকৃত মুখ্য তীর্থ, এবং পার্থিব বা ভৌম তীর্থ গৌণ। মুখ্যের কিঞ্চিৎ সহায়ক বা উত্তেজক মাত্র। সমাজ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে, সত্য হইতে দূরে অপসৃত হইয়া পড়িলে, মুখ্যার্থ হৃদগত করা দুরূহ বোধে, গৌণ ব্যপদেশে মুখ্যার্থ অবগতির বিধি ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে, তাই গৌণের জন্ম বা আবির্ভাব। গৌণ গুণ হইতে আগত সুতরাং সংস্কার মুখীন এবং মুখ্য পারমার্থিক। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিবে।

শিষ্য—আচ্ছা, কাশী শিবের ত্রিশূলের উপর, কাশীতে মরিলে জীব শিব হয় এবং "অন্য ক্ষেত্রে কৃতং পাপং কাশী ক্ষেত্রে বিনশ্যতি" ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ কি?

গুরু—সবিশেষ বলিতেছি শুন—শব্দের অর্থ মুখ্য এবং গৌণ ভেদে দ্বিবিধ। মুখ্য—মুখ শব্দের উত্তর যৎ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। মুখমিব মুখ্যঃ। অতএব মুখ্যার্থ বলিলে শ্রেষ্ঠ বা প্রধান অর্থ বুঝিতে হইবে। এবং গৌণ শব্দ গুণ শব্দের উত্তর অন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা গুণ (সত্ব, রজ এবং তম বা সংসার) হইতে আগত বা যাহা গুণকে অধিকার করিয়া প্রবৃত্ত তাহা গৌণ বা অপ্রধান। অতএব গৌণার্থ বলিলে অপ্রধান বা সংসারমুখীন অর্থ বুঝিতে হইবে। যে অর্থ দ্বারা পরমার্থ সিদ্ধি হয় না বরং সংসার প্রতিপত্তি হয় তাহার অপ্রধান বা গৌণ আখ্যাই সঙ্গত। অতএব পরমার্থকামী ধীমদ্‌গণ সদা শব্দের মুখ্যার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। ভাল, এক্ষণে ত্রিশূল, কাশী, শিব ইত্যাদি শব্দের মুখ্যার্থ কি দেখা যাউক। সব সংশয় অপনোদিত হইয়া যাইবে। প্রথমতঃ ত্রিশূল শব্দে ত্রি (তিন) + শূল (ব্যাধি বিশেষ) আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ ব্যাধি বা তাপকে বুঝায়। কাশী শব্দ কাশ্ ধাতু ইন্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা প্রকাশশীল তাহা জ্ঞান অতএব কাশী শব্দে জ্ঞানকে বুঝায়। যথা—

কর্ম্মণাং কর্ষণাৎ সা বৈ কাশীতি পরিকথ্যতে।

(শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিতা ৪৬)

কাশী বা জ্ঞান দ্বারা জীবগণ শুভাশুভ কর্ম্ম সমুদায় ভস্ম করিয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হয় এই হেতু জ্ঞানের অপর নাম কাশী। বলা বাহুল্য যে কর্ম্ম সকল পরস্পর অবিরোধ বিধায় কর্ম্মের দ্বারা কখন কর্ম্মক্ষয় হয় না বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান কর্ম্মের বিরোধী সুতরাং কর্ম্ম ধ্বংসে জ্ঞানই প্রশস্ত রাজপথ। আর প্রোক্ত শ্লোকটীও জ্ঞানসংহিতা ভাগের। এটীও স্মরণ রাখিও। যে ব্যক্তি জ্ঞানী, সমাহিত চিত্ত যিনি বিজ্ঞান বলে জগতের সত্যাসত্যের তথ্য নির্ণয়ে সমর্থ, তিনি নিশ্চয়ই এই আধ্যাত্মিকাদি তাপ ত্রয়ের উপরে অবস্থিত—অসংস্পৃষ্টভাবে স্থিত। সংক্ষেপতঃ যেখানে জ্ঞান আছে, সেখানে ত্রিতাপ নাই। তাই কাশী (জ্ঞান) ত্রিশূলের উপর। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—

ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈত্ পুরুষঃ

(পুরুষসূক্ত)

এই পুরুষ মায়াময় সংসারের উর্দ্ধে বাস করেন। তত্রত্য গুণ দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

অন্যচ্চ—এতংহবাব ন তপতি কিমহং সাধুনা করবম্ কিমহং পাপম করবমিতি। স য এবং বিদ্বানেতে আত্মানং স্পৃণুতে। উভেহ্যেবৈষ এতে আত্মানং স্পৃণুতে। য এবং বেদ।

(তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২।৯)

যখন কোন বিদ্বান পুরুষ জ্ঞান চক্ষে আত্ম সত্ত্বার—স্বস্বরূপের উপলব্ধি করেন, তখন তিনি আপনাকে আত্মা হইতে অভিন্ন দেখেন, সুতরাং পাপপুণ্যাদিরূপ উভয়বিধ কর্ম্ম দেহে-

ন্দ্রিয়াদি প্রবৃত্তি জনিত উদ্ভূত, তাহারা তাঁহাকে উপস্তাপিত করিতে সমর্থ হয় না, যেহেতু তিনি দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্ম-স্বরূপে অবস্থিত। যেখানে দেহী দেহীই আছে, কদাপি দেহী দেহ হয় না, সেখানে তাপ নাই—কারণ তাপ ভৌতিক—ভূত ধর্ম্মী দেহেতেই লাগিতে পারে, অভৌতিক দেহী তাহার ঊর্দ্ধে স্থিত, তাপ তাহাতে সংস্পর্শিত হওয়া অসম্ভব। আর শিব শব্দে পরম ব্রহ্মকে বুঝায়। যথা—

শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।

( মাণ্ডুক্যোপনিষদ ৭ )

সেই প্রপঞ্চাদি রহিত অদ্বৈত আত্মাই শিব শব্দের বাচ্য। মুমুক্ষুগণ সেই শিবকে জানিতে পারিলেই মুক্ত হইয়া যায়, আর দেহান্তর লাভ করে না। এখন কাশীতে মৃত্যু হইলে যে শিবত্ব প্রাপ্তির প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে, ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে জ্ঞানী ব্যক্তির ভোগায়তন দেহের নাশ জ্ঞানাধীন হয় বলিয়া মৃত্যুর পর (লিঙ্গ ভঙ্গ হইলে) আর দেহান্তর লাভ হয় না, মুক্ত হইয়া যায়—শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—

নতস্য প্রাণা উৎক্রেমন্তি ব্রহ্মৈবসন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।

( বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৪।৪।৬ )

ইতর ব্যক্তির ন্যায় সেই ব্রহ্মবিদের প্রাণাদি ইন্দ্রিয়, লিঙ্গ-ভঙ্গ সময়ে—দেহপাত কালে—দেহান্তর লাভের জন্য উৎক্রান্ত হয় না। যেহেতু তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন—শিব হইয়া যান।

জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মৃত্যুক্রমের এই পার্থক্য। কিন্তু স্থূল চক্ষে ইহা বুঝা যায় না। আর "অন্যক্ষেত্রে কৃতং পাপং কাশীক্ষেত্রে বিনশ্যতি" এখানে ক্ষেত্র শব্দে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বযুক্ত পরিদৃশ্যমান এই ভোগায়তন দেহকে বুঝাইতেছে, সুতরাং অন্য ক্ষেত্রে —অজ্ঞান ক্ষেত্রে বা চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বযুক্ত এই স্থূলদেহকৃত পাপাদি "কাশীক্ষেত্রে" অর্থাৎ জ্ঞান সমীপে নাশ প্রাপ্ত হয়। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে কাষ্ঠাদি নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন অচিরাৎ ভষ্মসাৎ হইয়া যায়, জ্ঞানাগ্নি সমীপে সেইমত অনারব্ধ বা অপ্রবৃত্তফললক্ষণ তাবৎ কর্ম্ম (পাপপুণ্য) দ্রবীভূত হইয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমান অর্জ্জুনকে "যথৈধাংসি সমিদ্ধোগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতে অর্জ্জুন" ইত্যাদি বাক্য নিচয় দ্বারা কেবল জ্ঞানের দ্বারাই প্রবৃত্তফল ব্যতীত তাবৎ কর্ম্ম নাশের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অজ্ঞানই কর্ম্মের (পাপ পুণ্যের) বীজ। অজ্ঞানতা বশতই জীবের কর্ত্তৃত্ব, সেই কর্ত্তৃত্ব ভাগেই তাহার কর্ত্তব্যতা বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। তাই সে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং এবম্বিধ অজ্ঞাননিদানভূত জ্ঞানবিরোধী কর্ম্মেরদ্বারা কখন কর্ম্মক্ষয় হইতে পারে না, বরং বর্দ্ধিত হইয়া যায়। বালককে লাড্ডু লোভ দেখাইয়া যেমন কটু, তিক্ত, কষায়, দ্রব্যাদি ভোজনে কিম্বা বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত করান যায়, সেই-মত কর্ম্মফল প্রলোভন দর্শাইয়া জন সাধারণকে তাহাদের স্ব স্ব আশ্রমবিহিত কার্য্যাদির অনুষ্ঠানরূপ ধর্ম্মসোপানের নিম্ন কক্ষায় (পৈঠায়) নিয়োজিত করণ মাত্র। সুতরাং একব্যারে ব্যর্থ নহে। সার্থক বটে। কতকদিনের জন্য প্রয়োজনীয়তা আছে। জ্ঞান কর্ম্মের বিরোধী হেতু কেবল জ্ঞান দ্বারাই কর্ম্ম (সঞ্চিত মাত্র) ক্ষয়

হয়। সঞ্চিত কর্ম্ম জ্ঞানের দ্বারা এবং আরব্ধফলকর্ম্ম ভোগদ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয় আর ভোগ কালেও অন্য কর্ম্মলেপের আশঙ্কা থাকায় অভিমান শূন্য হইয়া ক্রিয়মান বা বর্ত্তমানের কার্য্য করা উচিত। জাতায়াস্তু বিদ্যায়াং ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তি অর্থাৎ প্রকৃত বিদ্যার উদয় হইলে বৃক্ষনাশে তচ্ছায়া নাশবৎ মূল অজ্ঞান নাশে সমস্ত কর্ত্তব্যতার পরিসমাপ্তি হয় এবং কৃতকৃত্যতা উপস্থিত হয়। পাপপুণ্যাদি কর্ম্মনাশের এই সুষ্ঠু উপায়। এই শাস্ত্রীয় বিধি। ইহাই জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুমোদিত। অন্য আর কোন প্রকারেও কর্ম্মাদির ক্ষয় বা ধ্বংস হইতে পারে না। সবিশেষ "দেব পূজা" ৪৮ পৃষ্ঠা দেখ।

শিষ্য—আচ্ছা, "সিতা সিতে যত্র সংগথে তত্রাপ্লুতা সো দিবমুৎপতন্তি" এই বচন দ্বারা গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থল, প্রয়াগ, স্নানের ফলশ্রুতি কথিত হইয়াছে কি না ?

গুরু—সবিশেষ বলি শুন—তুমি যে বচনটী বলিলে উহা ছন্দোগ পরিশিষ্টে উল্লিখিত আছে।

সিতাসিতমিতি বর্ণনাম তৎপ্রতিষেধো অসিতম্।

(নিরুক্ত ৯।২)

সিতং শুক্লবর্ণমসিতং তস্য নিষেধঃ। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন "তয়োঃ প্রকাশান্ধকারয়োঃ সূর্য্যাদি পৃথিব্যাদি পদার্থয়োঃ যত্রেশ্বর সামর্থ্যে সমাগমোস্তি তত্র কৃতস্নানাস্তদ্বিজ্ঞানবন্তো দিবং মোক্ষাখ্যং পরমং পদং গচ্ছন্তি"। সিত শব্দে ঈড়া বা চন্দ্র নাড়ী, অসিত শব্দে পিঙ্গলা বা সূর্য্য নাড়ী এই ঈড়া এবং পিঙ্গলা যে স্থানে সুষুম্নার সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই সঙ্গম স্থলে (আজ্ঞা চক্রাখ্যে) কৃতস্নাত হইয়া বিজ্ঞানভৃত যোগী

মোক্ষাখ্য পরম পদ প্রাপ্ত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে এই মর্ম্মে উপদেশ করিয়াছিলেন। যথা—

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যাযুক্তো যোগবলেন চৈব। ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবিশ্য সম্যক্ সতং পরমং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।

(ভগবদ্গীতা ৮।১০)

সূর্য্যাপেক্ষা ভাস্বর পুরুষকে অন্তকালে ভক্তিযুক্ত হইয়া স্থির চিত্তে যোগবলদ্বারা সুষুম্না পথে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে (আজ্ঞা চক্রাখ্যে) প্রাণকে আবেশিত করিয়া যিনি ধ্যান করিতে পারেন তিনি সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।

কোন কোন নব্য যোগগ্রন্থে এই ঈড়াদি নাড়ীই গঙ্গাদি নামে আখ্যাত হইয়াছে। যথা—

ঈড়া গঙ্গেতি বিজ্ঞেয়া পিঙ্গলা যমুনা নদী।
মধ্যে সরস্বতী বিদ্যাৎ প্রয়াগাদি সমন্ততঃ।

অপিচ কাশীর অপর একটী নাম অবিমুক্ত বা অপুনর্ভব ভূমি। ইহার নাম অপুনর্ভব ভূমি বা অবিমুক্ত হইল কেন? সবিশেষ বলি শুন—বলি, তাঁহার পিতা বিরোচনকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

আধিব্যাধি বিনির্মুক্তঃ কঃ সদেঁশো মহামতে।

হে মহামতে, সেই আধিব্যাধি বিনির্ম্মুক্ত পরম স্থান কোথায়? বিরোচন বলিতেছেন—

দেশনাম্না ময়োক্তস্তে মোক্ষঃ সকল দুঃখহা।

(যোগবাশিষ্ট ৫।২৩—২৪)

হে পুত্র, সেই দেশের নাম সমস্ত দুঃখবিনাশন মোক্ষ। মোক্ষই অবিমুক্ত ভূমি।

ভূর্লোকে নৈব সংলগ্নমন্তরীক্ষে মমালয়ম্।
অবিমুক্তা ন পশ্যন্তি মুক্তা পশ্যন্তি চেতসা।
শ্মশান মেতদ্বিখ্যাত মবিমুক্তমিতি স্মৃতম।

( কূর্ম্মপুরাণ ৩০।২৬—২৭ )

অন্তরীক্ষে অবস্থিত এবং আমা হইতে অপৃথকভূত আমার আলয় স্বরূপ এই ক্ষেত্র ভূর্লোকের সহিত সংলগ্ন নয় এই জন্য সংসার মায়াবদ্ধ জীবগণ দেখিতে পায় না, কিন্তু সংসার বন্ধন বিমুক্ত মহাত্মারা কেবল জ্ঞাননেত্রে ইহা দেখিয়া থাকেন এই জন্য কাশীক্ষেত্রের নাম অবিমুক্তা, অপুনর্ভবভূমি বা শ্মশান। এখন একবার ভাব দেখি, যে স্থান জ্ঞাননেত্রে দেখিতে হয়, স্থূল চক্ষে দৃষ্ট হয় না, আর যাঁহা মুক্ত পুরুষে দেখিতে পায়, বদ্ধে পায় না, তাহা ভৌম বা পার্থিব হইতে পারে কি? কখনই না। অবিমুক্ত বা অপুনর্ভবভূমি বলিলে মোক্ষাখ্য পরমপদ বা ব্রহ্মধাম ব্যতীত আর কি হইতে পারে? কারণ এস্থান প্রাপ্ত হইলে জীবের অপুনর্ভব বা দ্বিতীয়বার উৎপত্তি হয় না, তাই কাশীক্ষেত্র (জ্ঞানভূমি) অপুনর্ভবভূমি বা ব্রহ্মধাম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। জাবাল ও যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে জাবাল যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন—

সোঽবিমুক্তঃ কস্মিন প্রতিষ্ঠিত ইতি। বরণায়াং নাশ্যাঞ্চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইতি। কাবৈ বরণা কা চ নাশীতি। সর্ব্বানিন্দ্রিয় কৃতান্ দোষান্

বারয়তীতি তেন বরণা ভবতীতি। সর্ব্বানিন্দ্রিয় কৃতান্ পাপান্ নাশয়তীতি তেন নাশী ভবতীতি।
(জাবালোপনিষদ)

সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র কোথায় অবস্থিত? বরণা ও নাশী ঈড়া ও পিঙ্গলা) এই নদীদ্বয়ের মধ্যে (সুষুম্না সঙ্গমে আজ্ঞা চক্রাখ্যে) অবস্থিত। বরণা এবং নাশী কাহাকে বলে? সমস্ত ইন্দ্রিয়কৃত পাপ নিবারণ করে বলিয়া ইহার নাম বরণা এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়কৃত পাপ নাশ করে বলিয়া ইহার নাম নাশী হইয়াছে। সমুদায় ইন্দ্রিয়ের কর্ত্তা মন, সেই মন পূর্ব্বকথিত চিত্তচিকিৎসার নিয়মানুসারে চিকিৎসিত বা নিগৃহীত হইলে অমনীভাব উপস্থিত হয়, সে ভাব পাপ পুণ্য পরিশূন্য সুতরাং পবিত্র। ইহারই নাম* আজ্ঞাচক্রভেদ অর্থাৎ সহস্রারে—বারানসীতে—অবিমুক্ত স্থানে অবস্থান। এই সময়েই ব্রহ্মস্ফুরণ প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। এই মুখ্যার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাহিরে বরণা ও অশি নদীর সঙ্গমস্থলে কাশীপুরি অবস্থিত থাকায় গৌণভাবে ইহার নাম "বারাণসী" হইয়াছে এবং ভৌম বা পার্থিব তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। আর কাশীতে এমনও প্রবাদ আছে যে বরণার নামে একজন রাজা কাশীতে রাজত্ব করিতেন, তাঁহারই নামানুসারে ইহার নাম বারাণসী হইয়াছে। ভবিষ্যপুরাণেও

---

* চক্রভেদের সাধারণ বিধি—যে চক্রের যে তত্ত্ব সেই তত্ত্বগুণ যে ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহ্য হয়, সেই ইন্দ্রিয় তদ্‌বিষয় হইতে নিগৃহীত হইলেই সেই চক্রের ভেদ হইল। চক্র হইতে চক্রান্তরে বায়ু উত্থাপন করাকে চক্রভেদ বলে না। কারণ ব্যাপক সত্তার গমন অসম্ভব। ইহা মূঢ়বুদ্ধির কার্য্য ফল, শ্বাসকাশরোগ। ইহার বিশেষ বিবরণ অনুষ্ঠান সাপেক্ষ, কেবল লিখিয়া বুঝান যায় না।

কাশীপতি বরণারের বিবরণ আছে বটে* কিন্তু তাঁহার নাম হইতেই যে বারাণসী নাম হইয়াছে, তাহার কোন উল্লেখ নাই। এই রাজা কাশীতে "বারানসী নাম্নী" এক দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাহা অদ্যাপিও কাশীতে বিরাজ করিতেছেন। শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণে এবং কৌষিতকী ব্রাহ্মণে সর্ব্বপ্রথমে কাশীশব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।† সেই অতি প্রাচীন সময়ে কাশী একটী বিস্তৃত জনপদ এবং পবিত্র যজ্ঞভূমি বলিয়া পরিচিত ছিল। রামায়ণের সময়েও কাশী একটী বিস্তৃত জনপদ ছিল, তৎকালে রমণীয় তোরণ ও প্রাকার পরিশোভিত প্রধান নগরী বারাণসী কাশিরাজের রাজধানী এবং প্রতিষ্ঠান (প্রয়াগ) পর্য্যন্ত কাশী জনপদের অন্তর্ভূত ছিল।‡ অপিচ চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ানের গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই কাশী একটী বিস্তৃত জনপদ মাত্র এবং বারাণসী ইহার প্রধান নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।§

---

* ভবিষ্যপুরাণ ব্রহ্মখণ্ড ৫৩।১০৬—১২৬ শ্লোক দেখ।

† অতঃ কাশয়োঽগ্নীনা দধতং। যজ্ঞং কাশীনাং ভরতঃ সাত্বতামিব।
( শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩।৫।৪।১৯ এবং ২১ )
( আর কৌষিতকী ব্রাহ্মণ—৩।১।৫।১—দেখ )

‡ তং বিসৃজ্য ততো রামো বয়স্যমকুতোভয়ম।
প্রতর্দ্দনং কাশীপতিং পরিষজ্যেদমব্রবীৎ॥
উদ্যোগশ্চ ত্বয়া রাজন্ ভরতেন কৃতঃ সহ।
তদ্ভবানদ্য কাশেয়পুরীং বারানসীং ব্রজ।
রমণীয়াং ত্বয়াগুপ্তাং সুপ্রাকারাং সুতোরণাম্।
* * * *
পুরশ্চকার তত্রাজং ধর্ম্মেণ মহতাবৃতঃ।
প্রতিষ্ঠানে পুরবরে কাশিরাজ্যো মহাযশাঃ॥
( রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ৪।১৫—১৭ এবং ৬৯।১৮—১৯ )

§ Vide Fo-kow-ki ch 34, translated by Laidley Page 310.

স্কন্দপুরাণোক্ত কাশীখণ্ডের বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, প্রথমতঃ কাশীতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মেরই প্রবল প্রতাপ ছিল। তৎপরে বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়ে এবং বৌদ্ধ রাজাদিগের আধিপত্য প্রভাবে বারাণসী হইতে হিন্দুধর্ম্ম এককালে বিলুপ্ত হয়, এমন কি বারাণসী বৌদ্ধতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। অবশেষে বহুকাল পরে, বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোভাব হইলে, হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের সহিত ইহা একটী প্রধান হিন্দুতীর্থ বলিয়া ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালে কাশিরাজ রিপুঞ্জয় (দিবোদাস) ও বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্মে পুনঃ দীক্ষিত হন। বলা বাহুল্য যে ভারতে জৈন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাচুর্ভাবের কিছু পূর্ব্ব (আজ প্রায় ৩ হাজার বর্ষ) হইতে বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোধানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক ভারতীয় প্রায় তাবৎ ভৌম বা পার্থিব তীর্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং সেই সকল স্থানে ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্ত্যাদিও সংস্থাপিত হইয়াছে। এবং সেই সকল তীর্থের এবং তীর্থস্থ দেবাদির মাহাত্ম্যাদি রচিত হইয়া পরে পুরাণাদিতে সংযোজিত হইয়াছে। যেখানে জৈন ও বৌদ্ধ তীর্থ ছিল সেখানেই হিন্দু তীর্থ সংস্থাপিত হইয়াছে। গয়া, বারাণসীর পার্শ্ববর্ত্তী "সারনাথ" এবং বিশ্বেশ্বরের আদিমন্দির ইহার দীপ্যমান প্রমাণ। সবিশেষ "দেবপূজা" ১৪শ হইতে ২১শ পৃষ্ঠা দেখ।

এই বারাণসী উত্তর ভারতের কাশী। স্কন্দপুরাণোক্ত কাশীখণ্ডে এবং বায়ু, পদ্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই কাশীর বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। পশ্চিম ভারতের কাশী "পুষ্-

বটী"। ইহা গোদাবরী নদীর উত্তর পূর্ব্ব ধারে নাসিক সহরের বিপরীত দিকে অবস্থিত। প্রবাদ যে, এই সহরে রাবণ ভগ্নী শূর্পনখার নাসিকা ছেদিত হয় বলিয়া ইহা নাসিক নামে প্রখ্যাত। গোদাবরী এবং পঞ্চবটী মাহাত্ম্যে এই পশ্চিম ভারতীয় কাশীর বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। এখানকার গঙ্গা গোদাবরী। বনবাস কালে রামচন্দ্র এখানে অবস্থান করিয়া ছিলেন। এই দণ্ডকারণ্য হইতেই তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী সীতা-দেবী রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা হন। এই সকল ব্যাপারের স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ রামচন্দ্রাদির মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া এখানে পূজিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন গঙ্গার উভয় ধারে অনেক শিব মন্দিরাদিও আছে। দৃশ্য অতিশয় মনোহর। অরণ্য মধ্যে গোদাবরী গঙ্গার স্থানে স্থানে উভয় ধার দেখিলে বোধ হয় যে, প্রাচীন কালে অনেক ঋষি, মুনি এখানে বাস করিতেন। এক্ষণে তৃতীয় কাশী—ইহা দক্ষিণ ভারতের বা মান্দ্রাজ বিভাগের কাশী —ইহার নাম "শ্রীকোলাস্ত্রী" বা "কালহস্তী"। সুবর্ণমুখী নদীতীরে, মান্দ্রাজ উত্তর পশ্চিম শাখা রেলের ত্রিপতি নামক ষ্টেসনের নিকট অবস্থিত। সুবর্ণমুখী নদী এখানকার গঙ্গা। দক্ষিণের স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ ইহাকে দ্বিতীয় বারাণসী বলিয়া থাকেন। এখানে অনেক দেবদেবীর মন্দির আছে, তন্মধ্যে শিব মন্দিরই প্রধান। মন্দিরের প্রবেশ স্থানে হস্তী, সর্প এবং ঊর্ণনাভির (মাকড়সা) মূর্ত্তি দেখা যায়। অপরাপর স্থানে যে প্রকার মহাদেবের মূর্ত্তি দেখা যায়, এমূর্ত্তি তাহা হইতে স্বতন্ত্র। এ মূর্ত্তির নাম "বায়ু মূর্ত্তি" ইহা গোলাকার দণ্ডের মত নহে। চতুষ্কোণ। মন্দিরের কোন দিকে বায়ু প্রবেশের পথ নাই,

কিন্তু ঐ চতুষ্কোণলিঙ্গের মস্তকোপরি যে দীপ লম্বমান আছে, তাহা সর্ব্বদাই অল্প অল্প দুলিতেছে। মন্দিরের ভিতর আরও অনেক দীপ আছে, কিন্তু আর কোনটী সেরূপ দোলে না। এই কারণেই ইহা "বায়ু লিঙ্গ" নামে অভিহিত। এই কালহস্তী নগরের কতকাংশ আরকট্ এবং কতকাংশ নেল্লোর জেলায় অবস্থিত। "কালহস্তী মাহাত্ম্যে" এই দক্ষিণ ভারতীয় কাশীর বিস্তৃত বিবরণ বিবৃত আছে। বলা বাহুল্য যে, এই ত্রিবিধ স্থানের তিন কাশীর স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব দেশীয় কাশীকেই মোক্ষদায়িনী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই তিন কাশী ভিন্ন বর্ত্তমান রামনগরে (বারাণসীর বিপরীত দিকে) এক কাশী আছে। ইহার নাম ব্যাস কাশী। প্রবাদ যে, ব্যাসদেব কর্ত্তৃক ইহা সংস্থাপিত। চিহ্ন স্বরূপ এখানে ব্যাসদেবের একটী মন্দিরও আছে, কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস যে, এখানে মরিলে জীব গর্দ্দভযোনি প্রাপ্ত হয়, রামনগরবাসীদিগের পক্ষে ভারি মুস্কিলের কথা বটে, তবে কি না যেখানে মুস্কিল, সেখানেই আসান। মাঘের স্নানে সব মুস্কিল কাটিয়া যায়। এই ত গেল কাশীর বিষয়। এক্ষণে গয়ার সম্বন্ধে দু—চার কথা বলি শুন—বেদাদি শাস্ত্রেও এই গয়া শব্দের অনেক প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তত্তাবৎ স্থলে ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তোমার অবগতির জন্য নিম্নে কতকগুলি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

(১) গয়াশব্দে গৃহ যথা—ইন্দ্রো বসুভিঃ পরিপাতু নো গয়ম্।

(ঋকবেদ—১০।৬৩।৩)

গয়ঃ গৃহণামৈতৎ—(সায়ণ ভাষ্য)।

(২) অন্তরীক্ষ যথা—গয়স্ম্যাকং শর্ম্ম। (ঋকবেদ—৫।৪৪।৭)

গয়ং গৃহমন্তরীক্ষং বা (সায়ণ ভাষ্য)।

(৩) গৃহাগত প্রাণী যথা—যা নো গয়মাবিবেশ।

( ঋকবেদ—৬।৭২।২ )

গৃহাগত প্রাণীজাতম্ (সায়ণ ভাষ্য)।

(৪) স্বস্থান যথা—হিত্বা গয়মারে অবদ্য আগাৎ।

( ঋকবেদ—১০।৯০।৫ )

গয়ং স্বস্থানং—(সায়ণ ভাষ্য)।

(৫) প্রাণ যথা—সাহৈষা গয়াং স্তত্রে প্রাণাবৈ গয়াস্তৎ প্রাণাং স্তত্রেতদ্ যদ্ গয়াং স্তত্র তস্মাদ্ গায়ত্রী নাম।

( শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪।৮।১৫ )

এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৬।১৪।৪ )

(৬) ভক্তি শ্রদ্ধা যথা—ভক্তি শ্রদ্ধা গয়েয়ম্।

পূর্ব্বে এই গয়ানগরী মগধ রাজ্যের অধীন্ ছিল। ইহা অতি প্রাচীন হিন্দুভৌমতীর্থ হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে এখানে বৌদ্ধাধিকার প্রবল হইয়াছিল। বুদ্ধদেব এইখানে সিদ্ধিলাভ করেন বলিয়া বুদ্ধ গয়া নামে প্রসিদ্ধ। ৪০১ খৃঃ অব্দে চীন তীর্থযাত্রী ফাহিয়ান গয়ায় আসিয়া অনেক বৌদ্ধ কীর্ত্তি বিদ্যমান দেখিয়া ছিলেন।* প্রত্নতত্ত্ববিদ কনিংহাম সাহেব এবং ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল প্রমুখ পণ্ডিতবৃন্দ বলেন যে এই গয়া আগে হিন্দুতীর্থ ছিল না। বৌদ্ধদের গয়া, বৌদ্ধ প্রভাব খর্ব্বীকৃত হইলে হিন্দুতীর্থরূপে পরিণত হয়। এই ঘটনা খৃঃ ৮ম শতাব্দীতে সংঘটিত হয় অর্থাৎ আজ ১১ শত বর্ষ

* Vide Fo-kwo-ki translated by Laidley Chapter XXXI.

হইল ইহা হইয়াছে।* এ মত পূর্ণভাবে সমীচীন নহে। গয়া অতি প্রাচীন স্থান। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে এবং ভৌমতীর্থ বলিয়া কথিত হইয়াছে। তবে প্রাচীনকালে এখনকার মত বিষ্ণুপাদপদ্মে পূজা এবং তদানুসঙ্গিক ব্যাপারাদি কিছুই ছিলনা বটে। মহাভারতে গয়াক্ষেত্রের মধ্যে অনেক ভৌমতীর্থের উল্লেখ আছে। কিন্তু গয়াসুরের মস্তকে গদাধরের পাদপদ্ম স্থাপনের কোন কথাই নাই। ইহাতে অনুমিত হয় যে, বিষ্ণুপাদপদ্মের নিমিত্ত গয়ার প্রসিদ্ধি আধুনিক, অতি প্রাচীনকালে ইহা ছিল না। গয়াসুররূপী বৌদ্ধধর্ম্মের উপর দেবরূপী হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য সংস্থাপনই গয়াসুরের প্রকৃত রূপক উপাখ্যান। স্কন্দপুরাণোক্ত কাশীখণ্ডের ধর্ম্ম উপদেষ্টা বৌদ্ধরূপী বিষ্ণুর রূপকআখ্যায়িকাটী একবার স্মরণ করিয়া মিলাইলেই ইহা বেশ বুঝিতে পারিবে। বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন পরে ব্রাহ্মণেরা গদাধরের পাদপদ্ম বলিয়া প্রচার করিয়া থাকিবেন। প্রচারের কারণ, ব্রাহ্মণেরা জানিতেন যে, মহাভারতে গয়ার অন্তর্গত ধেনুকতীর্থে গোবৎসের পদচিহ্ন এবং উদ্যন্ত পর্ব্বতে সাবিত্রীর পদচিহ্ন বিষয় বর্ণিত আছে, সুতরাং তাঁহারা দেখিলেন পূর্ব্বেও ব্রাহ্মণেরা পদপূজা করিতেন, তখন এখনই বা কেন না হইবে? এইরূপে বৌদ্ধেরা যাহা বুদ্ধপদ বলিয়া ভক্তি প্রদর্শন করিতেন গয়ার ব্রাহ্মণেরাও সেই সকল গদাধর প্রভৃতির দেবপদ চিহ্ন বলিয়া প্রকাশ

* Vide Sir W. W. Hunter's Imperial Gazetteer of India 2nd Edition Vol. V. Page 42. and Raja Rajendra Lal's "Buddha Gaya."

করিলেন। কেমন, তাহাই নয়? গয়া নগরের বহির্ভাগে পাঁচ ক্রোশের মধ্যে যত বৌদ্ধক্ষেত্র ছিল, তাহাও হিন্দুতীর্থ বলিয়া পরিগৃহীত হইল। এখনও হিন্দুগণ বর্ত্তমান গয়া নগরের আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে বুদ্ধ গয়াস্থ বোধিমূলে পিণ্ড-দানাদি করিতে গিয়া থাকেন। খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে অর্থাৎ আজ প্রায় ১৪শ শত বর্ষ গত হইল এই সমুদায় ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। অধিকন্তু গয়া মাহাত্ম্য কিরূপে শৈব বা বায়ুপুরাণে পরে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সংযুক্ত হইল তাহা বুঝিয়া উঠা ভার। বৈষ্ণবগণ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনার্থ এই মাহাত্ম্য রচনা করেন। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—গয়ার বৌদ্ধপ্রভাব ধ্বংসের পর বৈষ্ণব প্রভাব সংপ্রসারিত হইলে বৌদ্ধরূপী গয়াসুরের উপর বিষ্ণুরূপী গদাধরের পাদপদ্ম সংস্থাপন করিয়া বিষ্ণু মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইল। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল বলেন যে বৌদ্ধ প্রভাব খর্ব্বীকৃত হইলে খৃঃ ৮ম শতাব্দীতে গয়া মাহাত্ম্য রচিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের অনুমান হয় যে, খৃঃ ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগেই ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এই গয়া মাহাত্ম্য রচিত হইয়া পরে বায়ুাদি পুরাণে সংযোজিত হইয়াছে। এই ত গেল গয়ার বিষয়।

শিষ্য—আচ্ছা, এক্ষণে নিলাচলের জগন্নাথদেবের বা শ্রীক্ষেত্রের বিষয় কিছু বলুন।

গুরু—বলিতেছি শুন। ব্রহ্মপুরাণ, নারদপুরাণ, স্কন্দ পুরাণ (উৎকল খণ্ড), কূর্ম্ম, পদ্ম ও ভবিষ্য প্রভৃতি পুরাণ, এবং উৎকল ভাষায় লিখিত ক্ষেত্রপুরাণ (মাগুনিয়া দাস কৃত) ও দারুব্রহ্ম (শিশুরামদাস কৃত) এবং বঙ্গভাষায় জগন্নাথ মঙ্গল (মুকুন্দরাম রচিত) প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে এই দারুব্রহ্মের বা

জগন্নাথ দেবের প্রাচীন ইতিবৃত্ত অনেক পরিমাণে অবগত হওয়া যায়। শ্রীক্ষেত্র বা পুরী যে হিন্দুদের একটী প্রাচীন তৌমতীর্থ, তাহাও বেশ বুঝা যায়। তবে কালবশে অন্যান্য তৌমতীর্থের ন্যায় এ তীর্থেরও অনেক পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধন সংঘটিত হইয়াছে। ইহা প্রাচীন কালে কি ভাবে ছিল এবং ক্রমে কি ভাবে পরিগৃহীত হইতে হইতে বর্ত্তমানের এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে ইত্যাদি বিষয়ক আমূল বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিতেছি শুন। যে সময়ে বিষ্ণুব্রহ্মের উপাসক আর্য্যগণ উৎকলে প্রবেশ করেন, তখন উৎকল ও কলিঙ্গ (দক্ষিণ কোশল) শবর প্রধান স্থান ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে শিয়র জাতি বলিয়াছেন।* "শিয়র" শবর শব্দের অপভ্রংশ। ইহারা উৎকলস্থ মহেন্দ্র, মালয় বা মাল্যবান পর্ব্বতের নিকট বাস করিত। প্রাচীন কালে বিন্ধগিরির দক্ষিণ পার্ব্বতীয় প্রদেশের নাম "শবরদেশ" ছিল, ইহারা সেই শবর দেশের আদিম নিবাসী।+ এবং অনার্য্য বা দস্যু বলিয়া অভিহিত হইত। তৎকালে এই শবরেরা বর্ত্তমান কালের সাঁওতাল, কোল, ভিল ইত্যাদি জাতির ন্যায় কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদির পূজা করিত, শবরদেশে ইহাদেরই সমধিক প্রাধান্য ছিল। এবং দেশের রাজাও শবর জাতীয় ছিল। অবর শবর সঙ্গে সঙ্গকরিয়া কালবশে এই নবাগত আর্য্যদিগের বংশধরেরা যজ্ঞাদি কার্য্য ও ব্রহ্মোপাসনা ত্যাগ করিয়া জনৈক পরাক্রান্ত শবর রাজের সহিত মিলিত হইয়া কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি নির্ম্মিত মূর্ত্তি পূজাদি আরম্ভ করেন।

* Vide-Pliny's Natural History VI—20.

+ [illegible]

কালে ইহাদেরই বংশধরেরা অনার্য্য শবর জাতি হইতে পৃথক হইয়া তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞাদি সম্পাদনার্থ সাগরোপকূলে উচ্চ ভূখণ্ডে যে বেদি নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার উপর দারুময়ী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। এবং তাহার মাহাত্ম্য ও রচনা করেন। সেই মাহাত্ম্য পরে স্কন্দপুরাণে উৎকলখণ্ড নামে সংযোজিত হয় যথা—

য এষ প্লবতে দারু সিন্ধুপারে হ্যপৌরুষঃ।
তমুপাস্য দুরারাধ্যং মুক্তিং যান্তি সুদুর্লভাম্॥
(উৎকলখণ্ড ২১।৩)

কিন্তু স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও বাচস্পত্য রচয়িতা পণ্ডিত তারানাথ পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য বর্ণন কালে নীচের এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা—

আদৌ যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ মধ্যে অপুরুষম্।
তদা লভস্ব দুর্দ্দনো তেন যাহি পরং স্থলম্।

আদিকাল হইতে বিপ্রকৃষ্ট দেশে যে অপৌরুষেয় দারুমূর্ত্তি সমুদ্রতীরে ভাসিয়াছে, তাহার উপাসনা করিলে লোক পরম লোকে গমন করে। এবং ইহা অথর্ব্ববেদীয় মন্ত্র বলিয়াছেন, কিন্তু মুদ্রিত অথর্ব্ববেদে আমরা এ মন্ত্রটী দেখিতে পাইলাম না। বিখ্যাত বিশ্বকোষ প্রণেতাও এই কথা বলিয়াছেন; কিন্তু তিনি দেখাইয়াছেন যে উক্ত মন্ত্রটী সাংখ্যায়ণ ব্রাহ্মণের, আমাদের বোধ হয় অথর্ব্ববেদীয় অপর কোন গ্রন্থ হইতে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। অনেকে এই মন্ত্রটী প্রক্ষিপ্ত বলিতে চান, কিন্তু আমরা তাহা বলিতে প্রস্তুত নহি। বেদ স্বতঃপ্রমাণ আর

ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থ পরতঃ প্রমাণ সুতরাং মূল বেদের সহিত ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থের কোন বিষয় না মিলিলে, ঐক্য না হইলে, তাহা ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে থাকিলেও বেদ বাহ্য হেতু অপ্রামাণ্য। সুতরাং উক্ত মন্ত্রটী প্রকারান্তরে প্রক্ষিপ্তই হইয়া পড়িতেছে।

যখন পঞ্চ পাণ্ডব শ্রীক্ষেত্রে আগমন করেন, তখন তাঁহারা মহাবেদী দর্শন করিয়া তদ্ব্যপদেশে ব্রহ্মের স্তব করিয়াছিলেন যথা—

ততঃ প্রসন্না পৃথিবীতপসা তস্য পাণ্ডব।
পুনরুম্মহ্য সলিলা দ্বেদীরূপা স্থিতা ভবৌ।
সৈষা প্রকাশতে রাজন বেদী সংস্থান লক্ষণা।
আরুহ্যাত্র মহারাজ বীর্য্যবানবৈ ভবিষ্যসি।
সৈষা সাগরমাসাদ্য রাজন্ বেদী সমাশ্রিতা।
এতামারুহ্য ভদ্রস্তে ত্বমেক স্তর সাগরম্॥

(মহাভারত বন পর্ব্ব-১১৪।২২-২৪)

পৃথিবী তপ প্রভাবে প্রসন্না হইয়া সাগর সলিল হইতে উত্থিতা হইয়া বেদীরূপে বিরাজিতা হইলেন। মহারাজ, অদূরে ঐ সেই বেদী দেখা যাইতেছে। ইহাতে আরোহণ করিলে বীর্য্যবান হইবেন। বেদী সাগরকে আশ্রয় করিয়া আছে। ইহাতে আরোহণ করিলে (ভব) সাগর পার হইতে পারিবেন ইত্যাদি। পাণ্ডবদিগের সময়ে দারু ব্রহ্মের কোনও চিহ্নাদি ছিলনা, থাকিলে অবশ্যই তাহার বিষয় এখানে উল্লিখিত হইত। তবে পাণ্ডবগণ যে বেদীতে (সাগরোপকূলে উচ্চ ভূখণ্ডে) আরোহণকালে তদ্ব্যপদেশে ব্রহ্মের স্তব করিয়া-

ছিলেন, উৎকলাগত বিষ্ণুব্রহ্মের উপাসক আর্য্য বংশধরেরা বহুকাল পরে সেই মহাবেদীর (উচ্চ ভূখণ্ডের) উপর দারু ব্রহ্মের বা কাষ্ঠময় চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। এই চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্ত্তিই পরে পুরুষোত্তম বা জগন্নাথ নামে আখ্যাত হয়েন।* কিন্তু বর্ত্তমানে জগন্নাথের সে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি নাই। এখনকার মূর্ত্তি অপূর্ব্ব-ধরণের। রূপ বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে।

---

* শ্রুত্বৈ তদ্বচনং তস্য বিশ্বকর্ম্মা সুকর্ম্মকৃৎ।
তৎক্ষণাৎ কারয়ামাস প্রতিমাঃ শুভলক্ষণাঃ॥

কৃষ্ণ রূপধরং শান্তং পদ্ম পত্রায় তেক্ষণম্।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ ধরং শঙ্খচক্র গদাধরম্॥
গৌরং গোক্ষীর বর্ণাভং দ্বিতীয়ং * * কান্তকম্।
লাঙ্গলাস্ত্র ধরং দেবং অনন্তাখ্যং মহাবলম্॥
ভগিনীং বাসুদেবস্য রুক্মবর্ণা সুশোভনাম্।
তৃতীয়াং বৈ সুভদ্রাঞ্চ সর্ব্ব লক্ষণ লক্ষিতাম্॥

(নারদ পুরাণ ৫৪ অঃ)

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের নিদেশমতে বিশ্বকর্ম্মা নিম্নলিখিত মতে মূর্ত্তিত্রয় নির্ম্মাণ করিলেন যথা—প্রথমটী পদ্ম পত্রায়ত নয়ন শ্রীবৎস চিহ্ন যুক্ত শঙ্খচক্র গদা ও কৌস্তুভধারী চতুর্ভুজ শান্ত কৃষ্ণ মূর্ত্তি; দ্বিতীয়টী গোক্ষীর সদৃশ গৌরবর্ণ ও লাঙ্গলাস্ত্রধারী মহাবল অনন্তমূর্ত্তি (বলরাম) এবং তৃতীয় বাসুদেবের ভগিনী রুক্মবর্ণা সুশোভনা সুভদ্রা।

শঙ্খচক্র গদা পদ্ম লক্ষ্ম বাহু র্জনার্দ্দনঃ।
গদা মুষল চক্রাব্জং ধারয়ন্ পন্নগাকৃতিঃ॥
ছত্রাকৃতি ফণা সপ্তমুকুটোজ্জ্বল কুণ্ডলঃ।
সুভদ্রা চারু বদনা বরাব্জাভয় ধারিণী॥

(স্কন্দ পুরাণে-উৎকল খণ্ড—১৯ অঃ)

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দেখিতেছেন যে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা এবং সুদর্শন রত্নময় সিংহাসনোপরি বিরাজ করিতেছেন। জগন্নাথের হস্তে শঙ্খচক্র, গদা, পদ্ম এবং মাথায় উজ্জ্বল মুকুট। বলরামের হস্তে গদা, মুষল, চক্র ও পদ্ম

বিপর্য্যয়ের কারণ ক্রমে বলিতেছি। নারদ ব্রহ্ম প্রভৃতি পুরাণে এই উচ্চ ভূখণ্ড বা মহাবেদীর মাহাত্ম্যই সমধিকরূপে বর্ণিত আছে। অপিচ জগন্নাথের "রথযাত্রার" অপর এক নাম "মহা-বেদী উৎসব"। জগন্নাথাপেক্ষা এই বেদীরই মাহাত্ম্য অধিক। অনেক উৎকলবাসী পণ্ডিতেরও এই বিশ্বাস। যাহা হউক কালক্রমে (ভারত যুদ্ধের প্রায় ২½ হাজার বৎসর পরে) হিন্দু প্রাধান্য লোপ হইয়া সমগ্র ভারতে, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃত হইলে কলিঙ্গ রাজ্যেও বৌদ্ধাধিকার বিস্তৃত হইল। এই বৌদ্ধাধিকার কালে, অভ্যুদয় সময়ে সুদীর্ঘ কালের জন্য দারু ব্রহ্মের মাহাত্ম্য হিন্দুজগতে অপ্র-কাশিত রহিল, কালক্রমে বৌদ্ধপ্রভাব খর্ব্বীকৃত হইলে শবরগণ পুনরায় প্রধান হইয়া উঠিল। আর্য্যদিগের সংঘর্ষণে ক্রমে সভ্য হইতে লাগিল। বৌদ্ধদিগের দ্বারা উৎপীড়িত ব্রাহ্মণগণও সুযোগ বুঝিয়া বৈরিভাব ত্যাগ করিয়া অসভ্য শবরদিগের

---

কর্ণে কুণ্ডল ও মাথার উপর ছত্রাকারে শাতটী ফণা। উভয়ের মধ্যে বর ও অভয় ও পদ্মধারিণী চারুমুখা সুভদ্রা দেবী বিরাজ করিতেছেন।

জগদানন্দ কন্দোহভূৎ সমুত্তোল্য ভুজদ্বয়ং।
পদ্মাসনস্তরা বিপ্রা গুপ্তবৎ পাণি পঙ্কজঃ॥
বলভদ্রস্তথা সপ্তফণা বিকট মস্তকম্।
গুপ্ত পাদ করাম্ভোজ সমুত্তোলিত সদ্ভুজঃ।

(নীলাদ্রি মহোদয় ৪ অঃ)

জগদানন্দ কন্দ (জগন্নাথের) নীল মেঘের মত বর্ণ, পদ্ম পত্রের ন্যায় আরক্তলোচন, পদ্মাসনে অবস্থিত থাকায় দুইটী কর, কমলে গুপ্ত ও দুইটী উত্তোলিত। বলরাম ও গুপ্তপাদ, দুই হস্ত গুপ্ত দুইটী উত্তোলিত। নীলাদ্রি-মহোদয়কারের এবর্ণনা জগন্নাথের বর্ত্তমানের অর্দ্ধদগ্ধ মূর্ত্তি দৃষ্টে বর্ণিত হইয়াছে। এগ্রন্থ আধুনিক। ১৩০শ পৃষ্ঠায় এবিষয় বিবৃত হইয়াছে।

সহিত যোগদান করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। উড়িষ্যার মাদলা পঞ্জীতে* লিখিত আছে যে (খৃঃ ৭ম ৮ম অব্দে) রক্তবাহু নামা জনৈক যবন (যবদ্বীপবাসীদিগকে যবন কহে) অর্ণবপোতারোহণে আসিয়া পুরি আক্রমণ করে। তৎকালের শবররাজ মহারাজ শিব গুপ্ত† আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য জগন্নাথদেব ও তাঁহার সমুদায় তৈজসপত্রাদি লইয়া সোণপুরের অরণ্যে লুক্কায়িত হন। কলিঙ্গের শবর রাজধানী রাজিম মাহাত্ম্যে ও তাম্র শাসনাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পরে শবররাজ শিব গুপ্ত বর্ত্তমান মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার মহকুমা রাজিম নগরে জগন্নাথাদি লইয়া যান এবং তথায়

---

* জগন্নাথদেবের যে প্রাত্যহিক কার্য্য বিবরণী তালপত্রে লিখিত হইয়া মন্দির মধ্যে রক্ষিত হয়, তাহার নাম মাদলা পঞ্জী। মহারাজ চোরগঙ্গের সময় এই প্রথা তাঁহা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়।

† মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত মহানদী তীরস্থ শিরপুর নামক প্রাচীন গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে লিখিত আছে যথা

আসীদুদয়নো নাম ভূপতিঃ শবরান্বয়ঃ।
অদ্ভুতবলভিদা তুল্যস্তস্মাদিন্দ্র বলো বলী॥
ততঃ শ্রীনন্নদেবোঽভূদভিমান মহোদয়ঃ।
পূর্ণানন্তে স্বরাখ্যো যশ্চকার দেবালয়ং॥
চন্দ্রগুপ্তো ভুবো গোপ্তা তস্য জজ্ঞে সুতোত্তমঃ।
ততঃ শ্রীহর্ষগুপ্তো ভুজ্জনহর্ষ বিবর্দ্ধনঃ॥
তস্যাজনি সূনুঃ শিবগুপ্তো মহিপতীঃ।
অদ্ভুত্রিজগজ্জ্যেষ্ঠো যঃ খ্যাতো বালার্জ্জুনাখ্যয়া॥

শবর বংশে উদয়ন নামা এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন, তৎপুত্র ইন্দ্রবল, তৎপুত্র নন্নদেব, ইনি অনন্তেশ্বর নামক দেবালয় নির্ম্মাণ করেন। তৎপুত্র চন্দ্রগুপ্ত, তৎপুত্র হর্ষ গুপ্ত, তৎপুত্র মহাবীর শিবগুপ্ত, ইহার অপর নাম বালার্জ্জুন। এই শিবগুপ্ত বা বালার্জ্জুন সম্বন্ধে আরও Vide—Cunningham's Archaeological Survey Reports, vol. XVII. plate XX.

একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতেই জগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠা করান। রাজিমে এখনও জগন্নাথদেবের একটী প্রাচীন মন্দির রহিয়াছে, এবং মন্দিরে জগন্নাথদেবের দারুময়ী চতুর্ভুজ মূর্ত্তিও আছে। শবররাজ মহারাজ শিব গুপ্তের পুত্র ভবগুপ্ত তখন কলিঙ্গের (দক্ষিণ কোশলের) অধিপতি হইয়া রাজিম নগরে রাজত্ব করিতেছিলেন।* উত্তরে বৈতরণী এবং দক্ষিণে গোদাবরী এই উভয় নদীর মধ্যস্থ বিস্তৃত ভূভাগ কলিঙ্গ বা দক্ষিণ কোশল নামে আখ্যাত ছিল। ইহার রাজধানী রাজিম। ইহা ভিন্ন শ্রীপুর, দুর্গ এবং কটক প্রভৃতি স্থানেও শবর রাজগণের রাজধানী ছিল। শবররাজগণ সকলেই বিষ্ণুভক্ত ছিলেন এবং আপনাদিগকে ত্রিকলিঙ্গাধিপতি বা মহাকোশলেশ্বর বলিয়া পরিচয় দিতেন।

শিষ্য—আচ্ছা, প্রাচীনকালে সমুদ্রাদিতে যাতায়াত করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান কালের ন্যায় ষ্টীমারাদি যানের কি ব্যবহার ছিল?

গুরু—আর্য্যগণ অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিবিধ প্রকার অর্ণবযানের ব্যবহার জানিতেন, তবে কালবশে তাহা এবং তদ্বিষয়ক গ্রন্থাদি লুপ্ত হইয়া যাওয়ায়, তুমি এক্ষণে তাহার কোন চিহ্নাদি দেখিতেছ না বলিয়াই আজ এপ্রকার প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছ। ভাল এসম্বন্ধে বেদ কি বলিতেছেন শুন, তোমার সুচির সন্দেহ অপনোদিত হইবে।

বেদাযোবীণাং পদমন্তরিক্ষেণ পতন্তাম্।
বেদনাবঃ সমুদ্রিয়ঃ। (ঋকবেদ ১।২৫।৭)

---

* Vide "Indian Antiquary" Vol. V. Page 59.

যে বরুণদেব আকাশ বিচরণশীল পক্ষীগণের পদ (গতি) অবগত আছেন যিনি সমুদ্র গমনশীল অর্ণবযান সকলের পদ (course) —গতিও বিদিত আছেন—যিনি অন্তরীক্ষের ও সমুদ্রের রাজা, তিনি আমাদের বন্ধন মোচন করুন।

অপিচ মহাত্মা বিদুর পাণ্ডবদিগকে যতুগৃহদাহ হইতে রক্ষা করিবার জন্য গোপনে এক খানি নৌকা প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে কি প্রকারের নৌকা শুন—

সর্ব্ববাত সহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতাকিণীং।

(মহাভারত বনপর্ব্ব)

সেই জলযান সকল প্রকার বায়ু সহ্যকারী, যন্ত্র এবং পতাকাদিযুক্ত। অর্থাৎ যন্ত্র সাহায্যে চালিত হয়। এখন বুঝ যে, সে যান বর্ত্তমান ষ্টীমারাদির ন্যায় বটে কি না ?

ইহা ভিন্ন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে "অশ্বতরি" নামক যানে আরোহণ পূর্ব্বক উদ্দালক ঋষিকে ইন্দ্রপ্রস্থে আনিবার জন্য পাতালপুরে পতঞ্জল* (Patagonia in S-America) নামক স্থানে গমন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে পৃথিবী পর্য্যটনের যে পথ (Tour round the world) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে প্রায় ৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ঠিক সেই সকল স্থান অতিক্রম পূর্ব্বক শেষে উত্তর মহাসমুদ্র বাহিয়া পতঞ্জলে উপস্থিত হন। এবং যথা সময়ে

---

* পাতালপুরে বা আমেরিকাতেও প্রাচীনকালে আর্য্যদিগের নিবাস ছিল। পতঞ্জল, বলিভিয়া প্রভৃতি স্থানই তাহার প্রমাণ। দানবপতি বলি রাজার রাজধানী বলীনগরই বর্ত্তমান "বলিভিয়া" (Bolivia)। যথা— বলৌ প্রবুদ্ধে তন্নালং বিরেজে নগরং তদা। (যোগবাশিষ্ঠ ৫।২৯।২)।

সেই পথ দিয়াই উদ্দালক সমভিব্যাহারে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। এখন একবার ভাব দেখি যে "অশ্বতরি যান" কি ? মহাসমুদ্র বাহিয়া যায়, সে ত যেমন তেমন যান নহে। অশ্ব শব্দে অগ্নিকে বুঝায় যথা ( অগ্নির্বা অশ্বঃ—শতপথে ) এবং তরি ( তরত্যনয়া তৄই ) যাহা দ্বারা উত্তীর্ণ বা পরিচালিত হয় সুতরাং অশ্বতরিযান বলিলে অগ্নি সাহায্যে পরিচালিত জলযান বিশেষ। এখন বুঝ "অশ্বতরি" যান বর্ত্তমানের ষ্টীমারাদির (steamer) ন্যায় জলযান বটে কি না ? এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাউক, শবররাজ মহারাজ শিব গুপ্তের রাজত্ব কালে ত্রৈলঙ্গ হইতে আগত চন্দ্রবংশীয় জন্মেজয় নামা জনৈক ব্যক্তি তাৎকালিক উড়িষ্যার সামন্ত রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করেন। কিন্তু উড়িষ্যার এই সামন্ত রাজা কলিঙ্গের মহারাজের অধীন ছিলেন, সুতরাং নূতন রাজা জন্মেজয়ও শবর রাজের অধীনস্থ সামন্ত রাজা হইলেন।*

এই জন্মেজয়ের পুত্রের নাম যযাতী। ইনি রাজা হইয়া ২য় ইন্দ্রদ্যুম্ন বা যযাতী কেশরী আখ্যা গ্রহণ করেন। ইনি শবররাজ মহারাজ ভবগুপ্তের সমসাময়িক। অনুশাসন পত্রানুসারে ইহার রাজত্ব কাল ( ৪৭৬—৫২৬ খৃষ্টাব্দ ) উৎকলের ইতিহাসাদিতে লিখিত আছে যে জগন্নাথদেবের মন্দির পুনঃসংস্কার বা পুনরুদ্ধার করিয়া ইনি যযাতী কেশরী বা দ্বিতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাধি লাভ করেন। মহারাজ ভবগুপ্ত তখন রাজিমে রাজত্ব করিতে ছিলেন। ইতি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে যব-

* Vide—Journal Asiatic Society of Bengal 1877 Part I. Page 153, 175.

দ্বীপ নিবাসী রক্তবাহু নামক যবনের আক্রমণ কালে শবররাজ শিবগুপ্ত কর্ত্তৃক জগন্নাথদেব রাজিমে আনীত হইয়া তথায় সংস্থাপিত হইয়াছিলেন। সামন্তরাজ যযাতী (২য় ইন্দ্রদ্যুম্ন) এই রাজিমের মূর্ত্তির অনুকরণে দ্বিতীয় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াই হউক, কিম্বা মহারাজের অনুমত্যানুসারে সেই চতুর্ভুজ জগন্নাথ মূর্ত্তি লইয়া গিয়াই হউক, ব্রাহ্মণাদি দ্বারা যজ্ঞাদি করাইয়া তাহা নিলাচলে পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত করেন। তাই লোক মধ্যে প্রবাদ আছে এবং পুরাণাভিধেয় গ্রন্থাদিতেও লিখিত হইয়াছে যে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা কর্ত্তৃক নিলাচলে দারুব্রহ্ম জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল।

শিষ্য—আচ্ছা, শবর রাজের সময়ে জগন্নাথদেবের পূজা এবং ভোগাদি কার্য্য কাহাদের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত? এবং মহাপ্রসাদভক্ষণপ্রথা কোন্ সময় হইতে প্রবর্ত্তিত হয়? সবিশেষ বলুন।

গুরু—শবরেরাই জগন্নাথদেবের পূজা করিত এবং ভোগাদিও প্রস্তুত করিত। পূজক এবং সুপকার উভয়ের কার্য্যই শবরদের দ্বারা নিষ্পাদিত হইত। পরে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন (যযাতী কেশরী) পূজার জন্য ব্রাহ্মণাদি নিযুক্ত করিলেন বটে, ভোগ প্রস্তুত কিন্তু পূর্ব্ববৎ শবরদের দ্বারাই হইতে লাগিল। তাহা-দিগকে তাড়াইয়া দেওয়ার ক্ষমতা ইন্দ্রদ্যুম্নের ছিল না, কারণ তিনি স্বয়ং একজন সামন্ত রাজা, মহারাজ শবর রাজের অধীন, সুতরাং মহারাজের নিযুক্ত শবর সুপকারেরাই পাকাদি পূর্ব্ববৎ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্ট বর্ণ এইজন্য তৎকালে মহাপ্রসাদ ভক্ষণে আপত্তি করিতেন, অনেকে তাহা খাইতেনও

না। উৎকল খণ্ডের নিম্নলিখিত বচনটী তাহার দীপ্যমান প্রমাণ। যথা—

দেবোচ্ছিষ্টং ন জগ্রাহ অন্যপাকাভিশঙ্কয়া।

(উৎকলখণ্ড)

(অন্য) ব্রাহ্মণেতর বর্ণদ্বারা দেবতার ভোগ প্রস্তুত হয়, এই আশঙ্কা করিয়া কেহ যেন প্রসাদ ভক্ষণে অনাস্থা প্রকাশ না করে। জগন্নাথের উদ্দেশে যাহা ভোগ দেওয়া যায় তাহার নাম "মহা প্রসাদ"। এই মহা প্রসাদের জন্যই জগন্নাথ এখন সাধারণের নিকট এত বিখ্যাত। অনার্য্য বা নীচজাতি কোন সভ্য বা আর্য্যজাতির উপর আধিপত্য পাইলে সভ্য জাতিকে আপনাদের সমাজভুক্ত করিয়া নিজেরাও বড় হইবার চেষ্টা করে। ইহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। সুচতুর শবররাজগণ তাঁহাদের অধীনস্থ সোমবংশীয় রাজগণকে আয়ত্ত করিয়া, তাঁহাদিগের ন্যায় তাঁহারাও আপনাদিগকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তাহা শবররাজ শিবগুপ্ত ও ভবগুপ্তের সময়ে উৎকীর্ণ শাসন পত্র পাঠে জানা যায়। মিত্রতা ও অধীনতা পাশে বদ্ধ রাজা যযাতি (ইন্দ্রদ্যুম্ন) ও তাঁহার অনুগত ব্রাহ্মণগণ, প্রবল পরাক্রান্ত শবররাজের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে পারিলেন না। বরং দারুরূপী পরমব্রহ্মের নিকট জাতিভেদ থাকিতে পারে না। ছোট বড় সকলেই তাঁহার সেবার সমান অধিকারী—এবং উচ্চ নীচ সকলেই জাতি নির্ব্বিশেষ দেবের প্রসাদ একত্রে গ্রহণ করিতে পারে, পুণ্যস্থলে তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। তৎপরবর্তী উৎকল-

খণ্ড, কপিল সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে তাহাই "মহা প্রসাদ মাহাত্ম্য" বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষ বিবরণ ঐসকল গ্রন্থ দেখ। আর এক কথা, নারদ, ব্রহ্ম প্রভৃতি পুরাণে বিস্তৃত ভাবে জগন্নাথ দেবের মাহাত্ম্য বর্ণিত থাকিলেও মহা প্রসাদের মাহাত্ম্য দূরে থাকুক নামটা পর্য্যন্তও উল্লিখিত হয় নাই। আর বঙ্গীয় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য বিস্তৃভাবে বর্ণনা করিলেও মহাপ্রসাদের কোন কথাই বলেন নাই। ইহার কারণ কি? এ মহাপ্রসাদভক্ষণপ্রথা আধুনিক বলিয়া তিনি ইহা উল্লেখযোগ্য মনে করেন নাই, আর উৎকল খণ্ডের নিম্ন লিখিত শ্লোক দ্বারা প্রমাণীত হইতেছে যে, কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাপ্রসাদভক্ষণ অশাস্ত্রীয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইলে তাহাদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য এই শ্লোকগুলি পরে রচিত হইয়া সংযোজিত হইয়াছে। যথা—

সাধারণং ধর্ম্ম-শাস্ত্র ক্ষেত্রে হস্মিন্ন বিচার্য্যতে।
অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যো দেবেন প্রবর্ত্তিতঃ॥
আচরো প্রভবো ধর্ম্ম-ধর্ম্মস্য প্রভুরচ্যুতঃ।

(উৎকল খণ্ড ৩৮ অঃ)

সাধারণ ধর্ম্ম শাস্ত্র এখানে (নিলাচলে) খাটিতে পারে না। এই (মহাপ্রসাদ ভক্ষণ রূপ) ধর্ম্ম স্বয়ং ভগবান প্রচার করিয়াছেন। আচার হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি এবং স্বয়ং জগন্নাথই ধর্ম্মের কর্ত্তা। ১৫০৩ খৃঃ অব্দে চৈতন্যদেব যখন পুরুষোত্তমে গমন করেন, তখনও রাজা প্রতাপ রুদ্রের প্রধান পণ্ডিত নবদ্বীপনিবাসী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত বাসুদেব সর্ব্বভৌম

ভট্টাচার্য্য মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিতেন না। চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে, যে চৈতন্যদেব এক দিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে প্রসাদ খাওয়াইয়া বলিতেছেন—"আজ আমার সকল আশা পূর্ণ হইয়াছে। সার্ব্বভৌমের মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হইয়াছে ইত্যাদি"। এই সমুদায় কারণ পরম্পরায় সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে যে, রাজা যযাতীর ( ইন্দ্রদ্যুম্নের ) পূর্ব্বে এই মহাপ্রসাদ ভক্ষণ প্রথা প্রচলিত ছিল না। এই সময় হইতেই অল্পে অল্পে চলিয়া উৎকলের রাজা কপিলেন্দ্রদেবের পুত্র পুরুষোত্তমের সময় পূর্ণমাত্রায় জাতিনির্ব্বিশেষে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ প্রথা প্রচলিত হইতে থাকে ( ১৫০৩ খৃঃ অব্দ )। এই সময়ে চৈতন্যদেব নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন, সুতরাং বলা যাইতে পারে যে চৈতন্যের সময়েই চৈতন্য ও তাঁহার ভক্তবৃন্দদ্বারা ভারতের নানাস্থানে এই মহাপ্রসাদমাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছে। এবং তদ্ভক্ষণ সমাজে ধারাবাহিকরূপে চলিয়া আসিতেছে। এবং জাত্যাভিমানী গোঁড়া ব্রাহ্মণগণও তত্ত্বদর্শন ভাণে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তাহা ভক্ষণ করিতেছে।

যখন জগন্নাথের পূজারি ব্রাহ্মণগণ দেখিল যে, বিভিন্ন স্থান হইতে আগত যাত্রীগণ প্রসাদভক্ষণে আর বিশেষ একটা আপত্তি করিতেছে না—সকলেই পরিতোষের সহিত মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিতেছে, তখন সেই ব্রাহ্মণগণ ( পূজারিগণ ) সূপকার শবরদিগের যজ্ঞোপবীত দিয়া ব্রাহ্মণ করিয়া লইল। তাই এখনকার সূপকারগণ আপনাদিগকে বলভদ্র গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়। বর্ত্তমানের ব্রাহ্মণ সূপকারগণ সেই শবর সূপকারদিগেরই বংশধর, তবে যজ্ঞোপবীতযুক্ত। ইহারা এখনও

শওরর বলিয়া পরিচিত। বলা বাহুল্য যে "শওয়র" শবর শব্দের অপভ্রংশ। ইহাদিগকে দৈত্যাপতিও বলে। ভারতের আদিমনিবাসী অনার্য্যের নাম দৈত্য বা অসুর। এই শবরেরাও আদিমনিবাসী।

এখানে বলা আবশ্যক যে, মাগুনিয়া দাস ও শিশুরাম দাস প্রভৃতি দেশীয় জগন্নাথের বিবরণ সংগ্রহকারেরা বোধ হয় অনেকটা উড়িষ্যার প্রচলিত প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া উড়িয়া ভাষায় এই সমুদায় ঘটনাবলী এমনি অলৌকিক ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহাতে লোকের চ'কে ধাঁদা লাগাইতেছে, প্রকৃত তথ্য—আসল ঘটনা—বুঝা ভার হইয়াছে। নিম্নে তাহার কতকটা আভাস দেওয়া গেল।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নযোগে জগন্নাথ দেবকে (নারয়ণকে) সন্দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, প্রভো, কে আপনার পূজা করিবে? নারায়ণ বলিলেন, যে শবর বনে আমার পূজা করিত, তাহার পুত্র পশুপালক দৈতাপতি আমার সেবক হইবে। তাহার সন্তানগণ চিরকাল দৈতাপতি নামে আমার সেবক থাকিবে। বলভদ্র গোত্রীয় "সুয়ারগণ" আমার রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত হইবে। আমার প্রসাদ সকল জাতিই জাতিভেদ ভুলিয়া একত্রে বসিয়া আহার করিবে। রাজা তোমার কোন চিন্তা নাই। আমি কলিযুগে হস্তপদবিহীন বুদ্ধরূপে এখানে থাকিব, তুমি সোণা দিয়া আমার হাত গড়াইয়া দিও।*

* মুই বউদ্ধ রূপ হই। কলি যুগরে থিপুরহি॥
স্বর্ণ হাত গোড় করি। গড়াহি দেব সওধারী॥ (মাগুণিয়া দাস)।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যে মন্দিরের পুনরোদ্ধার বা পুনঃসংস্কার করেন, তাহা তাঁহার বংশধরদিগের অমনোযোগে কালবশে ভগ্ন হইয়া ভূপতিত হয়। পরে ১১শ শতাব্দে কেশরী রাজ-বংশের পতনে * গাঙ্গেয় রাজ মহাবীর চোরগঙ্গ উৎকল অধি-কার করেন। ভুবনেশ্বরের নিকটবর্ত্তী কেদারেশ্বর দ্বারে উৎ-কীর্ণ শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে ২০০৪ শকে চোরগঙ্গের রাজত্বকালে কেদারেশ্বর মন্দির নির্ম্মিত হয়। এই সময়েই বা ইহার কিছু পূর্ব্বে অনুমান ১০৭৪ হইতে ১১০০ অব্দের মধ্যেই জগন্নাথদেবের বর্ত্তমান মন্দিরও তাঁহারই দ্বারা নির্ম্মিত হয়। বিশ্বকোষ প্রণেতা এইমত বলেন। তাহা হইলে বলিতে হয়, যে বর্ত্তমান জগন্নাথ মন্দির আজ প্রায় ৯ শত বর্ষ হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু উৎকলের সকল ইতিহাস লেখকেরা এক-বাক্যে বলিয়া থাকেন যে, ১১৯৬ খৃঃ অব্দে অনঙ্গ ভীমদেব প্রায় ৩০।৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরমহংস বাজপেয়ীর তত্ত্বাবধানে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করান। কিন্তু খোদিত শিলাফলক ও তাম্রফলকাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, অনঙ্গ ভীম এই মন্দিরের সংস্কার মাত্র করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। গঙ্গাবংশের পতনে সূর্য্যবংশীয় কপিলেন্দ্রদেব কর্ণাট হইতে আগমন করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করেন। রাজা ও রাজমন্ত্রিগণ সকলেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। পুরুষোত্তমের মন্দিরের খোদিত শিলাফলকে লিখিত আছে যে এই রাজা কপিলেন্দ্রদেব জগন্নাথের দৈনন্দিন সেবার জন্য অনেক নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি প্রদান করেন। এই বংশের রাজা

* Vide Dr. Mittras Antiquities of Orissa.

মুকুন্দদেবের সময়ে ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে যবন সেনাপতি বিখ্যাত কালাপাহাড় উৎকল আক্রমণ করে। রাজা মুকুন্দদেব নিহত হন। জগন্নাথের পূজারি ব্রাহ্মণগণ ও পাণ্ডাগণ এই সংবাদ পাইয়া জগন্নাথ লইয়া চিল্কা হ্রদে নিমজ্জিত করিয়া রাখে। কিন্তু কালাপাহাড় তাহা অনুসন্ধান দ্বারা বাহির করিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। মাদলা-পঞ্জীতে লিখিত আছে যে, কালাপাহাড়ের অনুজ্ঞানুসারে তাহার অনুচরেরা সেই অর্দ্ধদগ্ধ মূর্ত্তিগুলি সমুদ্র জলে ফেলাইয়া দেয়। বেশর নামা জনৈক ভক্ত মহান্ত তাহা দেখিয়া সেই অর্দ্ধদগ্ধ মূর্ত্তিগুলি গোপনভাবে লইয়া গিয়া কুজঙ্গে লুকাইয়া রাখে। এই ঘটনার ২০ বৎসর পরে রাজা রামচন্দ্র দেবের রাজত্বকালে সেই অর্দ্ধদগ্ধ মূর্ত্তিগুলি কুজঙ্গ হইতে শ্রীক্ষেত্রে আনীত হয়। রাজা রামচন্দ্র যথাশাস্ত্র নিম্বকাষ্ঠে দারুব্রহ্মের নব-কলেবর এই অর্দ্ধদগ্ধ মূর্ত্তির আদর্শে নির্ম্মাণ করাইয়া মহা সমারোহে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। এই মূর্ত্তিই আমরা এখন দেখিয়া থাকি। ইহা সেই অর্দ্ধদগ্ধ মূর্ত্তির আদর্শে নির্ম্মিত। তাই এ এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি, না মানুষ - না পশু। এ অপূর্ব্ব মূর্ত্তির বিষয় "নিলাদ্রিমহোদয়" নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ আধুনিক। চৈতন্যদেবেরও পরে রচিত, কেননা চৈতন্যদেব, (১৫০৩ খৃঃ অব্দে) জগন্নাথের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থে ইহার প্রমাণ আছে, অধিকন্তু তাঁহার জীবনচরিত লেখকগণও তাহাই বলিয়াছেন। আর উৎকলখণ্ড, নারদ পুরাণ, ব্রহ্ম পুরাণ, কপিলসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে জগন্নাথের চতুর্ভুজ মূর্ত্তির বিষয়ই লিখিত আছে, তাহাত ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা

ভিন্ন ভুবনেশ্বরস্থ অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে জগন্নাথ ও বলরাম চতুর্ভুজ এবং সুভদ্রার দ্বিভুজ প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি আছে এবং ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীক্ষেত্র হইতে নীত হইয়া শবরাজ মহারাজ শিব গুপ্ত কর্ত্তৃক স্বীয় রাজধানী রাজিমে যে প্রাচীন আসল মূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও চতুর্ভুজ ছিল। এখনও রাজিমে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। আর এক কথা, এখনও স্নানযাত্রাদি উৎসব উপলক্ষে জগন্নাথ ও বলরামের চতুর্ভুজ মূর্ত্তিই চিত্রিত হইয়া থাকে। অতএব নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে আদৌ জগন্নাথ ও বলরামের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ছিল। বর্ত্তমানের মূর্ত্তি দগ্ধমূর্ত্তির আদর্শে নির্ম্মিত, তাই অপূর্ব্ব ধরণের। এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিব্যূহ স্ব স্ব গ্রন্থে অভিমতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই দারুব্রহ্মের বা জগন্নাথ দেবের মূর্ত্ত্যাদি বৌদ্ধ যন্ত্রাদির সহিত সাদৃশ্য থাকায় বোধ হইতেছে যে, বৌদ্ধপ্রভাব খর্ব্বীকৃত হইলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্ম সংস্থাপনবৎ বৌদ্ধ যন্ত্রাদির অনুকরণে জগন্নাথাদির অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া পুরীতে সংস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং বৌদ্ধ প্রভাবের সময় বা তৎপূর্ব্বে উহাদের অস্তিত্বও ছিল না।* এ সম্বন্ধে যাহা যাহা উক্ত হইয়াছে তদ্দারা বুঝিয়া

* Vide--Dr. Mittar's Antiquities of Orissa Hunter's statistical account of Bengal, Fergusson's Indian Architecture এবং "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" (অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত)। ডাক্তার মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং "ষ্টার্লিং" (Starling), কন্নিংহাম (Cunning-

নও যে, এ মত কতদূর সমীচীন ও সঙ্গত। পুনরালোচন নিষ্প্রয়োজন। বর্ত্তমানে পুরীর রাজাই মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক এবং দেব-সেবক। দেবসেবার উপযোগী অনেক ভূ-সম্পত্তি তাঁহার অধীনে আছে।

শিষ্য—"রথস্থ বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন জায়তে"—অর্থাৎ রথযাত্রার দিন জগন্নাথদেবকে রথোপরি সংস্থিত সন্দর্শন করিলে জীবের আর পুনর্জন্ম হয় না। এ প্রবাদ কি সত্য নহে?

গুরু—ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে বেদ মন্ত্রাদির অর্থ দুই প্রকার কাব্য বা ব্যবহারিক অর্থ এবং তত্ত্বার্থ। অর্থাৎ মুখ্য এবং গৌণ অর্থ। মুখ্যার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, তাহা সহজে সাধারণকে বুঝাইবার জন্যই গৌণার্থের সৃষ্টি অর্থাৎ গৌণ দেখিয়া মুখ্য বুঝিতে হইবে; কেননা সকলেই ত আর মুখ্য দেখিয়া পদার্থ নির্ণয় করিতে সমর্থ নহে। সুতরাং মুখ্যার্থ ই প্রকৃত অর্থ। গৌণার্থ সংসারমুখীন্ বলিয়া মিথ্যা, তবে স্থল-বিশেষে মুখ্যের কিঞ্চিৎ দ্যোতক মাত্র। এইজন্য আচার্য্য যাস্ক ও জৈমিনি মুনি উভয়েই তত্ত্বার্থকে প্রকৃত বলিয়া তদ্-গ্রহণেরই ভূয়োভূয় উপদেশ করিয়াছেন।* এখন কথা হই-তেছে যে, কোন্ মুখ্যার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই গৌণার্থ কথিত হইয়াছে। শ্রুতি বলিতেছেন—

---

ham), ফার্গুসন (Forgusson), হণ্টার (Hunter), প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত-গণ একবাক্যে লিখিয়া গিয়াছেন যে, বৌদ্ধদিগের মাল মসলা লইয়াই জগন্নাথ দেবের সৃষ্টি হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘই হিন্দুদিগের জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম। কিন্তু এ মত সমীচীন নহে।

* মুখিশেষ "দেব পূজা" ৩য় পৃষ্ঠা দেখ।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীর রথ মেবং তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃপ্রগ্রহমেবচ। ইন্দ্রিয়াণি
হয়া নাহুর্বিষয়া স্তেতু গোচরানঃ

( কঠোপনিষদ ৩।৩—৪ )

* * মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে।

( কঠোপনিষদ ৫।৩ )

এই পরিদৃশ্যমান স্থূল দেহই রথস্থানীয়। দেহস্থ দেহী বা আত্মাই রথি বা রথস্বামী। বুদ্ধি এই রথের সারথী, ইন্দ্রিয় সকল এই দেহরথের অশ্বাদি। মন, অশ্বকষায় রজ্জু (লাগাম)। ইন্দ্রিয় উপভোগ্য বিষয় রূপরসাদি, অশ্বদিগের গন্তব্য পথ। এই অপরিচ্ছিন্নদেহী অশরীরী হইয়াও শরীরস্থ, সুতরাং বামন বা পরিচ্ছিন্নবৎ দৃষ্ট হইয়া থাকেন। আপন আপন দেহরথে যিনি সেই বামনদেবকে সাক্ষী স্বরূপে নির্লিপ্ত ভাবে উপবিষ্ট দেখেন এবং তাঁহার অধিষ্টান বশতঃই রথাদি পরিচালিত হইতেছে উপলব্ধি করেন, সেই ব্যক্তিরই প্রকৃত প্রকৃতি বিবেক হইয়াছে। রথ পরিচালন বিজ্ঞান জন্মাইয়াছে। তিনিই কৃতার্থ হন। তাঁহাকে আর যোনিগ্রহণ করিতে হয় না—জন্মলাভ হয় না। এই প্রকৃত মুক্তির ব্যাপার সহজে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্যই বাহিরে দারুময়ী রথে বামনদেব জগন্নাথের অবস্থান সন্দর্শন সূচিত হইয়াছে মাত্র। সুতরাং ইহা উপলক্ষ্য মাত্র বুঝিতে হইবে। এখন কথা হইতেছে যে, মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া যদি গৌণার্থ-কেই মুখ্যার্থ বলিয়া গ্রহণ কর, অনিত্যের দ্বারা নিত্যলাভ হয়—কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষ হয়, সংক্ষেপতঃ ভৌমতীর্থাদির দর্শন

এবং তদুক্তকৃত্যাদির সম্পাদন দ্বারা মুক্তি লাভ হয় ইহা যদি বল, তাহা হইলে তোমার কথিত যাবতীয় বাক্যাদির ব্যাখ্যা শাস্ত্র-মতে বিষম হইয়া পড়ে এবং বেদাদি সদ্‌শাস্ত্রের বিরুদ্ধ হওয়ায় অপ্রামাণ্য হইয়া উঠে। কেননা কেবল কর্ম্ম অথবা কর্ম্ম-জ্ঞানের সাহচর্য্যে কদাপি মুক্তিলাভ হইতে পারে না। কর্ম্ম-নিরপেক্ষ জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র সাক্ষাৎ কারণ—তবে আশ্রমোচিত বৈদিক কর্ম্মাদির অসকৃদনুষ্ঠান চিত্তশুদ্ধির কিঞ্চিৎ সহায়ক মাত্র, ধর্ম্মসোপানের নিম্ন পৈঠা বিশেষ। নিম্নে কতকগুলি শাস্ত্র প্রমাণ প্রদত্ত হইতেছে।

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্য পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

(যজুর্ব্বেদ)

ব্রহ্মবিজ্ঞান বা তত্ত্বদর্শন ব্যতীত (অয়ণায়) কৈবল্য বা মোক্ষ লাভের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্‌॥

(কঠোপনিষদ ৬।১১)

ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি যস্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে॥

(মুণ্ডকোপনিষদ ২।৮)

কার্য্য কারণের অনন্যত্বহেতু (পর) কারণাত্মনা এবং (অবর) কার্য্যাত্মনা যাহা কিছু প্রত্যক্ষীভূত হয়, ঐ সমুদায়ই সেই আত্মা আমি, আমিই সব, এই মত স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইলে সেই

পুরুষের সমুদায় চিদেকত্ব বিষয়ক সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়—চিদাতিরিক্ত সমুদায় অবস্তু বলিয়া প্রতীত হয়। প্রবৃত্তফলকর্ম্ম ব্যতীত তাবৎ কর্ম্মই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। হৃদয়ের গ্রন্থি অর্থাৎ মূলাজ্ঞান—চিজ্জড়ময় ভাবনা—বিনষ্ট হয়। তখন স্ব-স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। মর্ত্ত্য তখন অমৃত হইয়া যায়। ইহাই সর্ব্ব বেদান্ত সিদ্ধান্ত রহস্য।

পুরুষস্য কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সুখদুঃখাদি লক্ষণ চিত্তধর্ম্মঃ ক্লেশরূপত্বাদ্বন্ধো ভবতি। তন্নিরোধনং জীবনমুক্তিঃ।

(মুক্তিকোপনিষদ)

কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সুখীত্বাদি অন্তকরণের ধর্ম্ম, অজ্ঞানতা হেতু নিত্যমুক্ত পুরুষে অধ্যাসিত হওয়ায়, পুরুষ অজ্ঞানতা বশতঃ বদ্ধবৎ প্রতিভাত হয়। কেবল জ্ঞানের দ্বারা ছাদকবৎ সেই মূল অজ্ঞানের নাশে পুরুষ ঘনবিনির্মুক্ত অর্কবৎ স্বয়ং প্রকাশিত হন, ইহাকেই জীবনমুক্তি কহে।

বাধনা লক্ষণং দুঃখমিতি।
তদত্যন্ত বিমোক্ষো পবর্গঃ॥

(ন্যায়দর্শন ১।১)

সমস্ত প্রকার বাধা বা ইচ্ছা বিঘাত এবং পরতন্ত্রতার নাম দুঃখ, সেই দুঃখের অত্যন্ত অভাব হইলে বিশুদ্ধ মনে যে এক প্রকার পরমানন্দ উপভুক্ত হয়, সেই নিত্য পরমানন্দ ভোগের নাম মোক্ষ।

সত্ত্ব পুরুষয়োঃ শুদ্ধি সাম্যে কৈবল্যমিতি।

(পাতঞ্জলদর্শন ৩।৫৬)

সত্ত্ব অর্থাৎ অন্তঃকরণ বৃত্তিশূন্য হইলেই শুদ্ধ হয়, এবং পুরুষের কল্পিত ভোগশূন্যতাই শুদ্ধি, এবম্বিধ শুদ্ধাবস্থাই কৈবল্য বা মোক্ষ বলিয়া অভিহিত।

জ্ঞানান্মুক্তিঃ।

(সাংখ্যদর্শন)

জ্ঞান হইতে মুক্তি অর্থাৎ বন্ধন বিনাশ হয়। বন্ধন আর কিছুই নহে, কেবল নিজের নিত্য মুক্ততা জ্ঞানের অভাব।

তদাভাবে সংযোগাভাবো প্রাদুর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ।

(বৈশেষিক দর্শন ৫।২।১৯)

(তৎ) জীবাত্মার সংস্কার বা ভোগ বাসনা ক্ষয় হইলে, কামনা নিবৃত্ত হইলে, ভব-নিরোধ হয়—অপবর্গ বা মোক্ষলাভ হয়।

বিদ্যা কর্ম্মণো রিতি তু প্রকৃতত্বাৎ।

(বেদান্তদর্শন ৩।১।১৭)

বিদ্যা এবং কর্ম্ম এই দুই মার্গই আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। বিদ্যা (জ্ঞান) দ্বারা মোক্ষলাভ হয় এবং কর্ম্মের দ্বারা পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হয়। বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন—

বিচারোপশমাভ্যাং হি ন বিনাসাদ্যতে হরিঃ।
বিচারোপশমাভ্যাঞ্চ মুক্তস্যাজ্ঞ করণে কিম্॥

(যোগবাশিষ্ট ৫।৪৩।২৩)

বিচার বা সমদর্শন অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত তাবৎই অসৎ ইহা নিশ্চিতকরণ এবং উপশম অর্থাৎ চিত্তশূন্যতা বা বাসনা

ত্যাগ, ইহাই মুক্তিলাভের বা ব্রহ্মপ্রাপ্তির একমাত্র দ্বার। এবম্বিধ বিচার ও উপশম বিবর্জ্জিত ব্যক্তিকে ব্রহ্মা আসিয়াও মুক্তি দিতে পারে না। এই সমুদায় বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র বাক্য দ্বারা সুস্পষ্ট উপপন্ন হইতেছে যে, জ্ঞান ব্যতিরেকে কখনও মুক্তি হয় নাই, হয় না এবং হইবে না। সুতরাং ভৌমকাশীতে মরিলেই মুক্তি হয়, সব পাপ তাপ খণ্ডাইয়া যায়, গঙ্গাস্নানেই মোক্ষলাভ হয় ইত্যাদি প্রকারে তোমার কথিত বাক্যাবলিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে, আরব্ধ ভোগের অসমাপ্তিতেও মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, অপরিসমাপ্তী কর্ম্মী ব্রহ্ম বিজ্ঞানের বা তত্ত্বদর্শনের অধিকারী হয়। অজ্ঞান থাকিতেও জ্ঞান হয়, সংক্ষেপতঃ "মৃত্যুরেবমুক্তি রিতি" অর্থাৎ মরিবামাত্রই অযাচিত এবং অবাধিত মুক্তি স্বতঃই উপস্থিত হয়। এক কথায়, কর্ম্ম-নিরপেক্ষক কেবল জ্ঞানাপেক্ষক মোক্ষপ্রতিপাদক এসকল্ অধ্যাত্ম শাস্ত্র কোন কার্য্যেরই নহে। লৌকিক, ব্যবহারিক বা গৌণ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র প্রামাণ্য। বলা বাহুল্য যে নিঃশ্রেয়স পথের কণ্টক স্বরূপ শাস্ত্র বিরুদ্ধ এই লোকাচার ধর্ম্মই দিন দিন সমাজ মধ্যে লব্ধপ্রসর হইতেছে। লোকেও মূল (মুখ্য) বস্তু পরিত্যাগ করিয়া বা কালবশে ভুলিয়া গিয়া বাহ্য চিহ্নকেই যথাসর্ব্বস্য জ্ঞান করিতেছে। আড়ম্বরই দিন দিন অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ অধিকার করিয়া ফেলিতেছে। একান্ত প্রয়োজনীয় ও যাহা বাস্তবিক ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব তৎসমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোক সকল কেবল মাত্র অনিষ্টকর বিষয় ও ধর্ম্মের বাহ্যাঙ্গ লইয়াই ব্যস্ত হইতেছে। দেশী বিদেশী সকলেরই নিকট যে ভারত এককালে সমগ্র ভূগোলের শিক্ষক বলিয়া প্রখ্যাত ছিল,

সেই ভারত আজ কতিপয় স্বার্থী উপধর্ম্মাচার্য্যের মোহজালে পতিত হইয়া জড়োপাসক হইয়া পড়িয়াছে এবং পড়িতেছে। পশুরাজ এড়কত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। বিখ্যাত ভারত যুদ্ধের সময় হইতে অর্থাৎ আজ প্রায় পঞ্চ সহস্র বর্ষ হইতে চলিল বেদাদি সত্য শাস্ত্র বিরুদ্ধ এই প্রকার লোকাচার ধর্ম্মের লব্ধ-প্রসরতা হেতু সমাজ মধ্যে, দেশ মধ্যে, বহুল অসত্য কাল্পনিক আচার ব্যবহারাদি বদ্ধমূল হইয়া কালে সত্য এবং শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া প্রতীত এবং পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। ঈদৃশ বদ্ধমূল সংস্কারাদির বিরুদ্ধে হঠাৎ কোন কথা বলিলে, সংক্ষেপতঃ তাহা অলীক বলিয়া প্রতীত করাইতে উদ্যত হইলে, বর্ত্তমান সমাজ তোমার উপর খড়্গহস্ত হইবে। তোমাকে জীবন্তে সমাহিত করিবার চেষ্টা করিবে। আজ কাল ত যথাবিধি বেদাদি সত্য শাস্ত্রের আলোচনা দেশ-মধ্যে একবারেই লোপ হইয়াছে বলিলেই হয়, যাহা কিছু আছে, তাহাও সমাজের, বর্ত্তমান লোকাচারের প্রবল শাসনে খদ্যৎ জ্যোতিবৎ ম্রিয়মাণ, কদাচিৎ প্রতিভাত হয় মাত্র। এখনকার সমাজ শাস্ত্রের বশীভূত নহে, দেশাচার ও লোকাচারের বশীভূত। সত্য বটে যে, অনেক সময়ে লোকাচার শাস্ত্রানুযায়ী, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় লোকাচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ, যেখানে লোকাচার এবং শাস্ত্রে বিরোধ, সত্য শাস্ত্রের অনভিজ্ঞতা বা তৎপ্রবর্ত্তিত নিয়মাদির কঠোরতা হেতু সেখানে লোকাচারই প্রবল হইয়া উঠে। আধুনিক বঙ্গ-সমাজ তাহার দীপ্যমান প্রমাণ। বলা বাহুল্য যে, এই লোকাচার ভয়ে ভীত হইয়া, স্বার্থহানির আশঙ্কায় পূর্ব্বতন এবং ইদানীন্তন সমাজনেতাদিগের মধ্যে অনেকেরই হস্তে বেদপ্রমুখ

এই সনাতন আর্য্যধর্ম্ম অতিশয় সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে এবং আরও পড়িতেছে। তাই সমাজের এত দুরাবস্থা! একেত সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা এই মত শোচনীয়, তাহার উপর বৈদেশিক সংঘর্ষণ, অধিকন্তু দেশ, কাল এবং পাত্রাদিরও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৈষম্য ইত্যাদি প্রকার ত্র্যহস্পর্শযোগে বর্ত্তমান কালে স্বাশ্রমোচিত বিধি বিহিত কার্য্যাদি সুসম্পন্ন করা বড়ই দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে, মহাবিষ সংযোগ হেতু তাহা করিলেও ফল ঠিক্ ঠিক্ হইতেছে না। তাই লোকে অনায়াসলব্ধ সহজ পন্থাই সর্ব্বদা অবলম্বন করিয়া থাকে। এইজন্যই বর্ত্তমান সমাজে মুখ্যার্থ পরিত্যক্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত সুকর গৌণার্থই প্রায় সকল সময়ে পরিগৃহীত হইয়া থাকে, এবং কালে আরও হইবে। আর এক কথা, গৌণার্থ যে ব্যবহারিক বা সংসারমুখীন এবং তাহা মুখ্যার্থের বা পারমার্থিকের কেবল নির্দ্দেশকস্বরূপ তাহা ভুলিয়া গিয়া লোকসমূহ গৌণকেই মুখ্য বলিয়া, ব্যবহারিককেই পারমার্থিক ভাবিয়া, গ্রহণ করিতেছে। সংক্ষেপতঃ গৌণ বা ব্যবহারিক ভিন্ন পারমার্থিক কিছু নাই ইহা নিত্য ব্যবহারে দেখাইতেছে। শাস্ত্র কি বলিতেছেন শুন—

যো হি মুখ্যং পরিত্যজ্য গৌণং সমনুধাবতি।
ত্যক্ত্বা রসায়ণং সিদ্ধং সাধ্যং সংসাধয়ত্যসৌ ॥

(যোগবাশিষ্ট ৫।৪৩।২৮)

যে ব্যক্তি মুখ্য পরিত্যাগ করিয়া গৌণের দিকে ধাবিত হয়, সেই ব্যক্তি সিদ্ধ অর্থাৎ প্রস্তুত রসায়ণ ত্যাগ করিয়া অসাধ্য অর্থাৎ অপ্রস্তুত বা অবিদ্যমান রসায়ণের উৎপাদন করিতে যায়। সুতরাং কোন কালেও ঈপ্সীত ফল লাভে সমর্থ হয় না।

শিষ্য—শুনেছি যে শাস্ত্রে রাজা, মন্ত্রি, গুরু, পুরোহিত প্রভৃতিকেও তীর্থ বলে, ইহার অর্থ কি বলুন?

গুরু—শুন, রাষ্ট্রসম্পৎতীর্থ অষ্টাদশের সমষ্টি। যথা মন্ত্রী, গুরু, পুরোহিত, দ্বারপাল প্রভৃতি ১৮শ জন পুরুষ। রাজা এই তীর্থ স্নানে কৃতকৃত্য হন অর্থাৎ ইহাদের বাক্যাদির যথাতথ্য আলোচনা পূর্ব্বক রাজা সর্ব্বদা রাজকার্য্যাদির পর্য্য-বেক্ষণ করিলে তাহা সুষ্ঠুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, এইজন্য এই ১৮শ জন পুরুষ রাষ্ট্রসম্পৎ তীর্থ নামে অভিহিত।

সতীর্থো ব্রহ্মচারী ত্যুদাহরণম্

(পারস্কর গৃহ্যসূত্র)

যে যে ব্রহ্মচারী এক আচার্য্য সমীপে এক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা সকলেই সতীর্থ অর্থাৎ সমান তীর্থসেবী বলিয়া কথিত হন।

তীর্থং সন্ন্যাসিনামুপাধি বিশেষঃ। সন্ন্যাসিদিগের উপাধিও তীর্থ সংজ্ঞক।

শিষ্য—শুনেছি যে, করতলস্থ স্থান বিশেষকে ব্রাহ্ম, পিতৃ, প্রজাপতি ইত্যাদি তীর্থ বলে। কৈ সে সকল তীর্থের কথা ত বলিলেন না? তাহারা কি সত্য নহে? কাল্পনিক?

গুরু—কাল্পনিক বটে, সবিশেষ বলিতেছি শুন। কদাচিৎ কোন কোন স্থানে তীর্থ শব্দ "তরন্ত্যনেনেতিতীর্থমুদকাব-তরণমার্গঃ" অর্থাৎ তীর্থ শব্দ জলের অবতরণমার্গকে বুঝায়, এই প্রকার অর্থ করিয়া উদকাধার করতলৈক দেশকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন দেখা যায়। কিন্তু এ প্রকার তীর্থ শব্দের প্রয়োগ কেবল ব্যবহারিক বা গৌণ বুঝিতে হইবে, কেননা তৎতৎ স্থলে

নিত্য জলসংস্থানের অসম্ভব। অপিচ অমন্ত্রত্ব এবং অযোগরূপত্ব হেতু করতলস্থ সেই সকল তীর্থের ব্রাহ্মীত্ব বা পিতৃত্বাদিরূপ দেবত্ব কল্পনাও গৌণ এবং ব্যবহারিক, সুতরাং অসম্ভব। অতএব ঈদৃশ তীর্থবারি সংস্পর্শজনিত শুদ্ধি হেতুত্বাদি ধর্ম্ম এবং কল্পিত দেবাদির হিতসাধনত্বাদি কথন্ অধ্যারোপ বিধায় মিথ্যা। পরন্তু প্রমাণ তন্ত্রাদি গ্রন্থেই ইহার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। মনুস্মৃতি ভাষ্যে (২।৫৮) মেধাতিথি মুনি ইহার সবিস্তার বিচার করিয়াছেন দেখ।

গুরু—কেমন, এখন তীর্থ সম্বন্ধীয় তাবৎ সংশয় অপনোদিত হইল ত?

শিষ্য—আজ্ঞে হাঁ মহাশয়। বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

গুরু—ভাল, তবে এক্ষণে এক আধ্ কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক?

শিষ্য—আজ্ঞে আচ্ছা।

গুরু—লোভ বশতঃ কুকুর মাংসশূন্য শুষ্ক হাড় খণ্ডও চিবাইয়া থাকে, চর্ব্বণ কালে তাহার চোয়াল ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়, তাহা হইতে রক্ত বাহির হয় এবং রক্ত হাড় বহিয়া পড়িতে থাকে, কুকুর সেই রক্ত হাড় নিঃসৃত ভাবিয়া তাহা চাটিয়া তৃপ্তিবোধ পূর্ব্বক তাহাতেই লাগিয়া থাকে, কদাপি তাহা ছাড়িতে চাহে না। এই মতে সংসারস্থ প্রায় তাবৎ ব্যক্তিই অজ্ঞানতা বশতঃ গৌণ বা সংসারমুখীন কর্ম্মাদি জনিত অস্থির সুখোপভোগকেই পরম ঈপ্সীততমের সমাগমরূপ মুখ্য বা নিরতিশয় সুখ মনে করিয়া কুকুরবৎ প্রবঞ্চিত হই-তেছে। যেমন স্বপ্নে ভয় পাইয়া স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রত হওয়া

যায় না, সেইমত মায়া বা অজ্ঞান নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন এই জীব-লোক অজ্ঞানের অঘটন কার্য্য সন্দর্শন পূর্ব্বক অজ্ঞানের ক্রোড়ে অবস্থিত হইয়া কেবল গৌণ বা সংসার সুখীন্ তামস ও রাজস কার্য্যাদির অনুষ্ঠান দ্বারা অজ্ঞান বর্জ্জনে কৃতসংকল্প, সংক্ষেপতঃ স্ব স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধাশয়ে—তত্ত্বদর্শনে—ঈপ্সীততমের সমাগম সাক্ষাৎকরণে সবিশেষ লালায়িত, কিন্তু অজ্ঞান ও কর্ম্মের অবিরোধ সম্বন্ধ হেতু ঈদৃশ অনুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞানের পরিবর্ত্তে অজ্ঞানই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হওয়ায় সে আশা—সে তত্ত্বদর্শনেচ্ছা ফল-প্রসূ হইতে পাইতেছে না, সুতরাং অজ্ঞানাবস্থায় জীবন যাপন করায় অজ্ঞানই দিন দিন জ্ঞানের স্থান অধিকার করিয়া লইতেছে, এবং তাহাতেই আবদ্ধ জীবের আনন্দানুভব হইতেছে। তাই বলিতেছি, সমাজ অজ্ঞানতা বশতঃ গৌণকেই মুখ্য ভাবিয়া—মিথ্যাকেই সত্য স্বরূপে গ্রহণ করিয়া—মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য বুঝিয়া—সুখের কাষ্ঠা মনে করিয়া—তাহাতেই তৃপ্তিলাভ পূর্ব্বক গো-গর্দ্দভাদিবৎ জীবনাতিপাত করিতে করিতে যথাকালে মৃত হইতেছে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

# দীক্ষা ও গুরু মাহাত্ম্য।

## গুরু শিষ্যের কথোপকথন।

### (৩য় দিন)

শিষ্য—প্রভো, আজ শীর্ষোক্ত বিষয় যথাযথ বুঝাইয়া দিয়া আমার সুচিরসন্দেহ ভঞ্জন করুন, আমাকে কৃতার্থ করুন, এই আমার সানুনয় নিবেদন, প্রথমতঃ, দীক্ষা কাহাকে বলে? বৈদিক কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইহা কিভাবে কোন্ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, প্রমাণ প্রয়োগাদির দ্বারা সবিশেষ বলিয়া আমার উদ্বেলিত চিত্ত প্রশান্ত করুন।

গুরু—ভাল, সবিশেষ বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। প্রথমতঃ "দীক্ষ-ভাবে অ স্ত্রিয়াং টাপ্ করিয়া দীক্ষা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যথাক্রমে ইহার অর্থও প্রয়োগাদি বলিতেছি—

(১) ব্রত সংগ্রহ কথা—

ব্রতেন দীক্ষা মাপ্নোতি দীক্ষয়োপ্নোতি দক্ষীণাম্।
দক্ষিণা শ্রদ্ধা মাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে ॥

(যজুর্ব্বেদ—১৯।৩০)

ব্রত অর্থাৎ সত্য, আনৃশংস, শমদমাদি সাধনসম্পত্তি পরা বা ব্রহ্মবিদ্যালাভের অন্তরঙ্গসাধন বলিয়া ঈদৃশ ব্রত বা অধিকার সম্পত্তির নাম দীক্ষা। এই দীক্ষারূপ অধিকার সম্পত্তির দ্বারা যোগ্যতার বিকাশই কৃত কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি বা দক্ষিণা। এই ফল প্রাপ্তি বা দক্ষিণা হইতে শ্রদ্ধার উৎপত্তি

হয়। শ্রদ্ধা হইতে সত্য, জ্ঞান এবং অনন্তাখ্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।" শ্রদ্ধা ব্যতীত জ্ঞানের উদয় হয় না, এখানে বলা আবশ্যক যে এই শ্রদ্ধা সৎ বা আত্মা ভিন্ন পদার্থান্তরে উপজিত হইলে, তাহা স্থির থাকে না এবং তাদৃশ চিত্তসম্প্রসাদ ও প্রকৃত সম্প্রসাদ নহে—ব্যামোহমূলক—অসম্প্রসাদ বিশেষ।

শিষ্য—ভাল, আগে ব্রত কাহাকে বলে সবিশেষ বলুন। নচেৎ দীক্ষা শব্দ যে "ব্রত সংগ্রহ"-কে বুঝায়, তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে না।

গুরু—ব্রত শব্দে সামান্যতঃ কর্ম্ম সাধারণকে বুঝায় আবরণার্থক "বৃ" ধাতুর উত্তর কিৎ (পৃষিরঞ্জিভ্যাং কিৎ-উনা ৩৷১০৮) প্রত্যয় করিয়া ব্রত পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এসম্বন্ধে ভগবান যাস্ক কি বলিয়াছেন শুন—

ব্রতমিতি কর্ম্মণাম-বৃণোতীতি সত ইদমপীতর ব্রতমেতস্মাদেব নিবৃত্তি কর্ম্মবারয়তীতি সতো অন্নমপি ব্রতমুচ্যতে যদা বৃণোতি শরীরম্।

(নিরুক্ত)

শুভাশুভ কর্ম্ম মাত্রেই সংস্কার রূপে কর্ত্তার সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ দেহে সংলগ্ন থাকে বলিয়াই কর্ম্মের নাম ব্রত। ব্রত কর্ম্মসামান্যের বাচক হইলেও কেবল শুভকর্ম্মাদিকে বুঝাইবার জন্যই বেদাদিতে ইহা প্রযুজ্য হইয়া থাকে, প্রমাদবশতঃ অনিষ্টকর্ম্মে-প্রবর্ত্তমান পুরুষকে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, যাহা তাহাকে শুভ কর্ম্মে নিয়োজিত করে তাহার নাম ব্রত। আর অন্নাদি শরীরকে আবরণ করে বলিয়া অন্নের নাম ব্রত।

ব্রহ্মচর্য্যং তথাশৌচং সত্যমামিষ বর্জনং
ব্রতেম্বতানি চত্বারি বরিষ্ঠানীতি নিশ্চয়ঃ।

(দেবল)

ব্রহ্মচর্য্য, শৌচ, সত্য এবং বিষয়াভিলাষ রাহিত্য (আমিষং বিষয়াঃ তদভিলাষ রাহিত্যং নিরামিষং আমিষ বর্জ্জনং বা) এই চারিটীই সমুদায় ব্রতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এখন বোধ হয় বুঝিয়াছ যে এখানে "ব্রত" শব্দ শুভ কর্ম্ম নিচয়কেই বুঝাইতেছে। সে শুভ কর্ম্মনিচয় কি কি? শমাদিসাধন সম্পত্তি।• এই শমাদি অন্তরঙ্গ সাধনের পরিপাকফলে চরমে "সত্যমব্রাপ্যতে" সেই সত্য পরম ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহার দর্শন লাভ হয়।

শিষ্য—আচ্ছা, আপনি ত কেবল শমদমাদি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ-রূপ ব্রতর কথাই বলিতেছেন, একাদশী ব্রত, সাবিত্রী, জন্মাষ্টমী, কি অনন্ত ব্রত ইহার কথা ত কিছুই বলিতেছেন না? ইহারা কি ব্রত নহে? এ সকল ব্রত কি প্রাচীন কালে ছিল না?

গুরু—সবিশেষ বলিতেছি শুন—অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি ব্রহ্মপ্রাপ্তির বা তত্ত্বদর্শনের অন্তরঙ্গসাধন বিধায় মুখ্য-ব্রত। সমাজ অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে, তন্ত্রপ্রধানকালে এই মুখ্য ব্রতের আদর্শে তান্ত্রিকগণ কর্ত্তৃক একাদশী, সাবিত্রী, ষট্‌পঞ্চমি ইত্যাদি রূপ গৌণ ব্রতাদির সৃষ্টি হয়। এই গৌণ ব্রত অনায়াস-সাধ্য, কিন্তু মুখ্য তদ্বিপরীত বিধায় প্রভূত আয়াস সাপেক্ষ্য। গৌণ সংসারমুখীন, মুখ্য পরমার্থপ্রদর্শক। প্রাংশু ও বামনে, বলী ও নির্বলে, আকাশ ও পাতালে, যে প্রভেদ, একদুভয়ে তাহা অপেক্ষায়ও অধিক পার্থক্য, তবে সহজ-সাধ্য

বলিয়া লোকে মুখ্যের পরিবর্ত্তে গৌণকেই সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান বঙ্গ সমাজই তাহার দীপ্যমান প্রমাণ। ভারতের অন্যান্য স্থানে বিশেষতঃ বঙ্গের প্রায় সকল স্ত্রীলোকের মধ্যেই এই সাবিত্র্যাদি গৌণ ব্রতেরই সমধিক সাগ্রহানুষ্ঠান দেখা যায়, কদাচিৎ কোন স্ত্রীলোককে শৌচাদি কি শমদমাদি ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ মুখ্য ব্রতাদির সংসাধনে উন্মুখ পরিদৃষ্ট হয়, পক্ষান্তরে পুরুষেরা ত বর্ত্তমানে শিক্ষা দীক্ষাদির অভাবে কি বিপরীতভাবে, ক্রমেই নিব্রতীক হইয়া উঠিতেছে, অথচ ঈদৃশ নিব্রতীক অবস্থাতেই অনেকে ব্রতপতির (ব্রহ্মের) সন্দর্শন লাভে লালায়িত। ঢাল নাই, তলয়ার নাই, নিধিরাম সর্দার—সমরজয়ে সমুৎসুক্! প্রাংশুলভ্য ফল গ্রহণে বামনের হস্ত প্রসারণবৎ সমধিক হাস্যজনক ব্যাপার! সুতরাং ফলও তদ্রূপ হইতেছে। দিন দিনই কি স্ত্রী, কি পুরুষ, উভয়ের মধ্যেই জ্ঞানের স্থানে অজ্ঞান উপচীত হইতেছে, সুতরাং ব্রহ্মরূপকেন্দ্র হইতে যথাপর্য্যায়ে উভয়েই দূরে অপসৃত হইয়া পড়িতেছে। যাজক যজমান দুই মজিতেছে। যজমানের গৌণ-ব্রত সাধনে যাজকের কিঞ্চিৎ পূর্ত্তি হয় বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহাও তাহার ভাবী মহান্ অনিষ্টের মূল। এই সকল গৌণ অর্থাৎ গুণাগত বা সংসারমুখীন ব্রতাদির অনুষ্ঠান দ্বারা "ন সত্যম বাপ্যতে" অর্থাৎ সত্য যে ব্রহ্ম পদার্থ তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, "গৌণ" শব্দই তাহার বিশিষ্ট পরিচায়ক। সবিশেষ বলি শুন—মনে কর এই একাদশী ব্রত। বর্ত্তমানে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, অনেকেই ইহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে কিন্তু গৌণ এবং মুখ্য উভয় ভাবের সমাবেশ দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেই

পূর্ণফলপ্রদ হয়, নচেৎ বর্ত্তমানের ন্যায়, কেবল গৌণভাবে অনুষ্ঠিত হইলে যৎকথঞ্চিৎ ফলোদয় হয় কি না সন্দেহ। বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছি। স্থূলের বা শরীরের ক্রিয়া-নিগ্রহ গৌণ, এবং সূক্ষ্মের বা মনের ক্রিয়া নিগ্রহ মুখ্য। সুতরাং গৌণ মুখ্য মুখাপেক্ষী—মুখ্যের অন্তর্গত। মুখ্য সাধিত হইলেই গৌণ সাধন করা হয়। অতএব সূক্ষ্মের সাধন –মনের নিগ্রহ না হইলে, স্থূলের সাধন—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ হয় না, হইলেও ক্ষণিক, তাহা বিশেষ ফলোপধায়ী নহে। বরং তাহা মিথ্যা-চার মাত্র।* ছিন্নমুষ্ক ছাগাদিই তাহার দীপ্যমান প্রমাণ, অতএব কেবল গৌণ প্রকারান্তরে মিথ্যাচার—ব্যর্থ চেষ্টা বিশেষ। আরও দেখ, উপবাস শব্দের গৌণ অর্থ ভোজন নিবৃত্তি বটে। কিন্তু কেবল ভোজন নিবৃত্তি দ্বারা আত্মবেদন হয় না। বরং মৃত্যু বা শরীর ক্লেশই অবশ্যম্ভাবী। সমুদায় পাপবৃত্তি হইতে উপরত হইয়া শুভবৃত্তি নিচয়ের সহিত ভোগ বর্জ্জিত হইয়া অবস্থানই উপবাস শব্দের মুখ্যার্থ। যথা "উপাবৃত্তস্য পাপেভ্য যস্তু বাস গুণৈ সহ। উপবাস স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্ব ভোগ বিবর্জ্জিতঃ"॥ (ভরত)। অতএব ইহাদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, একাদশীর ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইলে একাদশ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং ইহাদের নিয়ামক মন এই একাদশ ইন্দ্রিয় শাস্ত্র এবং গুরু বাক্যানুসারে পূর্ণভাবে নিগৃহীত হইলেই যথাশাস্ত্র "একাদশী ব্রত" অনুষ্ঠিত হয়।

---

* কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥
(ভগবদ্গীতা ৩।৬)

অনুষ্ঠানোদ্ভূত জ্ঞানের ফল পরিপাকে তত্ত্বদর্শন বা আত্মসাক্ষাৎ-কার হয়। আর গৌণ গুণ ( সত্ত্ব-রজ তম ) হইতে আগত বলিয়া সাবিত্র্যাদি গৌণ ব্রতাদির অনুষ্ঠান ফলে পুনঃ পুনঃ সংসারই আসিবে। জন্ম, মৃত্যু নিবারিত হইবে না সুতরাং তত্ত্বদর্শন হয় না। অপরাপর সমুদয় গৌণ ব্রত সম্বন্ধেও ঠিক এই মত জানিবে।

আর এক কথা, সপ্তমী, জন্মাষ্টমী ( জন্মনঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবস্য অষ্টমী ) প্রভৃতি ব্রত যাহাদের নামে চলিত তাহাদের জন্মের পূর্ব্বে অবশ্য লোকে এ সকল ব্রত বিদ্যমান ছিল না, অথচ লোকে তখনও ত ব্রতাদি করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু সে কোন্ ব্রত? ব্রহ্মচর্য্যাদি, ইহাই মুখ্যব্রত, আবহমানকাল প্রচলিত। পক্ষান্তরে সপ্তম্যাদি ব্রত সংসৃষ্ট ব্যক্তিদের ন্যায় গুণসম্পন্ন হওয়াই যদি গৌণ ব্রতের উদ্দেশ্য বল, তাহাও বাহ্যাড়ম্বরযুক্ত অর্থনাশরূপ যাজক পুষ্টি সাহিত্যে প্রকারান্তরে শমদমাদি মুখ্য ব্রতেরই সাধন বলিতে হইবে; কেননা ললিতা, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি শম দম সত্যাদিরূপ মুখ্য ব্রত প্রভাবেই চিরখ্যাতি লাভ করিয়া-ছেন। অমর হইয়া গিয়াছেন। অতএব ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ শমদমাদি সাধন সম্পত্তিই তত্ত্বদর্শনের অন্তরঙ্গ সাধন সুতরাং মুখ্য ব্রত। আর সমুদায় ব্রতই বহিরঙ্গ সাধন অর্থাৎ স্থূল শরীরাদি দ্বারা সম্পাদ্য বিধায়—গৌণ এবং অনিত্য ফল প্রসূ। তাই মনু বলিতেছেন।

বশে কৃত্বেন্দ্রিয় গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন যোগতস্তনুং ॥
( মনুস্মৃতি ২।১০০ )

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও ইহাদের প্রবর্ত্তক মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া এবং শরীরকে (উপবাসাদি জনিত ক্লেশ রূপ) যাতনা না দিয়া উপায় বিশেষ দ্বারা নিগৃহীত করিয়া সমুদায় পুরুষার্থ সংসাধন করিবে। আর ঈদৃশ অভ্যাস পরিপাক ফলে পরিশেষে নিজের স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি হয়, মুক্তি লাভ হয়, তাই শ্রুতি বলিতেছেন—

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥
( কঠোপনিষদ ২।৬।১০ )

যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি স্ব স্ব ব্যাপার পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মাভিমুখীন হইয়া অবস্থান করে, জীবের সেই অবস্থার নাম পরমগতি বা মোক্ষ। ইহাকে যোগও কহে। ইহাই ব্রত দীক্ষার দক্ষিণা—ব্রতোদ্‌যাপনের ফল। কবিরদাসও একাদশী ব্রতানুষ্ঠানে মনোনিগ্রহ যে মুখ্য সাধন তাহা বলিয়াছেন যথা—

হিন্দু একাদশী ব্রত সাধে দুধ সিংঘারাসেতী
অন্‌কে ত্যাগে মন নহি হটকৈ পারণ করে সগোতী।

বলা বাহুল্য যে বর্ত্তমানের প্রচলিত ব্রতাদিও কেবল গৌণভাবে সংসাধিত হওয়ায় সংসারমুখীন দুঃখ সম্ভিন্ন সুখই উৎপাদন করিতেছে। তাই লোকে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা শান্তি উপভোগ দ্বারা স্বস্থচিত্ত হইতে পারিতেছে না, তাই ব্রত হইতে ব্রতান্তর গ্রহণ করিতেছে। অথচ ব্রতপতির সাক্ষাৎ মিলিতেছেনা।

পূজ্যপাদ ভগবান ব্যাসদেব বলিয়াছেন।

অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।
( বেদান্ত দর্শন ১।১।১ )

সূত্রস্থ “অথ” শব্দের অর্থ অনন্তর। এখন কথা হইতেছে যে, কিসের অনন্তর? অর্থাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে কোন্ দ্রব্যের প্রয়োজন? ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু মুমুক্ষুর ব্রহ্ম দর্শন লাভার্থে অগ্রে চিত্ত চিকিৎসার প্রয়োজন। চিত্ত চিকিৎসা কাহাকে বলে এবং তাহার প্রয়োজনীয়তাই বা কি তাহা ইতপূর্ব্বে (৯০ পৃষ্ঠায়) সবিশেষ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যাহা যউক পুনরায় সংক্ষেপে বলি শুন। গুরোপদিষ্ট অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত ভূমিকে যথামত কর্ষণ করিয়া বিশুদ্ধ এবং যোগ্য কর। মলাবনদ্ধ চিত্তকে অমল কর, শুদ্ধসত্ত্ব হও, সংক্ষেপতঃ আগে যোগ্য অধিকারী হইবার উপায় বা অনুষ্ঠানগুলি শরীর দিয়া (কেবল মুখে নহে) অভ্যাস কর—অধিকার সম্পন্ন হও, তবে ব্রহ্মের কথা জিজ্ঞাসা করিও। আচার্য্য শঙ্কর এই বলিয়া সূত্রস্থ “অথ” শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং শ্রুতিও জীবের কল্যাণার্থে ঠিক তাহাই বলিয়াছেন যথা—

তমেবধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।

( বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৪।৪ )

* পরম ব্রহ্মকে জানিতে হইলে ব্রাহ্মণের (ব্রাহ্মণ শব্দ উপলক্ষণার্থে) সকলেরই শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধানও সন্ন্যাস ইত্যাদি ( ব্রহ্ম ) বিদ্যা লাভের অন্তরঙ্গসাধনসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। নচেৎ কোন দিনই ব্রহ্ম বিদ্যালাভ হইতে পারে না। তত্ত্বদর্শন হয় না। আর ইহা যথাযথ ভাবে শরীর দিয়া অভ্যাস করাও বহু সময় ও প্রভূত আয়াস সাপেক্ষ। তাই সাধারণতঃ লোকের ইহাতে রুচি হয় না।

---

* প্রজ্ঞাকরণ সাধনানি সন্ন্যাসশম দমোপরতি তিতিক্ষা সমাধানানি কুর্য্যাৎ। তেষাং জ্ঞানোৎপত্তৌ অন্তরঙ্গত্বাৎ। ( শঙ্করভাষ্য )

শিষ্য—মুখ ত আর শরীর ছাড়া নয়, সুতরাং মুখে অভ্যাস করিলেই ত শরীর দিয়া অভ্যাস করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম হইতে শেষ উপাধি লাভ করিতে কত শত পুস্তক অভ্যাস করিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই; তাহার তুলনায় আপনার কথিত এই শমাদিসাধন কয়টী ত অতিতুচ্ছ। কয়েক মুহূর্ত্তেই ত তাহা অভ্যাস করা যাইতে পারে? এই সাধন চতুষ্টয় অভ্যাস করিতে কত শত জন্ম কাটিয়া যাইবে কেন? ইহার অর্থ কি?

গুরু—আচ্ছা, বাপু অত স্পর্দ্ধা বা দাম্ভিকতার প্রয়োজন কি? তোমায় জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি তুমি ত ছেলে বেলায় প্রথম পুস্তকে পড়িয়াছ যে "সদা সত্য কহিবে" "চুরি করা বড় দোষ" "সর্ব্বপ্রাণীষু বন্ধুভূতস্যাৎ" অর্থাৎ সকল প্রাণীকে বন্ধুভাবে দেখিবে" ইত্যাদি বিষয়গুলি ত তোমার বেশ অভ্যাস হইয়াছিল সন্দেহ নাই, অথচ তুমি সর্ব্বদা না হউক সুযোগ পাইলেই এখন মিথ্যা কথা বল, চুরিও কর এবং জীব হিংসাও করিয়া থাক সন্দেহ নাই। চোর অপরের দ্রব্য লইতে কিঞ্চিন্মাত্র ও কুণ্ঠিত হয় না, কিন্তু অপরে চোরের দ্রব্য লইতে গেলে চোর ভয়ানক ভ্রূকুটী করিয়া থাকে, তোমার স্বভাব ও ঠিক তাই, কি তাহা অপেক্ষাও অধিক দুষ্ট বলিতে হয়। প্রাণী হিংসা দ্বারা মাংস ভক্ষণরূপ চৌর্য্যবৃত্তি তুমি কোথায় শিক্ষা করিলে? ছেলে বেলার সেই প্রাথমিক শিক্ষা "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" এখন কোথায় গেল? সবই স্মৃতির অতল তলে ডুবিল! আর "They feel pain as well as we do" পড়িয়াই বা তোমার কি হইল? ইহারই নাম,কি অভ্যাস?

বল না? মৌন হয়ে রহিলে কেন? কথার উত্তর কর। অনৃত বাক্য প্রয়োগে তোমার কিছুমাত্র লজ্জা, ভয়, কি অধর্ম্ম মনে হয় না, অথচ অপরে তাহা প্রদর্শন করাইতে উদ্যত হইলে, তুমি তখন খড়্গাহস্ত হও কেন? তখন তোমার সেই সত্যধর্ম্মা-ভ্যাস কোথায় থাকে!

শিষ্য—যাহা বলিলেন তাহা ঠিকই বটে, প্রয়োজন মত সময়ে সময়ে এইমত করিতে হয় বটে।

গুরু—ইহারই নাম কি অভ্যাস? এত তোমাদের কেবল বাক্‌বিন্যাস পাটবতা মাত্র। ভাল অভ্যাস কাহাকে বলে, তাহা বলি শুন, মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন।

তত্রস্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ।

(পাতঞ্জলদর্শন ১।১৩)

অমুক কার্য্য সম্পাদন করিব কি অমুক কার্য্য ত্যাগ করিব ইত্যাদিরূপ সংকল্পসাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও যত্নবান হইয়া স্বাভাবিক বহিপ্রবহণশীল বা বিক্ষিপ্ত চিত্তকে নিরুদ্ধ করণের পুনঃ পুনঃ চেষ্টা বা মানসিক উৎসাহ বিশেষের নাম অভ্যাস। মুখস্থ করায় এ অভ্যাস সিদ্ধ হয় না। পাখী দাঁড়ে বসে রাধা কৃষ্ণ বলে সত্য, কিন্তু বিড়াল দেখিলেই, সে ছোলারখাতিরের মুখস্থ অভ্যাস ভুলিয়া ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া উঠে। অতএব বলিতে হইতেছে যে, শুদ্ধ মুখের অভ্যাসে শরীরে অভ্যাস হয় না। এজন্য পৃথক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন, এখন বোধ হয় বেশ বুঝিয়াছ যে, এখানে বেদান্তোক্ত সাধন চতুষ্টয়ই দীক্ষা শব্দের লক্ষ্যার্থ। সুতরাং সাধন চতুষ্টয়ই ব্রত সংগ্রহ বা দীক্ষা।

শিষ্য—এখন বুঝিলাম যে সাধন চতুষ্টয়কে ব্রত সংগ্রহ বা দীক্ষা বলে। ভাল, হিসাবের মধ্যে—গণনাতে আসিয়াছে। "সংগ্রহ" স্থলে "চতুষ্টয়" হইয়াছে, আচ্ছা, সে সাধন চতুষ্টয় কি কি সবিশেষ বলুন ?

গুরু—(১) নিত্যানিত্য বস্তু বিচার—

ব্রহ্ম অকৃত বিধায় নিত্য এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত তাবৎ পদার্থ (ব্রহ্মাণ্ড) কৃত বিধায় ঘটাদিবৎ অনিত্য এবম্বিধ নিশ্চিত জ্ঞানের নাম নিত্যানিত্য বস্তু বিচার।

(২) ইহামূত্র ফলভোগবিরাগ—

বর্ত্তমান দেহস্থিতি হেতু শাস্ত্র অনিষিদ্ধ অন্নাদির অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণে চিত্ত বৃত্তির দার্ঢ্যতা।

(৩) ষট সম্পত্তি—

শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা। (ক) যে সকল লৌকিক বা ব্যবহারিক বিষয় আত্মজ্ঞানের প্রতিকূল এবং স্বাধিকারের অনুপযুক্ত তাহাতেই অন্তরেন্দ্রিয়ের নিগ্রহের নাম শম। (খ) চক্ষু প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয় গ্রামকে আত্মজ্ঞানের প্রতিকূল বিষয় হইতে নিবৃত্ত করার নাম দম। (গ) বিধানানুসারে বিহিত কার্য্যের বিসর্জ্জনের নাম উপরতি, অথবা সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক আমি কর্ত্তা নহি ইত্যাদি প্রকারে অবস্থান। (ঘ) শীতোষ্ণত্বাদি সহ্য করার নাম তিতিক্ষা। (ঙ) মনকে নিগৃহীত করিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধীয় বাক্য শ্রবণাদি কিম্বা তৎসদৃশ বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতাই সমাধান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। (চ) গুরু বচনে ও বেদান্তবাক্যে একান্ত বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা।

(৪) মুমুক্ষুত্ব—

মুক্তি লাভের ইচ্ছা। ১ম মন্ত্রস্থ দীক্ষা শব্দে "ব্রত সংগ্রহ বা এই সাধন চতুষ্টয়"কে বুঝাইতেছে, তাহা ত অবগত হইলে ?

শিষ্য—আজ্ঞে হাঁ, তারপর বলুন।

(২) যজ্ঞাদি কর্ম্মসংস্কার, যজন। যথা—

অভ্যাদধামি সমিধমগ্নে ব্রত পতে ত্বয়ি।
ব্রতঞ্চ শ্রদ্ধাং চোপৈমীন্ধে ত্বা দীক্ষিতো অহম্ ॥

( যজুর্ব্বেদ ২০।২৪ )

হে অগ্নে, ব্রতপতে, আমি দীক্ষিত হইয়া অর্থাৎ যজনার্থ নিযুক্ত হইয়া অগ্নিতে হোমাদি করিয়া আপনার প্রসাদে সত্যাচরণ এবং শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হই। পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় এ মন্ত্রটীতেও শ্রদ্ধার কথা বলা হইয়াছে। ইহাও শ্রদ্ধামূলক। শ্রদ্ধা শব্দের ব্যাখ্যা ত এখনি করিলাম। শ্রদ্ধাদ্বারা সত্য পুরুষের—পরব্রহ্মের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ব্যাসদেব শ্রদ্ধা শব্দে চিত্তের প্রসন্নতা বলিয়াছেন। ইহা জননীর ন্যায় কল্যাণী হইয়া যোগীদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। * শ্রদ্ধা বিনা জ্ঞান লাভ হয় না। † অতএব এ যজ্ঞদীক্ষার দক্ষিণা বা ফল সত্যাচরণ শ্রদ্ধা ইত্যাদি। এই শ্রদ্ধাদিরূপ ফল পরিপাকে—কৈন্দ্রিক আকর্ষণ প্রাবল্যে গুরুত্ব হেতু কেন্দ্রে পতন বা স্থিরত্ব প্রাপ্তি—মোক্ষলাভ। কারণ কেন্দ্রস্থানীয় পরম পিতার আকর্ষণ

---

* পাতঞ্জল যোগভাষ্য সমাধিপাদ দেখ।

† [illegible]বিদ্যের "ছান্দোগ্যোপনিষদ" ৭।১৯ দেখ।

প্রাবল্যই কেন্দ্রে পতনের—জীবাত্মার পরিণাম ক্রমপরিসমাপ্তির—স্ব স্বরূপাবস্থানের কারণ।

কিং দেবতোঽস্যামুদীচ্যাং দিশ্যসীতি সোম দেবতইতি স সোমঃ কস্মিন প্রতিষ্ঠিত ইতি দীক্ষায়মিতি কস্মিন দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতেতি সত্যে ইতি তস্মাদপি দীক্ষিতমাহুঃ।

( বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৩।৯।২৩ )

বিদগ্ধশাকল্য এবং যাজ্ঞবল্ক্য উভয়ের কথোপকথনচ্ছলে যাজ্ঞবল্ক্য হৃদয়াত্মাকে দিগাদি অনুসারে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া আপনারি দিগাত্মভূততা দেখাইতেছেন। এবং সমুদায় জগৎ আত্মাকারে ভাসমান উপলব্ধি করিয়া আপনিই দিগাত্মরূপে ব্যবস্থিত ইহা সাকল্যকে প্রদর্শন করাইতেছেন। দীক্ষিত যজমান যজ্ঞার্থে সোম আহরণ করে। আহৃত সোমদ্বারা যজ্ঞ সমাধান করিয়া উত্তর দিকস্থ সোম দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। এই দীক্ষা সেই হৃদয়াত্ম সত্যে প্রতিষ্ঠিত। আর মহর্ষি মনুও এই শ্রুতি বচনের অনুসরণপূর্ব্বক বলিয়াছেন।

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়াং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥

( মনুস্মৃতি ২।১৬ )

শ্রুতিতে আছে যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় প্রথমতঃ মাতা হইতে জন্ম গ্রহণ করে। উপনীত হইলে দ্বিতীয় জন্ম এবং যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে তাহাদের তৃতীয় জন্ম হয়।

(৩) নিয়ম যথা—

তস্মাৎ ঋচঃসাম যজুংষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ।

(মুণ্ডকোপনিষদ ২।১।৩)

দীক্ষাঃ মৌঞ্জ্যাদি লক্ষণ কর্ত্তৃ নিয়ম বিশেষাঃ (শঙ্কর ভাষ্য)।

এতশ্চান্যশ্চ সেবতে দীক্ষা বিপ্রো বনেবসন্।
বিবিধা শ্চৌপনিষদী রাত্মসংসিদ্ধয়ে শ্রুতীঃ॥

(মনুস্মৃতি ৬।২৯)

এতাদীক্ষা নিয়মানি—(মেধাতিথিভাষ্য) বানপ্রস্থাশ্রমী বানপ্রস্থের কথিত এই সকল নিয়ম (দীক্ষা) যথা—সুখসম্ভোগেচ্ছাত্যাগ, ভূমিশয্যায় শয়ন, বাসনাত্যাগ, মৌনাবলম্বন, ফলমূলভোজন, দেহধারণোপযোগী গ্রহণ এবং আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত শ্রুতিসকলের অধ্যয়ন অবশ্য প্রতিপালন করিবেন। এই সকল অনুষ্ঠান বা নিয়মাদির নামই দীক্ষা। ইহাদ্বারা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আশ্রম চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠিতব্য নিয়মাদিই দীক্ষা নামে অভিহিত। সুতরাং বিনা দীক্ষায়—আপ্তোপদেশ ব্যতীত কর্ম্মানুষ্ঠান বিষমফলপ্রসূ। অতএব সকল সময়ে, সকল আশ্রমে এবং সমুদায় কার্য্যে দীক্ষার বা আপ্তোপদেশের নিতান্ত প্রয়োজন। চৈতন্যদেব বলিয়াছেন।

যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে না করি অন্য কাম।
কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম॥

(চৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্যখণ্ড)

(৪) আপ্ত বা বিদ্বান পুরুষ কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশ। যথা—

দীক্ষয়া গুপ্তা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতো লোকো নিধনম্।

( অথর্ব্ববেদ-১২।৫।৩ )

হে বন্ধুগণ, তোমরা ( দীক্ষয়া ) আপ্ত বিদ্বান পুরুষদিগের সত্যোপদেশ গ্রহণ দ্বারা আত্মরক্ষিত হইয়া মনুষ্যাদি যাবতীয় প্রাণী রক্ষণে যত্নবান থাকিয়া পরম পুরুষার্থ লাভ কর। হে বন্ধুগণ, পরম পুরুষার্থ লাভার্থে তোমরা ঈদৃশ দীক্ষা রূপ আপ্ত কথিত সত্যোপদেশ ( লোক নিধন্ ) আমরণাৎ অর্থাৎ যতদিন এই মর্ত্ত্যধামে অবস্থান করিবে ততদিনই গ্রহণ করিবে। এক দিনে, কি এক মুহূর্ত্তে ঈদৃশ দীক্ষা বিশেষতঃ অনাপ্ত বা অবর পুরুষের নিকট গৃহীত হইলে, কোনই ফলপ্রদ হয় না। গ্রহণ জনিত শ্রম ও সময় ব্যর্থ হয়। * গুরু মাহাত্ম্যে এবিষয় বিশেষ করিয়া বলিব। এই শ্রুত্যাদির ছায়াবলম্বনে পরতঃ প্রমাণ পুরাণাদি এবং তন্ত্রাদি গ্রন্থেও দীক্ষা শব্দ এই একই ভাবেই প্রযুজ্য হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রদাতা ও গৃহীতা উভয়ের বুদ্ধিদোষে তাহা ভিন্নরূপে পরিগৃহীত হইতেছে।

---

* দীক্ষয়া সন্তি রাষ্ট্রে বিদ্বদ্ভিঃ কৃত সত্যোপদেশয়া গুপ্তা রক্ষিতাঃ সর্ব্ব মনুষ্যাণাং রক্ষিতারশ্চ স্যুঃ। যজ্ঞ বৈ বিষ্ণুঃ ব্যাপকে পরমেশ্বরে সর্ব্বোপকারকে অশ্বমেধাদৌ শিল্পবিদ্যা ক্রিয়া কুশলত্বে চ প্রতিষ্ঠিতা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠাশ্চ ভবন্তু। ( লোকনিধনম্ ) অয়ং লোক সর্ব্বেষাং মনুষ্যাণাং নিধনম্ যাব মৃত্যুর্ন ভবেত্তাবৎ সর্ব্বোপকারকং সৎকর্ম্মানুষ্ঠানং কর্ত্তু যোগ্যমস্তীতি ( স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ভাষ্য )

দীয়তে জ্ঞান মত্যন্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম-বাসনা।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভি স্তন্ত্র বেদিভিঃ।

(গৌতমীয় তন্ত্র)

যাহাদ্বারা বিমল জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) লাভ হয়, কর্ম্মবাসনা সমুদায় প্রক্ষীণ হইয়া যায়, মন লীন হয়, মননশীল তন্ত্রবিদগণ তাহাকেই সেই আপ্তোপদেশকেই দীক্ষা কহিয়া থাকেন। কেননা ঈদৃশ বিদ্বান পুরুষের উপদেশাদি ব্যতীত মনোনাশ বা বাসনাক্ষয় এবং ব্রহ্মজ্ঞানলাভ অন্য আর কোন উপায়েই সংসাধিত হয় নাই, হয় না এবং হইতে পারে না। তন্ত্রান্তরেও ঠিক এইমত কথিত হইয়াছে যথা—

দীক্ষামূলং জপং সর্ব্বং দীক্ষামূলং পরং তপঃ।
দীক্ষামাশ্রিত্য নিবসেৎ যত্র কুত্রাশ্রমে বসন্॥
অদীক্ষিতা যে কুর্ব্বন্তি জপ পূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ন ভবন্তি প্রিয়ে স্তেষাং শিলায়ামুক্ত বীজবৎ॥

হে প্রিয়ে, জপবল, তপবল, সমস্তই দীক্ষা মূলক। বিনা দীক্ষায় অর্থাৎ আপ্তোপদেশ ব্যতীত এই সমুদায় ক্রিয়াই উষর ভূমিতে বীজবপনবৎ ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব মানব, আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে যে আশ্রমেই অবস্থিত থাকুক না, ব্রহ্মচারী, গৃহী, বনি, যতি, যে কেহ হউক না, সকলেই দীক্ষা অর্থাৎ বিদ্বান পুরুষের নির্দেশানুসারে তৎ তৎ আশ্রমস্থ যাবতীয় কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই তন্ত্রবেত্তাদিগের অভিমতি। বেদের সহিত তন্ত্রাদির এস্থলে ঘুণাক্ষরে মিল দেখ। এই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি আবারও বলিতেছি যে আমাদের সমস্ত শাস্ত্রই

বেদমূলক। যাহাতে যাহার সম্ভাব নাই, তাহা হইতে তাহার কদাপি উদ্ভব হইতে পারে না, যথা "সিকতাভ্যস্তৈলম্"। তৈল তিলে অবস্থান করে, বালুকায় তাহার অসদ্ভাব, সুতরাং বালুকা নিষ্কাশিত করিলে কদাপি তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তিল নিঃপীড়ণেই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বীজে বৃক্ষ শক্তিবৎ, তিলে তৈলবৎ, দুগ্ধে ঘৃতবৎ বা দেহে শুক্রাবস্থানবৎ বেদাতিরিক্ত তাবৎ শাস্ত্র বেদগর্ভে নিহিত, সুতরাং গর্ভস্থ ভ্রূণের অঙ্গাদি বিকাশবৎ বেদ বিকাশে তাহাদের বিকাশ ও যৌগপদ্য অর্থাৎ যুগপৎ হইয়া থাকে। তবে ব্যবহারিক চক্ষে, লৌকিক দৃষ্টান্তে, তাহাদের ক্রম বিকাশ কথিত হইয়াছে মাত্র * তাই লোকে বলে আগে বেদ বেদাঙ্গ, পরে দর্শনাদি, তারপর পুরাণাদি, শেষে তন্ত্রাদি। পরমার্থতঃ সব শাস্ত্রই যুগপৎ বিকাশিত। এবং একার্থের প্রতিপাদক। অতএব লৌকিক প্রবাদ যে "নানা মুণির নানা মত" ইহা সর্ব্বথা যুক্তি বিগর্হিত কথা। মিথ্যা জল্পনা মাত্র। কেবল স্থূলদর্শীরাই এই মত বলিয়া থাকে। "অন্ধ হস্তী দর্শন" ন্যায়ে অন্ধদিগের হস্তী দর্শন বিষয় পৃথক পৃথক রূপে বর্ণিত হইয়াছে। হস্তীর পদস্পর্শকারীঅন্ধ হস্তীকে কদলী বৃক্ষের ন্যায় বলিয়াছে। কর্ণস্পর্শকারী হস্তীকে সূর্প্প বা কুলার মত বলিয়াছে শুণ্ডস্পর্শকারী হস্তীকে হাতের মত বলিয়াছে। এ বর্ণনা গুলি আংশিক সত্য। অংশ সমূহ যোগ করিলে পূর্ণ পদার্থ হস্তী পাওয়া যায়, অতএব অংশতঃ নানা হইলেও মূলতঃ এক—পূর্ণ, সেইমত মুনি ঋষিদিগের অভিমতি অংশত নানা হইলেও মূলতঃ—সূক্ষ্ম দর্শনে—এক, নচেৎ

* সবিশেষ "দেব-পূজা"-১৩শ ও ১৪শ পৃষ্ঠা দেখ।

কতকগুলি মুনি সত্যবাদী আর কতকগুলি মিথ্যাবাদী হইয়া যায়। তাহাত কখনও হইতে পারে না। মুনি ঋষি শব্দের অর্থই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক যথা—

যস্য বাক্যং স ঋষিঃ।

(ইতি শৌনকঃ)

ঋষিদ্দর্শনাৎ ॥

(ইতি যাস্কঃ)

বেদ মন্ত্রের দ্রষ্টা, বক্তা বা রচয়িতাকে ঋষি কহে ইহাই ভগবান শৌনক এবং আচার্য্য যাস্কের মত।

এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি।

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৪।৪।২২)

এবম্বিধ ঔপনিষদ পুরুষ অর্থাৎ উপনিষদ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারিলেই মনুষ্য মুনি হইয়া যায়। যে সৎপুরুষের সত্বায় ব্যবহারিক সত্য প্রতিভাসিত, সেই নিত্যসত্যস্থ মুনি ঋষিগণ মিথ্যা ব্যবহার করিবেন! যাঁহারা "নানা" নষ্ট করিয়া "এক" বুঝিয়াছেন, তাঁহারা আবার নানামত প্রচার করিবেন? ভিন্ন দেখিবেন, ইহা কি সম্ভবে? কখনই না। দেহাভিমানী স্থূলদর্শী অকৃতাত্ম ব্যক্তিবৃন্দই কেবল এই মত বলিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে শ্রুতি কি বলিয়াছেন শুন।

প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈ র্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান ভবতি নাতিবাদী।

(মুণ্ডকোপনিষদ ৩।১।৪)

যখন বিদ্বান পুরুষ সেই প্রাণের প্রাণ পরম ব্রহ্ম এক হইয়াও নিখিলজগতের সত্বাস্বরূপে বিবিধাকারে, স্থাবর-জঙ্গমাদিরূপে প্রতিভাসিত হইতেছেন দেখেন, তদতিরিক্ত

দৃশ্য নাই, তখন তিনি অতিবাদী অর্থাৎ "নানা" আছে এ কথা বলিতে পারেন না।

শিষ্য—আচ্ছা, বর্ত্তমানে গুরু, শিষ্যকে যে প্রণালীতে মন্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন সে তান্ত্রিকী দীক্ষার কথা ত কিছু বলিতেছেন না? কেবল ত দীক্ষা শব্দের বিবিধপ্রকার প্রমাণ প্রয়োগাদির দ্বারা অর্থের একতা দেখাইয়া শাস্ত্র সমন্বয় করিতেছেন। ভাল, তান্ত্রিকী মন্ত্রগুরুরপ্রচলন কোন্ সময় হইতে হইয়াছে?

গুরু—সবিশেষ বলিতেছি শুন। জৈন* ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের তিরোধান এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের কয়েক শতাব্দী পরে অর্থাৎ মুসলমান রাজত্ব প্রারম্ভের কিছু পূর্ব্বে, আজ প্রায়

---

* বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের কোন কোন বিষয়ে পরস্পর সৌসাদৃশ্য থাকায় জৈনকে বৌদ্ধধর্ম্মের পরবর্ত্তী বলা যুক্তিযুক্ত নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে যে যুক্তি বলে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে জৈনধর্ম্মের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন, সেই সেই প্রমাণদ্বারা জৈনধর্ম্ম হইতেও বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকগণ সকলেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে লালিত পালিত হইয়াছেন, এরূপস্থলে বরং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকেই জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের জনক বলা যুক্তি সঙ্গত। ইহাই প্রকৃত কথা।

সবিশেষ বলি শুন—মহাভারতে লিখিত আছে যে ভারত যুদ্ধের কয়েক শতাব্দী পরে সমাজে কলি প্রবেশ লাভ করে। লোকসমূহ যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠে। সমাজে অনেক অবৈদিক কার্য্যাদি যথা—যজ্ঞাদিতে পশুবধাদি চলিতে আরম্ভ করে। বিখ্যাত ভারত যুদ্ধই একটী প্রধান অবৈদিক কার্য্য। কোন কোন মহাপুরুষ দয়ার্দ্র হইয়া এ পশু বধাদি হিংসাকার্য্য নিবারণার্থে অভিনব ধর্ম্ম প্রচারে অগ্রসর হইলেন, তাই এই সময়ে সমাজ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িল। এক সম্প্রদায়ের লোক হিংসার বিরোধী, অপর সম্প্রদায় হিংসার পক্ষপাতী। এই উভয় সম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণেরই যোগ ছিল। "মা হিংস্যাৎ পুরুষং জগৎ" যজুর্ব্বেদীয় এই মূল মন্ত্র অবলম্বন করিয়া অহিংসক মত প্রবর্ত্তক সম্প্রদায় হইতে জৈনধর্ম্মের সৃষ্টি হয়, সুতরাং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতে নবাবিষ্কৃত এই জৈনধর্ম্মমধ্যে ব্রাহ্মণাদি চারি

দেড় হাজার বর্ষ হইল পূর্ব্বকার ছিন্ন ভিন্ন বিবিধ উপধর্ম্ম সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে সমাজমধ্যে অবসর বুঝিয়া লব্ধ প্রসর হইতে লাগিল। সকলেই আপন আপন প্রাধান্য প্রখ্যাপনার্থ সাম্প্রদায়িক মতবাদ সমাজমধ্যে চালাইতে আরম্ভ করিল। নব্য স্মার্ত্ত, নব্য পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক সকলেই স্ব স্ব প্রধান।

---

বর্ণের লোক থাকিল। এদিকে হিংসার পক্ষপাতী সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণাদি তাহাদিগকে নাস্তিক (বেদ নিন্দুক), ধর্ম্মত্যাগী বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুপুরাণে অলক্ষিতভাবে ইহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। অহিংসামত প্রবর্ত্তক সম্প্রদায় পশুহিংসা প্রধান যাগাদি ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু বহুকাল প্রচলিত রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, ও অপরাপর ধর্ম্মশাস্ত্রাদি একেবারে ত্যাগ করিতে পারিলেন না, কারণ চিরাভ্যস্ত বিষয় যুগপৎ পরিত্যাগ করাও অসম্ভব। এইজন্য অহিংসা মত প্রবর্ত্তক জৈন ধর্ম্মের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সুস্পষ্ট সংশ্রব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। জৈন শাস্ত্রকারগণও ব্রাহ্মণদিগের অনুকরণে অঙ্গ, উপাঙ্গ, আগম ও পুরাণাদি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনতম জৈন অঙ্গে (গ্রন্থ বিশেষ) স্পষ্টতঃ বৌদ্ধ বা বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ নাই সত্য, কিন্তু ললিতবিস্তরাদি প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থে নিগ্রন্থ নামে জৈনের উল্লেখ আছে। ইহা ভিন্ন কটক জেলার উদয়গিরি এবং জুনাগড়ের উপর কোট হইতে রুদ্রদামার ও পূর্ব্ববর্ত্তী আবিষ্কৃত শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে জৈন সম্প্রদায় বহু প্রাচীন। (Vide—Indian Antiquary vol. XX Page 303—64.) এই সমুদায় কারণ পরম্পরায় আমাদের বোধ হয় যে বুদ্ধের জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতে জৈন ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। এই জৈনধর্ম্ম কতকদিন একভাবে চলিয়া পরিশেষে হীনপ্রভ হইয়া পড়ে এবং তাহার স্থানে জৈনদিগেরই ন্যায় "অহিংসা পরমধর্ম্ম" রূপ মূলমন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। এই জৈনধর্ম্মমূলক বৌদ্ধধর্ম্মও ভারতে বহুশত শতাব্দী ধরিয়া প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, পরে ৬৫০ খৃঃঅব্দে কুমারিল স্বামী এবং গৌড়পাদাচার্য্যের অমিত প্রতিভাবলে ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যায় এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হয়। এই বৈদিক ব্রাহ্মণ্য অভ্যুদয়ের কয়েক শতাব্দী পরেই তান্ত্রিক কাল উপস্থিত হয়। প্রথমেও ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ছিল এবং পরিশেষে পুনরায় সেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মই প্রতিষ্ঠিত হইল। ব্যবহিত সময়ে বিবিধ উপধর্ম্মের সংমিশ্রণে কিন্তু বিকৃতাকারে সংস্থাপিত হইল—এই পার্থক্য। সেই বিকৃতাকারই—হিংসা অহিংসার সংমিশ্রণ ভাবই—বর্ত্তমানের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম।

কাজেই দেশমধ্যে, সমাজমধ্যে, বেদাদি সদ্ শাস্ত্রালোচনার স্বল্পতা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল, ইহা ভিন্ন আরও অনেক উপধর্ম্মের সৃষ্টি হইতে লাগিল। সুতরাং সমাজে অজ্ঞানান্ধকার দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিমল জ্ঞানজ্যোতি স্তিমিত প্রায় হইল। মনোনিরোধ দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সুদূর পরাহত হইয়া পড়িল। এমন কি ব্রহ্মতত্ত্বাববোধের দ্বারস্বরূপ প্রাচীন মহাবাক্য সকল যথা "তত্ত্বমসি" "অহংব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি পদের অর্থ দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল। সমাজ ক্রমেই কেন্দ্র (ব্রহ্ম) হইতে দূরে অপসৃত হইতে লাগিল। আসল ভুলিয়া নকলকেই সকলে আসল মনে করিতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কবির দলের লড়াই চলিতে লাগিল। সেই প্রবল দুর্দ্দিনে তান্ত্রিক পণ্ডিতগণের প্রাধান্য হেতু তাঁহারাই সমাজের কল্যাণার্থে "তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মাব্রহ্ম" ইত্যাদি মহাবাক্য দ্বারা উপদেশ প্রদানরূপ প্রাচীন প্রথার অনুকরণে ওঁ হ্রীং, ক্লীং প্রভৃতি বীজমন্ত্র সকল আবিষ্কার করিয়া তৎপ্রদানরূপ তান্ত্রিকী দীক্ষা সমাজমধ্যে প্রবর্ত্তিত করেন*।

---

* আচার্য্য শঙ্কর যখন সমগ্র ভারতে বৌদ্ধ প্রভাব বিধ্বস্ত করিয়া বৈদিক ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রখ্যাপনার্থ ভারত পরিভ্রমণ করিতে ছিলেন, তৎকালের সর্ব্ব প্রধান মীমাংসক পণ্ডিত শ্রীমান্ মণ্ডণ মিশ্র তাঁহার শাস্ত্রবাদে পরাস্ত হইয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যথা—সন্ন্যাস গৃহ্য বিধিনা সকলানি কর্ম্মাণ্যত্রায় শংকরগুরু বিদুষোহস্য কুর্ব্বন্। কর্ণেজপো কিমপি তত্ত্বমসীতি বাক্যং কর্ণেজপং নিখিল সংসৃতি দুঃখহানেঃ। (শঙ্কর দিগ্বিজয়)। সন্ন্যাস গ্রহণ কালে আচার্য্য তাঁহাকে "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের ব্যাখ্যা শুনাইয়া দিলেন। ইহার নাম হইল সুরেশ্বরাচার্য্য। মণ্ডণ মিশ্র ও তাঁহার বিদুষী স্ত্রী উভয়ভারতী উভয়েই আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। হ্রীং ক্লীং ইত্যাদি তান্ত্রিকী বীজ মন্ত্র বিভিন্ন দেবদেবীর দ্যোতক হইলেও ব্রহ্মমূলক।

তাই "গুরু মুখাৎ ইষ্ট দেবমন্ত্র গ্রহণং দীক্ষাঃ" অর্থাৎ নিজ ইষ্টদেবের বীজমন্ত্র গুরুর নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহারই নাম দীক্ষা হইল। সুতরাং ইহা অর্থতঃ এবং কালতঃ ছেদিত হইয়া সংকীর্ণার্থের দ্যোতক হইল, এক কথায় গোল্লার পাকে তিলুয়া হইল। এবং এখান হইতেই মন্ত্রগুরুকরণ বংশগত হইল। এই সকল গোল্লার পাকে তিলুয়ারূপ বীজমন্ত্রের ব্যাখ্যাদির বিশেষ বিবরণ বর্ণোদ্ধারতন্ত্র, বরদাতন্ত্র এবং মন্ত্রোদ্ধার প্রভৃতি তন্ত্র গ্রন্থ দেখ। গুজরাতি ভাষায় লিখিত "আগমপ্রকাশ" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে হিন্দুরাজাগণের আধিপত্য কালে বাঙ্গালীগণ গুজরাট, ডভোই, পাবাগড়, আহম্মদাবাদ, পাটন প্রভৃতি স্থানে আসিয়া কালিকা-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক হিন্দুরাজা ও প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাঁহাদের মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন (আগমপ্রকাশ ১২)। ইহাদ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বর্ত্তমানে যে মন্ত্র-গুরুর প্রচলন আছে, ইহা তান্ত্রিকদিগের প্রাধান্যকালেই প্রচলিত হয়। এরূপ মন্ত্রগুরু এবং মন্ত্রদীক্ষার নিয়ম প্রাচীন কালে ছিল না। বাঙ্গালী তান্ত্রিকেরাই এ প্রথা প্রথম প্রচলন করেন। তাঁহাদের দেখাদেখি ভারতের নানাস্থানে এবং নানা সম্প্রদায় মধ্যে ঐরূপ গুরুকরণ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। পরে সবিশেষ বলিব।

শিষ্য—শুনেছি যে তান্ত্রিক ক্রিয়াদি বৈদিক ক্রিয়াদি অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য, অতএব এখন তান্ত্রিক মন্ত্রাদি জপ করাইত ভাল, কি বলেন? তাহাতে কি সিদ্ধি লাভ হয় না?

গুরু—সবিশেষ বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। প্রথমতঃ "মন্ত্র" কাহাকে বলে দেখা যাউক। আচার্য্য পিঙ্গল বলেন "মননং বিশ্ব বিজ্ঞানং ত্রাণং সংসার বন্ধনাৎ। যতঃ করোতি সংসিদ্ধৈ মন্ত্র ইত্যুচ্যতে ততঃ"। যে বিশ্ববিজ্ঞান (ব্রহ্মবিদ্যা) লাভ করিলে জীবের সংসার-বন্ধন মোচন হয়; সেই ব্রহ্মবিদ্যার নাম মন্ত্র। সূর্য্য যেমন বিশ্বস্থ তাবৎ তেজের আকর, বারিধি যেমন নিখিল জলের আশ্রয়, আকাশ যেমন স্থূল সূক্ষ্ম সমগ্র ভৌতিক পদার্থের অবকাশ, সেইমত বিশ্ববিজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যারূপ মন্ত্র সকলবিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। এই ব্রহ্মবিদ্যার অপর নাম পরাবিদ্যা। শ্রুতি বলিতেছেন—

অথ পরায়া তদক্ষর মধিগম্যতে।

(মুণ্ডকোপনিষদ্ ১।১।৫)

যাহাদ্বারা পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহার নাম পরাবিদ্যা। তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য সমূহ এই পরাবিদ্যার দ্যোতক। ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য শব্দসমষ্টি বা নামরাশি যেমন হরি, দুর্গা কিম্বা ক্লীং, হ্রীং ইত্যাদি শব্দ কেবল উচ্চারণ দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। তদ্ বিষয়ে আবেদন বা নিয়োগ আবশ্যক * তাই পূজ্যপাদ আচার্য্য সুরেশ্বর "স্বারাজ্য-সিদ্ধিতে" বলিতেছেন 'আবিদ্য হ্যেষ বন্ধ ন বিরমতি বেদনং

* কথং তদাবেদনং তদাহ "একমেবা দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি ইতি। তস্মিনাবেদিতে বিদ্যা স্বয়মেবোৎপদ্যতে তয়া চাবিদ্যা বাধ্যতে। ততশ্চাবিদ্যাধ্বস্তঃ সকলোঽয়ং নাম রূপ প্রপঞ্চঃ স্বপ্ন প্রপঞ্চবৎ প্রবিলীয়ন্তে। (শারীরক ভাষ্য) এই আবেদনের অনুষ্ঠান যথা—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান এবং সন্ন্যাসাদি, অগ্রে যথাশাস্ত্র এইগুলি শরীর দিয়া অভ্যাস করিয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু সমীপে আবেদন কর সফল কাম হইবে।

বিনা”। অর্থাৎ অবিদ্যা প্রতিভাসিত কেবল এই নাম রূপাত্মক জগতই মনুষ্য জন্ম জন্মান্তরে ভূয়োভূয় দেখিয়া আসিতেছে, সেই অবিদ্যা সংস্কার বা মূল অজ্ঞানের নাশ না হওয়ায় অধিষ্ঠান সত্ত্বার (ব্রহ্মের) উপলব্ধি হইতেছে না। এই মূলাজ্ঞান নাশের জন্য আবেদনের প্রয়োজন, সে আবেদন কি? আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন “একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসীতি”, যথাবিধি বেদাদিশাস্ত্রের অধ্যয়নদ্বারা সাধন-সম্পন্ন হইয়া গুরোপদিষ্ট অর্থে অখণ্ড চৈতন্য প্রতিপাদক এই তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের যথাবৎ তাৎপর্য্য হৃদগত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রুতিযুক্তি, গুরোপদেশ এবং স্বীয় অনুভব দ্বারা তাহার পুনঃ পুনঃ আলোচন দ্বারা অবগত হওয়ার নামই আবেদন। আবেদন কারী ব্রাহ্মণের চতুর্থাশ্রমী হওয়া আবশ্যক। ন্যূনকল্পে জন্মাপাদক কর্ম্মাদি ত্যাগ করা নিতান্ত প্রয়োজন, নচেৎ আবেদনের স্থানে পরিবেদন হইবে। বর্ত্তমান সমাজই ইহার দীপ্যমান প্রমাণ। এখন অনুষ্ঠান শূন্য আবেদন হেতু চিরশান্তির পরিবর্ত্তে পরিবেদন (শোক, মোহাদি) শতধা বিস্ফারিত হইতেছে। এই আবেদনকে নিয়োগও বলে। বিদ্বান পুত্র শ্বেতকেতু ব্রহ্মবিদ্ পিতা উদ্দালকের সমীপে এবম্বিধ প্রকারে তত্ত্বমসী বাক্যের নবধা আবেদন শুনিয়া পরিশেষে মূলাজ্ঞানের বা অবিদ্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। ব্রহ্মবিদ্ বরিয়ান্ পিতার উপদেশ প্রভাবে নাম রূপাত্মক জগৎ বিধ্বস্ত হইলে, চিত্তের উপরতি হইলে, তদতিরিক্ত সত্ত্বার উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অখণ্ডৈক রস চৈতন্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। সংক্ষেপতঃ ব্রহ্মবিদ্ হইয়াছিলেন।

ব্রহ্ম সাক্ষীবেদ্য। সাধক প্রথমতঃ তাঁহাকে পৃথক ভাবে দেখিতে পায় না, এবং একত্র সমবেত ভাবেও দেখিতে পায় না, সুতরাং তাঁহার সাক্ষী বা তদ্‌বেদ্য বা বাচক পদার্থাদির দ্বারা তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। যেমন পুত্র দেখিয়া পিতার পরিচয় পাওয়া যায়, সেইমত বাচক * প্রণব বা তত্ত্বমস্যাদি বাক্যদ্বারা প্রোক্ত নিয়মানুসারে আবেদন করিলে বাচ্য ব্রহ্ম পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহাকে দেখা যায়, একথা ধ্রুবসত্য। তবে সেরিস্যাম্পেনের মুখে বা শেলিবাইরনের বিদ্যায় তাহা বুঝা ভার। সুতরাং বিনা আবেদনে আজন্ম† হ্রীং-হ্রীং, ক্লীং-ক্লীং, হরি-হরি, কি তত্ত্বমসী তত্ত্বমসী ইত্যাদি বলিলেও কোন ফলোদয় হয় না। তুমি ত দেখিতে পাই কথায় কথায় জপ তপের কথা বলিয়া থাক। কিন্তু প্রকৃত তপস্যা, নিয়োগ বা আবেদন যে কি জিনিস, কত দুরূহ এবং দুঃসাধ্য এবং তাহার প্রকৃত অধিকারীই বা কে? তাহা এখন একবার ভাব দেখি।

শিষ্য—আচ্ছা, বর্ত্তমানকালেও ত অনেকেই জপ তপ করিয়া থাকে, কিন্তু ঈপ্সীততমের দর্শন না হইয়া বরং অদর্শনই ঘটে এবং তাহার ফল গাঢ়তর সংসার পঙ্কে উত্থান রহিত পতন। অধিকাংশ বৃদ্ধেরই ত এই দশা, ইহার কারণ কি?

গুরু—সবিশেষ বলিতেছি শুন। ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য মন্ত্র-শব্দ রাশি বা নাম সমষ্টি কেবল উচ্চারণ করিলেই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না, তাহার অর্থ বা তৎ প্রতিপাদ্য বিষয় প্রোক্ত

---

* প্রণবস্তস্য বাচকঃ (পাতঞ্জল দর্শন ১।২৭)

† আবেদন কি শুন—ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মান মেবাবেদহং ব্রহ্মা স্মীতি তস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবৎ (বৃহদারণ্যকোপনিষদ ১।৪।৯)।

আবেদন বিধানানুসারে যথাসাধ্য অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, নচেৎ তাহা বাক্যের গ্লানি স্বরূপ মাত্র হয়। আচার্য্য শঙ্কর তাৎকালিক সমাজের অবস্থা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক শারীরকভাষ্যে বলিয়াছেন "বরঘাতায় কন্যা মুদ্বাহয়ন্তি," এখন লোকে বরকে মারিয়া ফেলাইয়া কন্যার বিবাহ সম্পাদন করিতেছে, বিবাহের মুখ্য ব্যক্তি হইল বর বা পাত্র। বিবাহে সে বরই উপস্থিত হইল না। সে বর বা পাত্র কেমন, কে বা কোথা আছে, বা থাকে তাহা আদৌ খপর লওয়া হইল না, অথচ কন্যার বিবাহ হইয়া গেল। বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমান-কালে অধিকাংশ স্থলেই জপ, তপ প্রায় এইমত প্রকারে সম্পাদিত হইতেছে, তাই বরস্থানীয় ব্রহ্ম অবরবৎ পরিত্যজ্য হইতেছেন, ফল—কেন্দ্র (ব্রহ্ম) হইতে সমাজের বহুদূরে অপসরণ সুতরাং আকর্ষণ প্রাবল্য হেতু বিপর্যস্ত হইয়া জাগতিক বিষম বিভিষীকা সন্দর্শন এবং পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, মন্ত্র বাক্যাদির প্রতিপাদ্য বরস্থানীয় (ব্রহ্ম) পদার্থের দিকে পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া যথা বিধানে আবেদন পূর্ব্বক জপাদি কর সফলকাম হইবে, নচেৎ ভস্মে আহুতি প্রদানবৎ সব ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আবিষ্কৃত নব্য তান্ত্রিকী বীজ মন্ত্রাদি যথা—হ্রীং, ক্লীং ইত্যাদি দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব লাভে যদি তোমার নিতান্তই অভিরুচি হইয়া থাকে কর, কিন্তু মন্ত্র ও ব্রহ্ম উভয় বিদ্ অর্থাৎ শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির সমীপে মন্ত্রার্থ অবগত হইয়া তাঁহার নির্দেশানুসারে আবেদন কর, সফলকাম হইবে, নচেৎ তোতা পাখীর ন্যায় দাঁড়ে বসিয়া ছোলা খাওয়াই সার হইবে। বিড়াল দেখিলেই রাধা কৃষ্ণ না বলিয়া ক্যাঁ ক্যাঁ

করিতে থাকিবে। অতএব কি বৈদিক কি তান্ত্রিক উভয়ের অনুষ্ঠান প্রক্রম ব্যবহারতঃ যৎকথঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও উভয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় কিন্তু এক, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। যদি অনুষ্ঠান এবং প্রতিপাদ্য বিষয় এক হইল, তবে "তান্ত্রিকী ক্রিয়া সহজ" এই প্রবাদের মূল্য কি? ইহা কি স্বার্থীর অজ্ঞ-তৃপ্তিকর আপাত মনোরম স্তোভ বাক্য নহে?

শিষ্য—মন্ত্র ও ব্রহ্ম উভয় বিদ্ বলিলেন কেন? কেবল মন্ত্রবিদ্ হইলে কি তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ করিতে পারেন না?

গুরু—মন্ত্রবিদ্ হইলেই যে সে ব্রহ্মবিদ্ হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। কারণ নারদ মন্ত্রবিদ হইয়াও ব্রহ্মবিদ হইতে পারেন নাই। তিনি ব্রহ্মবিদ হইবার জন্য শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে মহর্ষি সনৎ কুমারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন* এবং ভগবান সনৎ কুমারের কৃপায় নাম রূপাত্মক জগতের অধিষ্ঠান স্বরূপ অসংস্পৃষ্ট ভূমা পদার্থের পরিজ্ঞান দ্বারা পরে ব্রহ্মবিদ হইয়াছিলেন। মন্ত্রবিদ হইলেই যে ব্রহ্মবিদ হওয়া যায় না, এ বিষয়ে পূজ্যপাদ আচার্য্য শঙ্করের অভিমতি অনুবাদ সহ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল যথা—

"ননু আত্মাপি মন্ত্রৈঃ প্রকাশ্যতে এবেতি কথং মন্ত্রবিচ্চ নাত্মবিৎ, ন, অভিধানাভিধেয় ভেদস্য বিকারত্বাৎ, ন চ বিকার আত্মেষ্যতে। ননু আত্মাত্ম শব্দেনাভিধীয়তে, ন, 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে'। কথং তর্হ্যাত্মৈবাধস্তাৎ স আত্মেত্যাদি শব্দা আত্মানং

* ছান্দগ্যোপনিষদ—৭ প্রপা ১-২৫খণ্ড।

প্রত্যায়য়ন্তি। নৈষ দোষঃ। দেহবর্ত্তি প্রত্যা-গাত্মনি ভেদ বিষয়ে প্রযুজ্যমানঃ শব্দো দেহাদী-নামত্মত্বে প্রত্যাখ্যায়মানে যৎ পরিশিষ্টং সদ্‌বাচ্য-মপি প্রত্যায়তি।”

( ছান্দগ্যোপনিষদ ভাষ্যে শঙ্কর )

নারদ মন্ত্রবিদ হইয়াও আত্মবিদ হইতে পারেন নাই, সুতরাং মন্ত্রের দ্বারা আত্মা প্রকাশিত হইতে পারে না, কারণ আত্মা অবিকারী, কিন্তু মন্ত্ররূপ অভিধান এবং তদভিধেয় উভয়েই বিকারী। ভাল, আত্মশব্দ প্রয়োগ দ্বারা আত্মা অভিহিত হন কি না? না, তাহাও হইতে পারে না। কেননা আত্ম প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রযুজ্য বাক্যাবলীর জড়ত্ব হেতু তাহারা আত্মাকে প্রকাশিত করিতে পারে না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন “যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে” ইতি। আচ্ছা, তবে “আত্মৈব অধস্তাৎ” “স আত্মা” এই সমুদায় শ্রৌত আত্মবাচী শব্দ কেমন করিয়া আত্মার প্রতীতি করাইয়া দিতে পারে? তাহা দিতে পারে। ইহাতে দোষ হয় না, কেননা দেহস্থ প্রত্যক চৈতন্যকে পৃথক করিয়া বুঝাইবার জন্য যে সকল শব্দ প্রযুজ্য হইয়াছে, তাহারা দেহাদির আত্মত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে সেই চৈতন্যকেই বুঝাইয়া দেয়। অতএব মুমুক্ষু শিষ্য দেহাদি ব্যতি-রিক্ত চৈতন্যকে আচার্য্যের নিকট হইতে জ্ঞাত হইবে। সেই চৈতন্যকে জানিতে হইলে গুরুকরণের নিতান্ত প্রয়োজন। নারদই তাহার দীপ্যমান প্রমাণ। কারণ শাস্ত্রজ্ঞ হইলেই ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারে না। মন্ত্রবিদ হইলেই ব্রহ্মবিদ হয় না।

অতএব শাস্ত্রজ্ঞ কদাপি স্বতন্ত্রভাবে ব্রহ্মতত্ত্বান্বেষণ করিবে না। অতএব স্থির হইল যে, গুরু শ্রোত্রিয় এবং ব্রাহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ মন্ত্র ও ব্রহ্ম উভয়বিদ হওয়া আবশ্যক। ইহাই ভগবান আচার্য্যের অভিপ্রায়। সবিশেষ পরে বলিতেছি। পুত্র মূর্খ হইলে পিতা পুত্রের শিক্ষার জন্য বিদ্বান পুরুষ নিযুক্ত করিয়া থাকেন। সমাজ মূর্খ হইলে নাচার। কে শিক্ষক নিযুক্ত হইবে? লোম বাছিতে কম্বল উজাড়। পিতা, পুত্র এবং (শিক্ষক স্থানীয়) তৃতীয় ব্যক্তি, সমষ্টি ভাবে এ তিন লইয়াই সমাজ। সবাই মূর্খ, কে কাহাকে শিক্ষা দিবে? ব্যষ্টিভাবে ইহাদের শিক্ষা হইলেই সমষ্টি সমাজ শিক্ষিত—বিদ্বান হইয়া থাকে। তদ্বিপরীতে মূর্খই রহিয়া যায়। বৌদ্ধদিগের তিরোধান এবং ব্রাহ্মণদিগের অভ্যুদয় কালে, প্রায় এক হাজার বর্ষের উপর হইল সমাজে এই অভিনব তান্ত্রিকী দীক্ষাদির সৃষ্টি হয়। ইহা নিদ্রিতাবস্থাতেই জাগরণের চেষ্টা বিশেষ। সুতরাং আদৌ ইহা মন্দের ভালরূপেই আবিষ্কৃত হইল। নাই মামা চেয়ে কাণা মামা গোচের হইয়াই আবির্ভূত হইল। যাহাহউক এই মন্দের ভালও কতক দিন এক ভাবে চলিল—সমাজ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞানাভাস শিক্ষা পাইতে লাগিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্রমে সাম্প্রদায়িক দ্বেষাদ্বেষি, লড়ালড়ি, এত বাড়িয়া উঠিল যে, এক এক সম্প্রদায় পুরা কবির দলের মত আসরে নামিতে আরম্ভ করিলেন, এবং আপন আপন প্রবৃত্তি ও রুচি অনুসারে কেহ বা শিবের নাম দিয়া তন্ত্র সকল, কেহ বা ঋষিদের দোহাই দিয়া সংহিতা এবং উপপুরাণ সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহার উপর মোগল ও পাঠান সম্রাটদিগের অত্যাচার, উৎ-

পীড়ন ও প্রলোভনাদি এতদুভয় কারণের সংঘর্ষণে স্বর্ণে রসায়ণ সংমিশ্রণে তারল্যবৎ সমাজের সুদৃঢ় বন্ধন স্বতঃই শ্লথ হইয়া পড়িতে লাগিল। ২১শ পৃষ্ঠা দেখ। মন্দের ভালরূপে আবিষ্কৃত এই "তান্ত্রিকী দীক্ষাদি" ক্রমেই শোচনীয় অবস্থায় আপতিত হইতে লাগিল। পরিশেষে "মন্দের ভাল"র জায়গায় "মন্দের মন্দ" (worst) হইয়া পড়িল। এই "মন্দের মন্দই" বর্ত্তমান অবস্থা। এ প্রকার হইল কেন? নিম্নে সংক্ষেপে ইহার কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করা গেল। তৎকালে সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা ত এই মত, এদিকে বাহিরে মোগল ও পাঠান সম্রাটগণের মধ্যে কেহ কেহ হিন্দু সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি-দিগকে প্রলুব্ধ করিয়া আপনাদের স্বার্থ সাধনের উপযোগী সংস্কৃত ভাষার পুস্তকাদির অনুকরণে পুস্তকাদি প্রচার করাইতে আরম্ভ করিলেন। আল্লোপনিষদ, সত্যপীড়, (সত্যনারায়ণ) ওলাবিবি (শীতলাদেবী) জ্যোতিষগ্রন্থ প্রভৃতি ইহার দীপ্যমান প্রমাণ। ইহা ভিন্ন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদির কতক কতক পাঠ পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধন করাইতেও ক্রটী করেন নাই। মহা-ভারতাদি পুরাণ এবং মন্বাদি স্মৃতি গ্রন্থই তাহার প্রমাণ। মোগল সম্রাট আকবর বাদসাহের নিদেশানুসারে আরবি ও সংস্কৃত ভাষার সংমিশ্রণে উপনিষদাদির অনুকরণে এই "আল্লো-পনিষদ"* নামক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সমাজের বর্ত্তমান শোচনীয়াবস্থার নির্দ্দেশক কারণ যথা—

(১) বেদাদি সদ্‌শাস্ত্রালোচনার স্বল্পতা।

---

* অস্মাল্লাং ইল্লে মিত্রা বরুণা দিব্যানিধত্তে। (আল্লোপনিষদ)

(২) অকৃতাত্ম বা অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিব্যূহ প্রণীত গ্রন্থাদির বহুল প্রচার। এবং প্রাচীণ গ্রন্থ বিশেষের সাম্প্রদায়িক সংস্কার।

(৩) বেদবিহিত আশ্রম চতুষ্টয় পরিরক্ষণে শিথিল প্রযত্ন এবং তদোদিত কর্ম্মাদির অননুষ্ঠান বা অসম্যগানুষ্ঠান।

(৪) বৈদেশিক সংঘর্ষণ। ব্যবহারতঃ চারিটী কারণ—নির্দ্দিষ্ট হইলেও, পরমার্থতঃ—সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে একটী অর্থাৎ ৩য় কারণটীই মুখ্য।

শিষ্য—প্রায় সব কারণ গুলিরই কতক কতক ত ইতপূর্ব্বে শুনিয়াছি, সুতরাং এখন ৩য়টী অর্থাৎ আশ্রম চতুষ্টয়ের পরিরক্ষণে শিথিল প্রযত্ন এবং তদোদিত কার্য্যাদির অননুষ্ঠান বা অসম্যগানুষ্ঠানরূপ এই মুখ্য কারণ হেতুই যে সমাজের অধঃপতন এবং তদ্‌সঙ্গে নানা উপধর্ম্মাদির সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিন।

গুরু—আচ্ছা বলিতেছি শুন। আশ্রম চারিটি (১) ব্রহ্মচর্য্য (২) গার্হস্থ্য (৩) বানপ্রস্থ এবং (৪) সন্ন্যাস। এই আশ্রম চতুষ্টয় পূর্ণভাবে প্রতিপালিত হইলে মনুষ্যের চতুষ্পাদ ধর্ম্ম-সাধন হইয়া থাকে। ইহা অক্ষয় ফলপ্রদ এবং ব্রহ্ম প্রাপ্তির সহায়ক। এই আশ্রম চতুষ্টয়ের জন্যই ধর্ম্মের চতুষ্পাদত্ব। তাই মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

এষ বোঽভিহিতো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণস্য চতুর্ব্বিধঃ।
পুণ্যোঽক্ষয় ফলঃ প্রেত্য রাজ্ঞাং ধর্ম্মং নিবোধত॥

(মনুস্মৃতি-৬।৯৭)

অত্রচ শ্লোকে ব্রাহ্মণস্য চতুরাশ্রম্যোপদেশাৎ ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদিতি পূর্ব্বমভিধানাৎ ব্রাহ্মণস্যৈব প্রব্রজ্যাধিকারঃ

( মেধাতিথি ভাষ্য ) ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস ব্রাহ্মণের এই চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মের কথা বলিলাম। ইহা ব্রাহ্মণগণের পক্ষে অতি পবিত্রকারী এবং দেহান্তে অক্ষয় ফলপ্রদ। এখন ব্রহ্মচর্য্য এবং তদানুসঙ্গিক কার্য্যাদির ব্যাখ্যা করা যাউক।

(১) ব্রহ্মচর্য্যং বীর্য্যধারণং মৈথুনাসমাচরণং বা। বীর্য্যধারণ বা মৈথুন অসমাচরণের নাম ব্রহ্মচর্য্য। শুক্রধারণ করিলে শরীর বীর্য্যবান হয়, এবং সুখময় জীবন লাভ হয়* সমুদায় ইন্দ্রিয়াদির শক্তি বৃদ্ধি হয়—চিত্তের প্রকাশশক্তি বাড়িতে থাকে, সংক্ষেপতঃ শরীরে এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব শক্তির আবির্ভাব হয়, যাহাকে ব্রাহ্মীশ্রী, ব্রহ্মতেজ বা আত্মার প্রকাশ-শক্তি কহে। সেই শক্তির (ওজ) বলে মানসিক সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়, মুখে এক অপূর্ব্ব শ্রী লক্ষিত হইয়া থাকে তাই শ্রুতি বলিতেছেন

ব্রহ্মবিদ ইব সৌম্য তে মুখং ভাতি।

( ছান্দ্যগোপনিষদ ৪।১৪।১ )

হে প্রিয়দর্শন, ব্রহ্মবিদের ন্যায় তোমার মুখকান্তি প্রকাশ পাইতেছে। তোমার মুখে ব্রাহ্মী শ্রী লক্ষিত হইতেছে। অতএব বিদ্যাধ্যয়ন কালে বিদ্যার্থীর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। তাই মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

একঃ শয়ীত সর্ব্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ কচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ॥

( মনুস্মৃতি ২।১৮০ )

ব্রহ্মচর্য্য ব্রতকারী সকল সময়ে একলা (পৃথক) শয়ন করিবে।

---

* ব্রহ্মচর্য্যাদ্ বীর্য্যলাভঃ। ( পাতঞ্জলদর্শন )

ব্রতোদ্যাপন পর্য্যন্ত বীর্য্য ত্যাগ করিবে না। কামের দ্বারা রেতঃস্খলন করিলে আত্মব্রতের বা আত্মানন্দের হানি হয়। শ্রবণ, কীর্ত্তন, কেলী, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সংকল্প, অধ্যবসায় এবং ক্রিয়ানিষ্পত্তি এই আট প্রকার মৈথুন। এবং উপস্থ, শরীর, চক্ষু, কর্ণ, প্রাণ, মন, এবং বুদ্ধি ব্যবহারতঃ এই অষ্ট ইন্দ্রিয়-দ্বারা অষ্টাঙ্গ মৈথুন সংসাধিত হয়, সুতরাং ইহাদের নিগ্রহে* অষ্টাঙ্গ ব্রহ্মচর্য্য সংস্থাপিত হয়। এই অষ্টাঙ্গ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা অষ্টাঙ্গ মৈথুন বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ইহা সবিশেষ অনুষ্ঠান সাপেক্ষ। ইন্দ্রিয়াদির ছেদন ভেদন দ্বারা ইহা কখন সম্পাদিত হয় না। ইহা মূঢ় বুদ্ধির কার্য্য। আশ্রম দীক্ষারূপ মুখ্য ব্রতাদির অনুষ্ঠানে ইহা ক্রমে পুরুষে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া থাকে। অনুষ্ঠান আমরণাৎ প্রয়োজন। দু-দশ দিনে কিছু হয় না। এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যা বলি শুন।

(খ) ব্রহ্মচর্য্যেণ সদ্বিদ্যাদি শিক্ষা চ গ্রাহ্যা। ইন্দ্রিয়জয়ে রত থাকিয়া সতত সদ্বিদ্যাদি শিক্ষাদ্বারা ব্রহ্মপথে বিচরণ পূর্ব্বক আত্মোন্নতি (spiritual improvement) করার নাম ব্রহ্মচর্য্য যথা—

ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা দেবা মৃত্যুমুপাঘ্নতঃ।

(অথর্ব্ববেদ ১১।৬)

(দেবা) বিদ্বান ব্যক্তিগণ বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মবিজ্ঞান, এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মৃত্যু অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু প্রভব দুঃখরাশি নিত্য নাশ করিয়া থাকেন। চারি আশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য প্রথম,

---

* অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি তস্মা এতৎ প্রোবাচ। অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মন বাচমিতি—(তৈত্তিরীয়োপনিষদ ৩।১)

সুতরাং সর্ব্বাগ্রে অবলম্বনীয়। এই ব্রহ্মচর্য্য, আশ্রমচতুষ্টয়রূপ সুবৃহৎ প্রাসাদের মূলভিত্তি। এই ভিত্তি বিশেষরূপে সুদৃঢ় করা উচিত। নচেৎ প্রাসাদের আকস্মিক্ পতন অবশ্যম্ভাবী। প্রাসাদ পতনে তদবাসীগণেরও অপমৃত্যু সুনিশ্চিত। কিন্তু অজ্ঞানের কি মহীয়সীশক্তি যে, প্রাসাদ পতনোন্মুখ দেখিয়া, লোকে তাহা জানিয়াও প্রাসাদ ত্যাগ করিতে পারে না, আশ্রমান্তর গ্রহণ করিতে চায় না। কুকুরবৎ মাংসাদি পরিশূন্য যাতরস অস্থিখণ্ডতুল্য গৃহ সংসারে লাগিয়া থাকিতেই ভাল বাসে। চোয়াল ক্ষত বিক্ষত, দন্ত বিচলিত হইতেছে, তথাপি চর্ব্বণ চেষ্টার বিরাম নাই। অথচ মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে ঈদৃশ বদ্ধাবস্থাতেই লক্ষ্য বিদ্ধ হইবে। ঈপ্সীততমের সন্দর্শন মিলিবে। বর্ত্তমানকালের গৃহাশ্রম ইহার দীপ্যমান প্রমাণ। ঘর বাড়ী; কি স্ত্রী পুত্র থাকিলেই পূর্ণ গৃহাশ্রম হয় না। গৃহস্থের তাবৎ কর্ম্মের যথাযথ অনুষ্ঠানকারী পর্ণকুটীরবাসী, স্ত্রী পুত্রাদি বিহীন হইলেও, সে প্রকৃত গৃহী। ঘর বাড়ী কি স্ত্রী পুত্রাদি থাকিলেই যদি গৃহী হওয়া যায়, তবে মনুষ্যের ন্যায় গবাদি গ্রাম্য পশুগণও গৃহী না হইবে কেন? তাহারা ত তোমার ন্যায় এক প্রকার গৃহী হইয়া পড়ে। এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ধর্ম্মের একপাদ। ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপে সাঙ্গবেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে আত্মা, জ্ঞান বিজ্ঞানে তৃপ্ত হয়।* জগৎ ব্রহ্মময় দর্শন হয়, তখন ইচ্ছা হয় গৃহী হও, নয় পারিব্রাজ্য অবলম্বন করিয়া আমরণাৎ ব্রহ্মচর্য্যব্রত প্রতিপালন কর। * যিনি ইহলোকে বদ্ধস্বভাব, কর্ম্ম সকল

* ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ—( শতপথব্রাহ্মণ )

পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ব্রহ্মমার্গে অবস্থান করতঃ ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মভূত হইয়া লোকমধ্যে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন, ঈদৃশ সূক্ষ্ম ব্রহ্মচর্য্য একমাত্র তাঁহারই অবলম্বনীয়। নচেৎ গৃহাশ্রমীর পক্ষে কেবল ঋতুকালে স্বদারে উপরত হওয়াই ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া জানিবে। আর প্রোক্ত বিধানে জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্তাত্ম পুরুষ গৃহী হইলেও গৃহাশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বানপ্রস্থাবলম্বন করা তাহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। এইজন্যই ব্রহ্মচর্য্যের অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় হইয়া সদ্বিদ্যাদি শিক্ষার প্রয়োজন আগে, পরে গৃহী হইবার ব্যবস্থা তাই শ্রুতি বলিতেছেন—

ব্রহ্মচর্য্যাদ্ গৃহীভবেৎ গৃহীভূত্বা বনীভবেৎ বনীভূত্বা প্রব্রজেৎ।

(শতপথব্রাহ্মণ)

এবং মহর্ষি মনুও বলিয়াছেন—

অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিযোজয়েৎ॥

(মনুস্মৃতি ৬।৩৬)

প্রথম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। এই আশ্রমের অনুষ্ঠান—বিধিপূর্ব্বক বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা পূর্ণ-ভাবে বিদ্যালাভ, অনন্তর সমাবর্ত্তনপূর্ব্বক দার পরিগ্রহ করিয়া গৃহী হইবে। গৃহাশ্রমের কর্ম্ম পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি স্বশক্ত্যানুসারে অনুষ্ঠিত হইলে এবং পুত্রাদি উৎপন্ন হইলে বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন করিবে। ইচ্ছা করিলে এসময়ে স্ত্রীকেও সঙ্গে রাখিতে পার। বানপ্রস্থাশ্রমের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম জ্যোতিষ্টোমাদি ও আর আর নিয়মাদি যথা

বিধানে সম্পাদনানন্তর এবম্বিধ প্রকারে ঋণত্রয় * হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পত্নীকে উপযুক্ত পুত্র কি অপর কোন স্বজনের হস্তে সমর্পন পূর্ব্বক একাকী সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। ইহারই নাম ক্রমসন্ন্যাস। সন্ন্যাসের দ্বারা জ্ঞানের পরিপাকে চরমে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইবে। মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইবে। চতুষ্পাদ ধর্ম্ম-সাধন বা দীক্ষার সমাধান হইবে। সোপানারোহণবৎ যথাক্রমে আশ্রম চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠানাদি বা দীক্ষা যথা নিয়মে সম্পন্ন না করিলে, ধর্ম্মের চতুষ্পাদ পূর্ণভাবে কৃত না হইলে, কোন কালেও মনুষ্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইতে পারে না, অভিপ্সীতের সমাগম সন্দর্শনরূপ নিরতিশয় সুখলাভ হয় না। পাছে এই আশ্রমচতুষ্টয়নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠানাদির পরিপালন বিদিতবিদ্বের পক্ষে পিষ্টপেশনবৎ হইবে বলিয়াই শ্রুতি একথাও বলিয়াছেন যে "ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ" অর্থাৎ বিদ্বান পুরুষ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। কিন্তু এ তামসযুগে শুক সনকের মত, গৌড়পাদ কি গোবিন্দপাদ, কি শঙ্করের মত, কি দয়ানন্দের মত, কয়জনে ব্রহ্মচর্য্য হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে সমর্থ? মোটেই মা রাঁধেনা তার তপ্ত আর পান্তা। এখন ক্রমসন্ন্যাসই নাই—তাহার উপর আবার অক্রম! ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের প্রথম পাদ, গার্হস্থ্য দ্বিতীয় পাদ, বানপ্রস্থ তৃতীয় পাদ এবং পরমাত্ম প্রাপক সন্ন্যাস চতুর্থপাদ। এই জন্য ধর্ম্ম চতুষ্পাদ, এই চতুষ্পাদ ধর্ম্ম পূর্ণ ভাবে কৃত হইলেই পূর্ণ দীক্ষার সমাধান হয়। ইহাই বিধি। ইহাই শাস্ত্রানুশাসন। বর্ত্তমান কালেই প্রচলিত

* যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ স্বাধ্যায়েন ঋষিভ্য ইতি শ্রুতেঃ।

পরিচ্ছিন্ন, ক্ষণিক, নাম মাত্র দীক্ষাতে (গুরু মুখে ইষ্ট মন্ত্র শুনিবা মাত্র) তাহা কদাপি হইতে পারে না। শ্রুতিচোদিত এই চতুষ্পাদ ধর্ম্মসাধন রূপ চিরন্তনী দীক্ষা প্রবৃত্তি বর্ত্তমানকালে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, কোথায় বা আংশিকভাবে চলিতেছে, আবার কোথায় বা ভিন্নমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। তাই সমাজের এত লাঞ্ছনা, এত কর্ম্মভোগ; এত ভ্রম প্রমাদ! তাই এখন (কলিতে) ধর্ম্ম এক পদ বলিয়া কথিত। এখন অজ্ঞানের এমনিই প্রবল স্রোত চলিয়াছে যে, কেহ বানপ্রস্থ কি সন্ন্যাস বলিলে, অন্যে তাহাকে উপহাস করে। কেহ চমকিত হয়, কাহারও বা রোমহর্ষ উপস্থিত হয়, কেহ বা নিরুত্তর হইয়া যায়। এই পর্য্যন্তই অবধি-বায়ুরস্ফূর্ত্তি-শব্দ বায়ুতেই পুনঃ বিলয় প্রাপ্ত হয়। আর এক আশ্চর্য্য কথা, বর্ত্তমানে কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, সকলেই কিন্তু একবাক্যে বলিয়া থাকে যে, এখন (কলিতে) ধর্ম্ম একপাদ বিশিষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু কেহ একবার ভুল ক্রমেও ভাবিতেছে না যে, সেই ধর্ম্মরূপ মহাবৃষভ দেবের আর তিন খানি পদ কোথায় অন্তর্হিত হইল? কে ভগ্ন করিল? এই কি আর্য্য ধর্ম্মের গৌরব! ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিমান! হিন্দুর অনর্হ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে? ধর্ম্মরূপ মহাদেব বৃষভের পদ ভগ্ন করিতে বসিয়াছে। আর ঈদৃশ দুষ্কৃতি আবরণের যবনিকা স্বরূপ "ধর্ম্ম এখন একপাদ" ইত্যাদিরূপ বাক্য বিন্যাস করিতেও কুন্ঠিত হইতেছ না? হা ধিক্! নরকের দ্বার প্রশস্ত করিতেছ! নিজ পদেই কুঠারাঘাত করিতেছ! এক কথায় আত্ম প্রবঞ্চিত হইতেছ ইহা বুঝিতেছ না?

ব্রহ্ম বিদ্যালাভের দ্বারস্বরূপ ব্রহ্মচর্য্যরূপ দীক্ষা ধর্ম্মের প্রথম

পাদ। মূল ভিত্তি। তাহা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাই শ্রুতিতে ইহা বিবিধ প্রকারে সংস্তুত হইয়াছে যথা—

অথ যদ্যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ ব্রহ্ম-চর্য্যেণ হ্যেব যো জ্ঞাতা তং বিন্দতেঽথ যদিষ্ট মিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবে-ষ্ট্বাত্মানমনু বিন্দতে। অথ যৎ সত্রায়ণমিত্যা-চক্ষতে ব্রহ্মচর্য্য মেব তদ্ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেব সত আত্মানস্ত্রাণং বিন্দতেঽথ যন্মৌন মিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবাত্মনমনুবিদ্যমনুতে * * তেষা মেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ।

(ছান্দ্যগ্যোপনিষদ ৮ ৫।১—৩)

যজ্ঞবল, ইষ্টবল, সত্রায়ণবল, মৌণবল, সমুদায় আশ্রম কর্ম্মাদি এক ব্রহ্মচর্য্যরূপ দীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য সেবী পুরুষ স্বীয় ব্রহ্মচর্য্য রূপ তপঃ বা দীক্ষা প্রভাবে আত্মরূপ অভিপ্সীত পদার্থের সমাগম সুখ উপভোগ করিয়া কৃত কৃত্য হন। এখন একবার ভাবিয়া দেখ দেখি যে, চতুষ্পাদ ধর্ম্মের বা আশ্রম চতুষ্টয়ের প্রথম পাদ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অনুষ্ঠানাদির অননু-ষ্ঠান বা অসম্যগানুষ্ঠানে দ্বিতীয় আশ্রম অবলম্বন করা যাইতে পারে কি না? গৃহী হওয়া যায় কি না? আর (বর্ত্তমানের ন্যায়) হইলেও ব্যর্থ মনোরথ হইতে হয়। কারণ অপরিসমাপ্তী কর্ম্মী কদাচ সুখময় ব্রহ্মবিজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না। যেমন অক্ষর বা বর্ণজ্ঞান রেখাজ্ঞান সাপেক্ষ, এবং বর্ণ সকল

পরস্পরাপেক্ষক তেমনি আশ্রম জ্ঞান বেদোদিত অনুষ্ঠান জ্ঞানাপেক্ষ এবং আশ্রম চতুষ্টয় পরস্পরাপেক্ষক, সুতরাং একটী আশ্রম এবং তদোদিত অনুষ্ঠানাদি ত্যাগ করিয়া, অভ্যাস না করিয়া, অপরটী অবলম্বন করা যাইতে পারে না। করিলে পূর্ণ অভ্যাসের অভাবে ফল বিষময় হইবে। বর্ত্তমান সমাজই তাহার দীপ্যমান প্রমাণ। আর এক কথা, ব্রহ্ম দীক্ষা, গায়ত্রী দীক্ষা, যজ্ঞ দীক্ষা প্রভৃতি বিবিধ প্রকার বৈদিক আশ্রম দীক্ষা অতি প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। ইহাদের কোন কোনটী সংস্কার নামেও অভিহিত হয়, যেমন উপনয়ন সংস্কার, অন্ত্যেষ্টি বা ঔর্দ্ধদৈহিক সংস্কার ইত্যাদি। মহর্ষি মনু জীবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই মত দশবিধ সংস্কার বা দীক্ষার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন যথা—

নিষেকাদি শ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ।

( মনুস্মৃতি ২।১৬ )

রেতনিষেক বা গর্ভাধান এই শরীরের প্রারম্ভ বা প্রথম সংস্কার এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ সংস্কার। আর এতদুভয়ের অন্তরালে আর আটটী সংস্কার বিদ্যমান রহিয়াছে যথা—(১) গর্ভাধান (২) জাতকর্ম্ম (৩) নিষ্ক্রমণ (৪) অন্নপ্রাশন (৫) চূড়াকরণ (৬) উপনয়ন (৭) সমাবর্ত্তন এবং (৮) বিবাহ। তবে স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে।* এবং শ্রুতিও বলিয়াছেন যথা—

---

*বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌবাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥

( মনুস্মৃতি ২।৬৭ )

## ভস্মান্তং শরীরম্।

(যজুর্ব্বেদ ৪।১৫)

এই স্থূল দেহের সংস্কার ভস্ম করণ পর্য্যন্ত। ঋতুদান ইহার আরম্ভ এবং শ্মশান অর্থাৎ মৃতক-কর্ম্ম ইহার অন্ত। গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণরূপ দীক্ষার বিষয় মহর্ষি মনুর সময়ে প্রচলিত থাকিলে অবশ্যই তিনি এই দশবিধ সংস্কারের মধ্যে কি অপর স্থলে তাহার উল্লেখ করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার সমগ্র স্মৃতি গ্রন্থে ইষ্টমন্ত্রগ্রহণরূপ এই তান্ত্রিকী দীক্ষার কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। আর মূল বেদে এবং ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থেও এবম্বিধ আশ্রম দীক্ষার কোনই উল্লেখ দেখা যায় না; ইতিপূর্ব্বে দীক্ষা শব্দের ব্যাখ্যাকালে তাহা সম্যক্‌ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং ইহা যে আধুনিক, তন্ত্র প্রধানকালে অর্থাৎ প্রায় এক হাজার বৎসর হইল প্রচলিত হইয়াছে তাহাও প্রকৃষ্টরূপে ইতপূর্ব্বে সপ্রমাণিত হইয়াছে। এই সমুদায় কারণ পরম্পরায় সুস্পষ্ট অনুমিত হইতেছে যে, "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" "অয়ং আত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি মহাবাক্যের উপদেশ প্রদানের অনুকরণে হ্রীং ক্লীং ইত্যাদি বীজমন্ত্র যুক্ত এই তান্ত্রিকী দীক্ষা আদৌ অজ্ঞানান্ধকার সমাজের কল্যাণার্থে প্রবর্ত্তিত হইলেও দেশ, কাল, এবং প্রদাতা ও গৃহীতার বৈষম্যে তাহা ক্রমেই বিভিন্নাকার ধারণ পূর্ব্বক বর্ত্তমানের নামাভাস মাত্রে—কলুষিতাকারে—মন্দের মন্দরূপে—পরিণত হইয়াছে। তাই অমৃতপ্রসূ না হইয়া

---

বিবাহ সংস্কারই স্ত্রীলোকের উপনয়ন নামে বৈদিক সংস্কার তাহাতে স্বামীর সেবাই গুরুকুলে বাস এবং গৃহকর্ম্মই সায়ং প্রাতর্হোমরূপ অগ্নি সেবা জানিবে।

বিষ উদ্গীরণ করিতেছে। গৃহীতা মর্ত্ত্যকে অমর না করিয়া অধিকতর মরণশীল করিয়া তুলিতেছে, সমধিক মরণত্রাস উৎপাদন করিতেছে। একে আর হইয়াছে। গোল্লার পাক শেষে তিলুয়ায় দাঁড়াইয়াছে। যেমন দীক্ষা, তেমনি দক্ষিণা, সুতরাং অন্তকালে—দক্ষিণা গ্রহণ সময়ে—আর রোদন করিলে কি হইবে? দীক্ষা গ্রহণ কালে তাহা ভাবা উচিত ছিল। এইজন্য আবারও বলিতেছি যে চতুষ্পাদ ধর্ম্মসাধনরূপ দীক্ষার অননুষ্ঠান বা অসম্যগানুষ্ঠানে সুখময় ব্রহ্মবিজ্ঞানের স্থানে দুঃখময় সংসার জ্ঞানই উত্তরোত্তর সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সুতরাং রোদনফল অবশ্যম্ভাবী। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—"ননরেনাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ঃ" অবর অর্থাৎ মূর্খ ব্যক্তির উপদেষ্টা বা গুরুপদে বরিত হইয়া তত্ত্ববিষয়ক উপদেশ প্রদান বিড়ম্বনা মাত্র। উপদিষ্ট ও উপদেষ্টা, গুরু এবং শিষ্য উভয়েই মহাপঙ্কে পতিত হয়। তাই কবিরদাসও বলিয়াছেন।

কাণ ফোঁকা গুরু হদ্‌কা বেদ্‌হকা গুরু আউর।
যব্ বেহদকা গুরু মিলেতো লও ঠিকানা ঠাউর॥
(কবির)

কাণে বীজমন্ত্র প্রদানকারী গুরু হদ্ অর্থাৎ সসীম বা পরিছিন্ন পদার্থকেই দেখাইয়া দেয়। পরিচ্ছিন্ন মাত্রেই মায়িক, মায়া শব্দই তাহার পরিচায়ক (মীয়ন্তে পরিচ্ছিদ্যন্তে হনয়া পদার্থাঃ) অতএব মায়া বা অজ্ঞান দূর না হওয়ায় নিত্য সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ সম্ভিন্ন সুখই উপলব্ধি হইয়া থাকে, ইহাও প্রকারান্তরে দুঃখ বিশেষ। তাই কবির বলিতেছেন যে, হে জীব যখন ভাগ্যক্রমে বেহদ্ অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন পদার্থ প্রদর্শক

গুরু মিলিবে, তখনই তাঁহার সমীপে তত্ত্ববিষয়ক সমুদায় স্থির করিয়া লইবে; চিরশান্তি সুখ উপভোগে সমর্থ হইবে।

শিষ্য—আচ্ছা, ব্রহ্মদীক্ষা বা তত্ত্বদর্শনের জন্য কি চতুর্থাশ্রম বা সন্ন্যাসের প্রয়োজন আছে? গৃহীর কি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া তাহা লাভ হয় না?

গুরু—গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া তাহা কদাপি লভ্য নহে। সবিশেষ বলিতেছি শুন। সকল আশ্রমেরই অনুষ্ঠেয় কার্য্যাদি বিভিন্ন প্রকারের, ভিন্ন প্রকারের হইলেও সকলেরই মুখ্য প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য কিন্তু এক। সে এক—অভিপ্সীতের সমাগম সন্দর্শন—তত্ত্বজ্ঞানলাভ, এক কথায় ব্রহ্মসংস্থত্ব বা ব্রহ্মনিষ্ঠত্ব। এসম্বন্ধে শ্রুতি কি বলিতেছেন শুন—

* * ব্রহ্ম সংস্থোঽমৃতত্বমেতি।

(ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৩।২৩।১)

সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি সর্ব্বদা অদ্বয়ব্রহ্মে অবস্থান করেন, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মসংস্থ বা ব্রহ্মনিষ্ঠ। ঈদৃশ ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষই জীবন্মুক্ত। তিনিই অমৃত বা পরম ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। অন্যে নহে। শমদমাদিযুক্ত এবম্বিধ ব্রাহ্মীস্থিতি বা নিষ্ঠাই পারিব্রাজ্য ধর্ম্মের বা সন্ন্যাসাশ্রমের আশ্রমোচিত কর্ম্ম। ইহার অকরণে সন্ন্যাসীরও অকরণজনিত প্রত্যবায় আছে, অতএব নিশ্বাসাদিবৎ এই জ্ঞানের স্বাভাবিক স্থিতি জন্য অনুষ্ঠানেরও প্রয়োজন আছে। স্থিতি হইলেই অনুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন। ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ এবং বানপ্রস্থ এই আশ্রমত্রয়ের অনুষ্ঠানাদির তারতম্যানুসারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কর্ম্মলেপের সম্ভাবনা থাকায়, এই তিন আশ্রমে ঈদৃশ ব্রাহ্মীস্থিতি হইতে পারে না, সুতরাং

অমৃত্ব বা ব্রহ্মবিজ্ঞান পূর্ণমাত্রায় লাভ হয় না; অতএব বলা যাইতে পারে যে অমৃত্ব লাভের ইচ্ছা করিলে, অমর হইবার বাসনা থাকিলে, যথাবিধানে আশ্রমত্রয়ের বা অধিকারভেদে কেবল এক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পরিচর্য্যা করিয়া পরিশেষে সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগরূপ চতুর্থাশ্রম বা সন্ন্যাস গ্রহণার্থ ব্রহ্মবিদ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর। সফলকাম হইবে। ইহাই বিধি। ইহাই আদেশ।

শিষ্য—শুনেছি যে শাস্ত্রে যতি, কিম্বা সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা গ্রহণের নিষেধ আছে। তবে আবার আপনি তাহা ভাল বলিতেছেন কেন?

গুরু—কেন, তাহা সবিশেষ বলি শুন, যাহাদ্বারা বিমল জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) লাভ হয়, সমুদায় কর্ম্মবাসনা প্রক্ষীণ হইয়া যায়, সুতরাং মনলীন হয়, তাহার নাম দীক্ষা, ইহা ত ইতপূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেবল সংযতেন্দ্রিয় বিদ্বান মহাপুরুষেরাই *—যোগী কিম্বা পরমহংসেরাই—এপ্রকার জ্ঞানের উপদেশ করিতে পারেন, অসংযমী মূর্খে তাহা কদাপি সম্ভবেনা, তাই শ্রুতি বলিয়াছেন "ন নরেনাবরেণ প্রক্তো এষ সুবিজ্ঞেয়ঃ" ইত্যাদি। সুতরাং "যতে দীক্ষা বিবিক্তাশ্রমীণাং দীক্ষা ন সা কল্যাণ দায়িকা" অর্থাৎ সংযতেন্দ্রিয় বিদ্বান পুরুষ, কি সন্ন্যাসী, পরমহংস প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের প্রদত্ত দীক্ষা কল্যাণদায়িনী নহে, এই তন্ত্র বচনের উদ্দেশ্য কি? গৃহী (মূর্খ) গৃহীর নিকটই দীক্ষা গ্রহণ করিবে, কদাপি বিদ্বান পুরুষের নিকট যাইবে না, পাছে সন্ন্যাসী প্রদত্ত দীক্ষার (উপদেশের) প্রভাবে গৃহী বিগড়াইয়া সন্ন্যাসী হইয়া যায়, এক ঘর যজমান কমিয়া যায়। এই উদ্দেশ্যই সম্ভব,

* মহাপুরুষ কাহারা?—৯৩ পৃষ্ঠার টিপ্পণী দেখ।

কেননা তন্ত্রান্তরে ইহার বিরুদ্ধ বচনও রহিয়াছে যথা "অজ্ঞানিণাং বর্জয়িত্বা শরণং জ্ঞানিণাং ব্রজেৎ" অতএব বলা যাইতে পারে যে, তন্ত্রকারের প্রথম বচনটী প্রকারান্তরে গৃহীকে আশ্রম চতুষ্টয়রূপ চতুষ্পাদ ধর্ম্মসাধন হইতে বিমুখীকরণ, সংক্ষেপতঃ কূপমুণ্ডক করণের ব্যবস্থা বিশেষ। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাই তাহার দীপ্যমান প্রমাণ। তাই কবিরদাস বলিতেছেন যথা—

কবির যাকো গুরুহ্যায় গৃহী চেলা গৃহী হোয়।
কিচ্ কিচ্‌কে ধোয়ে দাগ না ছুটে কোই॥

যেমন বালুকাদিদ্বারা ধাতুপাত্রাদি মার্জ্জন করিলে পাত্র-শরীরের স্থানে স্থানে বালুকাদির দাগ ( আঁচর ) লাগিয়া যায়, কিছুতেই উঠে না—একবারে পরিষ্কার হয় না, গৃহী গুরুও সেই মত গৃহী শিষ্যকে উপদেশরূপ মার্জ্জন (দীক্ষা) দ্বারা একবারে—পূর্ণভাবে—পরিষ্কার করিতে পারেন না, কিছু কিছু মল রহিয়া যায়। যে নিজে সমল, সে অপরকে অমল করিবে কেমনে? সুতরাং মলাবনদ্ধ আদর্শতুল্য কিম্বা বিলুলীত সলিলতুল্য সে সমল হৃদয়গগণে অমলদেবের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না। ব্রহ্মবিজ্ঞান বা ব্রহ্মদীক্ষা যে সন্ন্যাস ব্যতীত এবং যোগী পরমহংস প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের নিকট দীক্ষা ( আপ্তোপদেশ ) গ্রহণ ব্যতীত সংসাধিত হইতেই পারে না, তাহাই দৃঢ়ীকরণার্থ এবং জীবের কল্যাণার্থ শ্রুতি পুনর্ব্বার বলিতেছেন যথা—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য ন চ প্রমাদাৎ তপসোবা প্যলিঙ্গাৎ। এতৈরুপায়ৈ যতত্তে যস্তু বিদ্বা স্তুসৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম।

( মুণ্ডকোপনিষদ ৩।২।৪ )

তপোঽত্র জ্ঞানম্। লিঙ্গং সন্ন্যাস স্তৎ সন্ন্যাসরহিতাৎ জ্ঞানান্নলভ্য ইত্যর্থঃ। (শঙ্করভাষ্য)

প্রমাদ অর্থাৎ পুত্রবিত্তাদি মোহে বিমোহিত, বলহীন অর্থাৎ চিদাতিরিক্ত যাবৎ পরিদৃশ্যমান পদার্থ অবস্তু এবম্বিধ জ্ঞান পরিশূন্য এবং সন্ন্যাস জ্ঞান রহিত ব্যক্তি কদাপি ব্রহ্মলাভে—তত্ত্বদর্শনে—সমর্থ হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি এই সকল গুণের বিপরীত গুণযুক্ত অর্থাৎ অপ্রমাদ, বল এবং সন্ন্যাসজ্ঞানযুক্ত, তিনিই আত্মজ্ঞানলাভে—তত্ত্বদর্শনে—সমর্থ হন। তিনি ব্রহ্ম হইয়া যান।

বেদান্ত বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাস যোগা-
দ্যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ। তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।

(মুণ্ডকোপনিষদ ৩।২।৬)

সন্ন্যাস যোগাৎ সর্ব্বৈষণাত্যাগাৎ। (শঙ্করভাষ্য)

বেদান্ত বিচার জনিত জ্ঞান দ্বারা একচিদ্‌সত্তার নিরূপণকারী উৎসাহশীল, শুদ্ধসত্ত্ব * যোগী বা পরমহংসগণ সর্ব্ব এষণা পরিত্যাগ হেতু পরান্তকালে—লিঙ্গভঙ্গ বা উপাধিবিগম সময়ে—দেহান্তকালে—পরামৃতা অর্থাৎ ব্রহ্মভূত বা ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।

বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহানধ্রুবঃ।
তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ।

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৪।৪।২০)

---

* শুদ্ধসত্ত্ব কাহাকে বলে?—সত্ত্বস্ত বুদ্ধিপ্রবহস্ত বৃত্তিপূর্ত্ততা শুদ্ধিঃ। সবিশেষ ৮ম হইতে ৯ম পৃষ্ঠা দেখ।

এবং প্রজ্ঞাকরণ সাধনানি সন্ন্যাস, শম, দমোপরম তিতিক্ষা সমাধানানি কুর্য্যাৎ। (শঙ্করভাষ্য)

বিরজ [বি (বিগত) + রজ (ধর্ম্মাধর্ম্মাদিমল)] অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাদিমল রহিত, আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ও ব্যাপক এবং অজ এবম্বিধ মহানধ্রুব—নিশ্চিতের নিশ্চিত—আত্মাকে জানিতে হইলে ব্রাহ্মণের (উপলক্ষণার্থে) প্রজ্ঞাকরণ অর্থাৎ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধানাদিউপেত সন্ন্যাস গ্রহণ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। নচেৎ কদাপি তত্ত্বদর্শন বা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইতে পারে না।

আশ্রম চতুষ্টয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রবৃত্তিরদাস জীবের ভোগ বাসনা ক্রমে ক্রমে অনুষ্ঠান বা উপায় বলে পরিক্ষীণ করিয়া নিবৃত্তিমার্গে উপস্থিত করণ। ঈদৃশ ক্রমপরিক্ষীণের প্রান্ত বিন্দু নিবৃত্তিতে উপস্থিত হইবার জন্যই পরিশেষে সন্ন্যাসেরও প্রয়োজন। এই সন্ন্যাসজ্ঞানের পরিপাকে পরিণামে পরমানন্দ স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাই বলিতেছি যে, বিনা সন্ন্যাসে, সে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের—সে তত্ত্বদর্শনের—পরিসমাপ্তি হয় না। মানবীয় কর্ত্তব্য রেখার প্রান্তবিন্দুতে উপনীত হওয়া যায় না। ঈপ্সীততমের সন্দর্শন সুখ আবির্ভূত হয় না।

শিষ্য—আচ্ছা, শুনিতে পাই যে, রাজর্ষি জনক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, অথচ তিনি পূর্ণ ব্রহ্মবিদ ছিলেন, আবার রাজকার্য্যাদিরও পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, ইহা কি প্রকারে সম্ভবে? তিনি কি তবে গৃহস্থ সন্ন্যাসী ছিলেন? গৃহাশ্রমে থাকিয়াও কি সন্ন্যাসী হওয়া যায়?

গুরু—এসম্বন্ধে একটী ঔপনিষদিক আখ্যায়িকা বলি, শুন, জিজ্ঞাসিত বিষয়ের যথাযথ উত্তর প্রাপ্তে তোমার উদ্বেলিত চিত্ত শান্ত হইয়া যাইবে। একদিন মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য জনক রাজার সভায় সমুপস্থিত হইয়া রাজাকে অধ্যাত্ম বিষয়ে বিবিধ উপদেশ প্রদানানন্তর, পরিশেষে বলিলেন "দেবো ভূত্বা দেবান্ প্যেতি য এবং বিদ্বানে তত্ত্বপাস্তে" অর্থাৎ দেহে প্রাণ থাকিতে থাকিতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার দ্বারা ব্রহ্ম ভাবাপন্ন হইলে, এক কথায় জীবন মুক্তি লাভ করিলে, বর্ত্তমান দেহ পাতান্তে তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই সমুদায় তত্ত্ব বিষয়ক উপদেশাবলী শ্রবণে জনক প্রবুদ্ধ ও প্রহৃষ্ট হইয়া মহর্ষিকে হস্ত্যোপম সহস্র ঋষভ ( বৃষভ ) প্রদান করিলেন, কিন্তু মহর্ষি এই আপত্তি তুলিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলিলেন, মহারাজ, আমার পিতৃদেবের এই আদেশ আছে যে, যে পর্য্যন্ত অনুগত শিষ্যকে অভিপ্সীতের সাক্ষাৎকার দ্বারা পরিতৃপ্ত কি কৃতকৃতার্থ করিয়া দিতে না পারিবে; ততদিন তুমি শিষ্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত কোন ধন রত্ন নিচয় কদাপি গ্রহণ করিবে না। মহারাজ সে আদেশ আমার শিরোধার্য্য, অতএব আপনি আপনার প্রদত্ত এই ঋষভ সমূহ আপাততঃ রক্ষা করুন। অগ্রে আপনাকে কৃতকৃতার্থ করিয়া দেই, ঈপ্সীতক্রমের সাক্ষাৎকার লাভ করুন, তৎপরে ভবদীয় প্রদত্ত এই উপহার সকল আমি প্রতিগ্রহ করিব, এই বলিয়া মহর্ষি পুনর্ব্বার ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১ম হইতে ৪র্থ ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত ৪টী ব্রাহ্মণ এই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশে পরিপূর্ণ। অশেষ

ভাবে এই ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশ প্রদান করিয়া রাজাকে অবশেষে বলিলেন—

অভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ। অভয়ং বৈ জনকো প্রাপ্তোসি। হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোঽহং ভগবতে বিদেহান্ দদামি মাঞ্চাপি সহ দাস্যায়েতি।

( বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৪।৪ )

হে রাজন, এই অভয়ই ব্রহ্ম। ইহাই ব্রহ্মলোক। আপনি সেই অভয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতেছেন, অতএব আপনার ভয়ের কোনই কারণ নাই। ব্রহ্ম ভাবাপাদিত জনক তখন পুর্ণভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে বিনয় নম্র বচনে বলিতে লাগিলেন, ভগবন, এই সমগ্র বিদেহরাজ্য আপনাকে সম্প্রদান করিলাম এবং আমি আপনার নিদেশানুবর্ত্তী ভৃতকতুল্য হইলাম, এই বলিতে বলিতে সাশ্রুনয়নে রাজা জনক মহর্ষির চরণপ্রান্তে পতিত হইলেন ইত্যাদি। এবম্ভূত ব্রহ্মবিদ্ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও বিদ্বৎসন্ন্যাস দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার পরিসমাপ্তি প্রদর্শনার্থ—সংক্ষেপতঃ লোক শিক্ষার্থ—চতুর্থাশ্রম বা সন্ন্যাস গ্রহণে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহার বিরহে মৈত্রেয়ী এবং গার্গী নাম্নী তাঁহার বিদূষী পত্নীদ্বয় কোনপ্রকারে শোকাতুরা না হয় এই আশয়ে তাহাদিগকে প্রতিবুদ্ধ করিয়া—সংক্ষেপতঃ অমৃতত্ব প্রদর্শন করাইয়া—বিগতশোক করিয়া দিয়া "এতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহারঃ" স্বয়ং প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাই বেদানুসাশন। ইহাই পরম পুরুষার্থ। এই আখ্যায়িকা দ্বারা

সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিনা সন্ন্যাসে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান (জ্ঞানের ৭ম ভূমি)* লাভ হয় না। ব্রহ্মবিদ বরিষ্ঠ হওয়া যায় না। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যই ইহার দীপ্যমান প্রমাণ। তিনি ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠ হইয়াছিলেন জ্ঞানের ৭ম ভূমিতে আরোহণ করিয়াছিলেন। ত্রৈলিঙ্গস্বামী, কি ভাস্করানন্দস্বামী ( উভয়েই দেহত্যাগ করিয়াছেন ) কিম্বা গুরুদেব আত্মানন্দস্বামীকে (ইনি জীবিত আছেন ) যাঁহারা সম্যকদর্শনে সন্দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা এ সকল কথার কতকটা মর্ম্ম অবগত হইতে পারিবেন। এই ব্রহ্মবিজ্ঞানের ৫ম ভূমির নাম "অসংসক্তি"। এই সময়ে দেহাদির মমতা গলিত হইয়া যায়। রাজা জনকের একটী নাম বিদেহ † (outside the body) দেহশূন্য। ইহাদ্বারা অনুমিত হয় যে জনক জ্ঞানের ৫ম ভূমিতে আরোহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞানের ৭ম ভূমি লাভ হয় নাই—ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ হইতে পারেন নাই। ব্রহ্মবিদ্‌বর হইয়াছিলেন। যাহাহউক ইহাও যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় ব্রহ্মবিদ্ গুরুর করুণা। জনকের ‡ বহু

---

* তস্য সপ্তধা প্রান্ত ভূমি প্রজ্ঞা ( পাতঞ্জলদর্শন ২।২৫ )

† Bedaha means outside the body, although a king he had forgotten entirely that he was a body; he felt that he was a spirit all the time.

‡ উপনিষদ্ ও পুরাণাদি পাঠে জানা যায় যে জনক সংসারে থাকিয়াও যোগী হইয়াছিলেন। শুকদেব প্রভৃতি মুনিগণ তাঁহার নিকট উপদেশ লইয়াছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণের মতে—ইনি বিদেহের একজন রাজা ( ১১।৩।১।২ )। রামায়ণে দুইজন জনকের নাম পাওয়া যায় একজন মিথির পুত্র ও উদাবসুর পিতা, অপর হ্রস্ব রোমার পুত্র ও সীতার পিতা ( রামায়ণ আদিঃ পঃ ৭১ সর্গ)। মিথির অপর নাম জনক, ইহা হইতে এই বংশের সকল রাজার সাধারণ নাম জনক। মিথিদ্বারা মিথিলা সংস্থাপিত হয়। সীতার পিতা শিরীধ্বজ জনক নামে খ্যাত।

বহু জন্মের সুকৃতি সঞ্চয়ের পরিচায়ক বলিতে হইবে। অম্বরিষ, ভগিরথ, রামচন্দ্র, প্রহ্লাদ, বিরোচন প্রভৃতি অনেক রাজাই অগ্রে এ প্রকার ব্রহ্মবিদ্ হইয়া পরে নামেমাত্র রাজ্যপালন করিয়া গিয়াছেন। পক্ষান্তরে "গৃহস্থ সন্ন্যাসী" এবং "সোনার পাথর বাটী" প্রায় একই রকমের—তুল্যার্থের বোধক বাক্য। দুই বিরুদ্ধে পদার্থের একত্র সমাবেশ কদাপি সম্ভবেনা। ইহা স্বতঃসিদ্ধ। গৃহস্থের বা গৃহাশ্রমীর কার্য্য বাহ্যবিষয় আলোচনা এবং সন্ন্যাসীর কার্য্য প্রত্যাগাত্মার ঈক্ষণ বা ব্রহ্মনিষ্ঠত্ব। বাহ্যবিষয়ালোচনপরত্ব এবং ব্রহ্মনিষ্ঠত্ব দুইটী পূর্ণভাবে বিরুদ্ধ বিষয়। একের আবির্ভাবে অন্যের তিরোভাব অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং প্রকৃতরূপে—যথাবিধানে—গৃহাশ্রমে অবস্থিত থাকিয়া কদাপি প্রকৃত—পূর্ণ সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। অতএব গৃহস্থ সন্ন্যাসী "সোনার পাথর বাটীর ন্যায় অমূলক স্তোভবাক্য মাত্র। তবে এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, এই আশ্রম চতুষ্টয় বা চতুষ্পাদ ধর্ম্মসাধন রজ্জুতে সর্প-প্রত্যয়বৎ অবিদ্যা কর্ত্তৃক আত্মাতে অধ্যারোপিত হইয়াছে। এই চতুষ্পাদ ধর্ম্ম যথাবৎ সাধন করিলে—জ্ঞানের পরিপাকে চরমে—আত্ম বা তত্ত্বদর্শন হইয়া থাকে। ইহাই আশ্রম চতুষ্ঠয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। আত্মদর্শন হইলে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম, সেই দ্রষ্টা পুরুষ হইতে গলিত হইয়া যায়, তিনি তখন অতিবর্ণাশ্রমী হয়েন। যে ব্যক্তি এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সম্বলিত জগৎ আত্মা হইতে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত দেখে, সে মিথ্যাদর্শী, তাহার সেই মিথ্যা-দর্শন তাহাকে পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট করে। তাহার কদাপি তত্ত্ব-দর্শন বা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় না। আশ্রম ধর্ম্মাদি তাহার বৃথা

কৃত হয়। আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি কুলীন ইত্যাদি প্রকার মিথ্যাভিমানে মোহিত হইয়া অধঃপতিত হয় মাত্র। ব্রহ্মের অতিরিক্ত বস্তুজাত ব্যবহারিক মাত্র। ব্রহ্মসত্বায় সত্বাবান। তাই বুঝাইয়া দিয়া পরিশেষে সেই অধিষ্ঠান সত্বার প্রদর্শন করাই এক কথায় তত্ত্বদর্শনই আশ্রমচতুষ্টয়ের বা চতুষ্পাদ ধর্ম্মসাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাই শ্রুতি বলিতেছেন—

ইদং ব্রহ্ম ইদং ক্ষত্র মিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা।

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ ২।৪।৬)

এক্ষণে গুরু মাহাত্ম্যের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক। প্রথমতঃ দেখা যাউক গুরু শব্দ কি প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং তাহার প্রকৃত অর্থই বা কি? গুরু—গৃণাতি উপদিশতি সত্যানর্থান্ গিরিত্যজ্ঞানং বা। যিনি সৎ বা ব্রহ্ম পদার্থের উপদেশ প্রদান দ্বারা অসৎ পদার্থ রূপ মূলাজ্ঞানকে বা তদোৎপন্ন বিয়দাদি প্রবঞ্চকে মিথ্যা প্রতীতি করাইয়া নাশ করিয়া দিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত গুরুপদ বাচ্য। সচ্চিদানন্দ অদ্বয় ব্রহ্মই বস্তু, এবং অজ্ঞানজনিত বিয়দাদি তাবৎ প্রপঞ্চ অবস্তু, ইহাই—যিনি শিষ্যের হৃদগত করিয়া দিয়া তাহার ত্রিতাপ মোচন করিতে পারেন, সংক্ষেপতঃ উপনীত-তমের সাক্ষাৎকার করাইয়া দিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত গুরুপদ বাচ্য। মহর্ষি মনু বলেন—

অল্পং বা বহুবো যস্য শ্রুতস্যোপকরোতি যঃ।
তমপীহ গুরুং বিদ্যাচ্ছ্রুতোপ ক্রিয়য়াতয়া॥

(মনুস্মৃতি ২।১৪৯)

অল্পই হউক আর অধিকই হউক যিনি বেদজ্ঞান প্রদান দ্বারা উপকার করিয়া থাকেন, সেই উপকারের জন্য শাস্ত্রমতে তাঁহাকেই গুরু বলিয়া জানিবে। ভারতে অতি প্রাচীনকাল হইতে এই গুরু শিষ্য পদ্ধতি ধারা বাহিকরূপে চলিয়া আসিতেছে। কত যুদ্ধ, কত বিগ্রহ, কত রাষ্ট্রবিপ্লব, কত ধর্ম্মবিপ্লব হইয়া গিয়াছে, তথাপি এ গুরু শিষ্য পদ্ধতি ছিন্নমূল হয় নাই। এ পদ্ধতি যে অতি উপাদেয় তাহা আর্য্যগণ বেশ বুঝিতেন, এই জন্যই তাঁহারা এ প্রাচীন প্রথা সমাজে সুষ্ঠুভাবে —ধারাবাহিকরূপে—পরিচালিত করণার্থে বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেশ, কাল, এবং পাত্রাদির তারতম্যে তাহা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। গুরু সমাজের প্রধান ধর্ম্ম শিক্ষক। তাঁহার নিম্নে পুরোহিত। ইহারা যথাশাস্ত্র সাধনসম্পন্ন হইলে—প্রকৃত বিদ্বান হইলে—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত তাবৎ পদার্থ যথাবৎ বিজ্ঞাত থাকিলে—সমাজ বিদ্যা প্রভাবে সুখ সমৃদ্ধি সমন্বিত হইয়া থাকে; আর তদ্বিপরীত অর্থাৎ অবিদ্বান,—অনধিকারী—দম্ভী—অজিতেন্দ্রিয়—হইলে সমাজ ক্রমে অজ্ঞানের করালকবলে পতিত হইয়া শেষে সর্ব্বদাই দুঃখ, দারিদ্র্য এবং অতৃপ্তি ভোগ করিতে থাকে। বিমলশান্তি সুখভোগে একবারেই বঞ্চিত হয়। অতএব বলা যাইতে পারে যে, সমাজের প্রধাননেতা বা প্রথম পথপ্রদর্শক গুরু ও পুরোহিত উভয়ের যথাশাস্ত্র বিদ্বান, জিতেন্দ্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা হইলেই সমাজের আভ্যুদয়িক উন্নতি এবং নিঃশ্রেয়স উভয়ই পূর্ণভাবে সংসাধিত হইয়া থাকে। নচেৎ পদে পদে সমূহ অমঙ্গলের সম্ভাবনা। বলা বাহুল্য যে

বর্ত্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের তাবৎ সমাজই ন্যূনাধিক-রূপে ব্যবহারতঃ এই দ্বিবিধ গুণধর্ম্মী। কোথায় আভ্যুদয়িক উন্নতির আলোচনা হইয়া থাকে, কোথায় বা তদ্বিপরীত মোক্ষ-মার্গের কথা শুনা যায়। প্রাচীনকালের ন্যায় পারমার্থিকের একটানা স্রোত কোথায়ও প্রবাহিত হইতে দেখা যায় না। ইহার কারণ কি? এ বৈষম্যের—এ অবনতির মূল কোথায়? সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বোধ হয়, সমাজ শিক্ষক এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয় গুরু এবং পুরোহিত নামধারী ব্রাহ্মণগণের অবনতিই ইহার প্রধান কারণ। ব্রাহ্মণগণের এ অবনতি হইল কেন? অগ্রে তাহাই দেখা আবশ্যক। তাহা হইলেই এ জটিল প্রশ্নের মীমাংসার চূড়ান্ত সমাধান হইয়া যাইবে। মস্তক সর্ব্ব শরীরের মূল সুতরাং উত্তমাঙ্গ। এই উত্তমাঙ্গে কোনব্যাধি হইলে, তাহা দ্রাগিৎ সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া থাকে, এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ব্যামোহযুক্ত করে। এইমতে সমাজের মস্তক স্থানীয় বর্ণ ব্রাহ্মণ। এবং ব্রাহ্মণেতর বর্ণাদি সেই সমাজ শরীরের প্রত্যঙ্গাদি। উত্তমাঙ্গ স্বরূপ ব্রাহ্মণবর্ণে কোন প্রকারে দোষ বা কালুষ্য সংস্পর্শিত হইলে প্রত্যঙ্গাদি স্বরূপ ব্রাহ্মণেতর বর্ণাদিতেও সেইমত কালুষ্য উত্তরোত্তর সংবর্দ্ধিতা-বস্থায় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ঈদৃশ কালুষ্য সংযোগ দ্বারা ব্রাহ্মণবর্ণ যে পরিমাণে দূষিত হয়, ব্রাহ্মণেতর বর্ণ তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দূষিত হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণেতর বর্ণ অপ্রধান সুতরাং প্রধানাপেক্ষায় অপ্রধানে দোষাধিক্য পরিদৃষ্ট হইবেই হইবে। তাই ব্রাহ্মণ দূষিত হইলে ক্ষত্রিয়াদি অধিক দূষিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সমাজই তাহার দীপ্যমান প্রমাণ।

শিষ্য—ব্রাহ্মণই বল, আর শূদ্রই বল, সকলেই ত সমান হস্তপদাদি বিশিষ্ট, সুতরাং ব্রাহ্মণ বর্ণ যে শ্রেষ্ঠ বা প্রধান তাহা কে বলিল? এবং তাহার প্রমাণই বা কি? এসব ত আরোপ ধর্ম্ম মাত্র। মিথ্যা বলিয়াই জানি। বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিন্।

গুরু—শাস্ত্রের একবিন্দুও মিথ্যা নহে; তবে বুদ্ধি দোষে যাহা কিছু বল বা কর, যাহা হউক অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, সব সন্দেহ দূর হইয়া যাইবে, তখন বুঝিবে যে গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবানুসারে ব্রাহ্মণ বর্ণই সমাজের শীর্ষ স্থানীয়। শ্রুতি বলিয়াছেন যথা—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখ মাসীদ্বাহু রাজন্য কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

(যজুর্ব্বেদ ৩১।১১)

আচার্য্য যাস্ক বলেন—"যস্মাদেতে মুখ্যাস্তস্মান্মুখতো হ্যসৃজত" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের মুখ্য বা প্রধান বলিয়া বেদ তাহাকে (অস্য) এই পরমাত্মার মুখ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এই মত বলিয়াছেন, আর অপ্রধান ব্রাহ্মণেতর গুণ কর্ম্মাদির তারতম্যানুসারে সেই পরম পুরুষের অপরাপর অঙ্গাদি হইতে উৎপন্ন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। চারিবর্ণের উত্তরোত্তর উৎকর্ষাপকর্ষ সূচিত করিবার জন্যই বেদে রূপকচ্ছলে এই মত উৎপত্তি প্রক্রম বর্ণিত হইয়াছে, রূপক ভেদ করিয়া—কাব্যার্থ ত্যাগ করিয়া—তত্ত্বার্থ গ্রহণ করিলেই—সব বিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যায়। ইহাই বৈদিক বিধি। * নচেৎ সেই

* পরিশেষে ৫ম পৃষ্ঠা দেখ।

পরম পুরুষ ত নিরাকার, তাঁহার পৃথক কোন হস্ত, কি পদাদি নাই। বিশ্বই তাঁহার মুখ, বিশ্বই তাহার হস্ত ইত্যাদি। অতএব মুখ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব নহে। গুণ, কর্ম্ম, স্বভাবানুসারেই শ্রেষ্ঠত্ব। পক্ষান্তরে, কেবল কাব্যার্থের বলে, মুখ হইতে উৎপন্ন বলিয়াই যদি তুমি ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব বল, কি তাহা প্রতিপাদন করিতে উদ্যত হও, তাহা হইলে অনেক স্থানেই তোমার অভিমতি বিষম হইয়া পড়িবে, কারণ দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইয়া কি প্রকারে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইলেন? অতএব বেদের কাব্যার্থ অপ্রকৃত বা মিথ্যা এবং তত্ত্বার্থই প্রকৃত অর্থ। ব্রাহ্মণ বর্ণ যে ব্রাহ্মণেতর বর্ণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা প্রধান এমন্ত্রে কেবল তাহাই সূচিত হইয়াছে। তবে শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কিছু উল্লিখিত হয় নাই বটে। আচ্ছা, তাহা ক্রমে নির্দ্দেশ করিতেছি শুন—মহর্ষি কপিলদেব বলিয়াছেন—

ব্যক্তিভেদঃ কর্ম্মবিশেষাৎ।

(সাংখ্যদর্শন)

সবলিঙ্গ বা সূক্ষ্ম দেহ সমান হইলেও তৎকৃত কর্ম্মের অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ শরীর বীজের পার্থক্য হেতু স্থূল শরীরের বা ভোগায়তন দেহের ও প্রবৃত্ত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। তাই একই পদার্থ দুই ব্যক্তি কর্ত্তৃক যুগপৎ বিভিন্নভাবে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। মনে কর, অদূরে একটী স্ত্রীলোক বসিয়া আছে, তাহার সপত্নী (সতিন) তাহাকে দেখিয়া হাড়ে জ্বলিয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহার পতি তাহাকে দেখিয়া সুখানুভব করিতেছে। অন্তরাল হইতে কোন কামুক পুরুষ সেই

যুবতীকে দেখিয়া বিমোহিত হইতেছে, আর স্থানান্তরোপবিষ্ট সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিয়াও যেন দেখিতেছেন না। নিরপেক্ষ-ভাবেই (neutral) সমাসীন আছেন। এখানে দৃশ্য পদার্থ একটী স্ত্রী। দ্রষ্টা কিন্তু চারিজন, সকলেই সমান হস্ত পদাদি বিশিষ্ট। অথচ প্রকৃতি বা প্রবৃত্তি বৈষম্য হেতু সকলেই পৃথক পৃথক দেখিতেছে। এপ্রকার প্রকৃতি বা প্রবৃত্তি বৈষম্যের মূল কারণ সংস্কার। সূক্ষ্ম দেহে এই সঞ্চিত সংস্কারের পার্থক্যই ব্যক্তি ভেদে—স্থূলে—বিভিন্নাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ভিন্ন প্রকৃতিক বা বিভিন্ন প্রবৃত্তিক দেখা যায়। এক পিতা মাতার ঔরসজাত যাবতীয় সন্তানই বিভিন্ন প্রবৃত্তিক। একের সহিত অপরের ঐক্য নাই। জন্ম-দাতা পিতা, কি গর্ভধারিণী মাতা, কাহারও সহিত তাহাদের একতা নাই। এই স্থূল দেহই শুক্র-শোনিত জাত, পিতৃ মাতৃ হইতে উদ্ভূত, সুতরাং স্বল্প সাদৃশ্যযুক্ত। সংস্কার যুক্ত সূক্ষ্ম দেহ জীবের নিজের—জন্মান্তরাগত এবং বিসদৃশ। এই সূক্ষ্ম দেহেরই পরিণাম প্রক্রমই জীবের প্রকৃতি বা প্রবৃত্তিভেদের কারণ। তাই বাহিরে সমান হস্ত পদাদি বিশিষ্ট হইলেও সকল মনুষ্য সমান নহে। কেহ অপূর্ণ, কেহ স্বল্পপূর্ণ, কেহ বা অর্দ্ধপূর্ণ। কেহ ছয়আনা রকমের মানুষ, কেহ দশআনা, কেহ বা বারআনা রকমের মানুষ। পূর্ণ-মানুষ কয় জন দেখ? (সবিশেষ "দেব পূজা" ৪৩ পৃষ্ঠা দেখ)। অপূর্ণেরই পূর্ত্তির আবশ্যক। পরিপূর্ণের নহে। সুতরাং বলা যাইতে পারে, যাহার যেমন দীক্ষা, যেমন শিক্ষা, যেমন সংস্কার, তাহার প্রকৃতি ও ঠিক তদনুরূপ। তাই রামের যাহাতে প্রগাঢ় বিশ্বাস, শ্যামের

নিকট তাহা অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বস্তুতঃ উভয় স্থলেই কিন্তু পদার্থ এক। এরূপ স্থলে তুমি সুমহৎ যত্ন করিয়া, নানা শাস্ত্রোপদেশ প্রদান দ্বারা মহাজাগ্রদাকারে পরিণত * শ্যামের সেই মিথ্যা প্রতীতি—অজ্ঞানরূপ চিত্ত-যক্ষভীতি—অপনোদন করিতে পার না, তবে বিবিধ প্রকার প্রতিক্রিয়াদির দ্বারা, শ্যামে তাহা ক্ষণকালের নিমিত্ত অভিভূতবৎ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে মাত্র। সুবিজ্ঞ-চিত্ত-চিকিৎসকের চিকিৎসাদ্বারা শ্যামের সূক্ষ্মদেহে সংস্কাররূপে অবস্থিত সেই চিত্ত-যক্ষরূপ মিথ্যা প্রত্যয় বীজের মূলোচ্ছেদ না করিলে, অপসারিত না হইলে, বাহ্যস্ফুট সেই মিথ্যা প্রত্যয়, সেই জাগ্রতস্বপ্ন, এককালে যাইবার নহে। এইজন্যই একই পদার্থ দ্বিধা, ত্রিধা, চতুর্ধা ইত্যাদি প্রকারে বহুধা দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব বাহিরে সমান হস্ত পদাদি বিশিষ্ট দৃষ্ট হইলেও সকলে সমান মানুষ নহে। এই ত গেল যৌক্তিক প্রমাণ, এক্ষণে শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি প্রদর্শিত হইতেছে। আর্য্যজাতি পৃথিবীর প্রায় তাবৎ সভ্যজাতির আদি পুরুষ। অনুসন্ধেৎসু ধীমদগণ কর্তৃক ইহা এক প্রকার নির্ণীত হইয়াছে। এই জাতির উৎপত্ত্যাদির বিবরণ জানা নিতান্ত আবশ্যক, কারণ এই জাতির উপর সভ্য জগতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত্যাদি পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে। জগতের আদি গ্রন্থ ঋকবেদ সংহিতায়

---

* জাগ্রতকালে অসর্পভূত রজ্জুতে যে সর্পজ্ঞান, অভূতস্থাণুতে ভূতজ্ঞান ক্রমে দৃঢ় হইয়া প্রকৃত সত্য বলিয়া বোধ হয় ইহার নাম মহাজাগ্রৎ। ইহা অজ্ঞানের অবস্থা বিশেষ, ৩য় ভূমি। জ্ঞানের ন্যায় অজ্ঞানেরও ৭টী ভূমি আছে যথা—বীজজাগ্রৎ, জাগ্রৎ, মহাজাগ্রৎ, জাগ্রৎস্বপ্ন, স্বপ্ন, স্বপ্ন-জাগ্রৎ এবং সুষুপ্তি।

এই "আর্য্য" শব্দ কি ভাবে কি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে প্রাচীন বর্ণবিভাগাদি সম্বন্ধে অনেকটা অবগত হওয়া যাইবে, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তাহাই দেখা যাউক। আর্য্য শব্দ ঋ ধাতু (গমন বা ব্যাপ্ত)+ণ্যৎ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এই জাতি সর্ব্বত্র গমনাগমন করিত বলিয়া ইহাদের নাম আর্য্য যথা—*

(১) সর্ব্বগন্তব্য—ইন্দ্রঃ সমৎসু যজমানমার্য্যং।

(ঋকবেদ ১।১৩০।৮)

অরণীয়ং সর্ব্বৈর্গন্তব্যম্—(সায়ণভাষ্য)।

ইন্দ্র যুদ্ধের সময় আর্য্য যজমানকে রক্ষা করেন।

(২) বিজ্ঞ যজ্ঞানুষ্ঠাতা যথা—বিজানীহ্যার্য্যান্যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্। (ঋকবেদ ১।৫১।৮)

বিদুষোঽনুষ্ঠাত্রীন্—(সায়ণভাষ্য)।

হে ইন্দ্র, কাহারা আর্য্য এবং কাহারাই বা দস্যু তাহা তুমি জ্ঞান। কুশযজ্ঞের হিংসাকারীদিগকে শাসন করিয়া বশীভূত কর।

(৩) আর্য্যবর্ণ বা শ্রেষ্ঠবর্ণ যথা—হিরণ্যয়মুত ভোগং সসান হত্বী দস্যূন্ প্রার্য্যং বর্ণমাবৎ। (ঋকবেদ ৩।৩৪।৯)

উত্তমং বর্ণং ত্রৈবর্ণিকম্। (সায়ণভাষ্য)

---

* মোক্ষমুলার প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতবৃন্দ অর্ ধাতু (ভূমি কর্ষণ) হইতে অর্য্য শব্দ সিদ্ধ করেন এবং বলেন যে সাধারণ কৃষক শ্রেণীর লোকেরাই আর্য্য নামে পরিচিত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে "অর্" ধাতু সংস্কৃত ভাষায় নাই, সুতরাং বৈদিক ঋষিদিগকে যে কৃষক (চাষা) বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে তাহা অযথাই বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে এই কৃষকদিগের বুদ্ধি প্রাখর্য্যে বা প্রতিভাবলে এক কালে জগৎ বিমোহিত হইয়াছিল এবং এখনও হইতেছে।

ইন্দ্র হিরন্ময় ধন দান করিয়াছেন। দস্যুদিগকে হত্যা করিয়া আর্য্যবর্ণকে রক্ষা করিয়াছেন।

আচার্য্য যাস্ক আর্য্য শব্দে "ঈশ্বরপুত্র" বলিয়াছেন।

( নিরুক্ত ৬।২৬।)

এই সমুদায় বৈদিক প্রয়োগ এবং আচার্য্য যাস্ক ও আচার্য্য সায়ণ প্রভৃতির ব্যাখ্যা দেখিয়া সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, যে সকল মানব বিদ্যালাভ এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহারাই আর্য্য নামে অভিহিত, আর বিদ্যা ও যজ্ঞাদি বিহীন মুর্খ অসভ্যেরাই অনার্য্য, দাস বা শূদ্র নামে পরিচিত। এই দুই জাতিই বৈদিক কালে প্রবল ছিল। আর্য্যেরা বিজিত, অনার্য্য, বা দাস হইতে আপনাদিগকে পৃথক করিবার জন্য আর্য্যবর্ণ বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ বা বর্ণ বিভাগ প্রথা প্রথমে প্রচলিত ছিল না। সুতরাং এই আর্য্য জাতীর ঋষি, রাজা ও দরিদ্র সকলেই আর্য্য নামে পরিচিত ছিলেন। ক্রমে ক্রমে আর্য্যদিগের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্রমে যতই তাঁহারা নানা বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন, সেই সময় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে কার্য্য বিশেষে নিয়োজিত করিবার জন্য তাঁহাদের বর্ণবিভাগের আবশ্যক হইয়াছিল তাই ঋকসংহিতার খিল অংশে বর্ণবিভাগ সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যথা—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্য কৃতঃ।
উরুতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

( ঋক্ ১০।৯০।১২ )

ইহার ব্যাখ্যা ইতপূর্ব্বেই করা হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন বাজসনেয় সংহিতা (৬৪ ৬৮) তৈত্তীরীয় (৫।১। ১০৩) অথর্ব্ববেদ (৫।১৭।৯) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭।১৯) প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণ বিভাগের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বর্ণ বিভাগ আজ কাল কার জাতিভেদ প্রথার মত ছিল না। তৎকালে কর্ম্ম বিভাগের জন্য বর্ণ বিভাগ প্রথা অবলম্বিত হইয়াছিল। কারণ তৎকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে পরস্পরের সমান ক্ষমতা ছিল। সেই প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিকের মধ্যে কেহই উচ্চ বা নীচ ভাবে সম্বোধিত হন নাই। ঋকবেদের রচনা কালের শেষে আর্য্যদিগের মধ্যে ঋত্বিক বা পুরোহিত, রাজপুরুষ ও সাধারণ ব্যবসায়ী বা শ্রমজীবী এই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী হওয়ায় এক আর্য্যবর্ণ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিকের উৎপত্তি হয়। তৎকালে এই বিভিন্ন তিন শ্রেণীর লোকের মধ্যে কার্য্যাদি ব্যপদেশে গুণাদির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তারতম্য হইলেও আহারাদি বা বিবাহাদি কার্য্য নিষিদ্ধ ছিল না সুতরাং তখনও তাহারা পৃথক বর্ণরূপে পরিগৃহীত হয় নাই। এখনকার মত শুক্রশোণিতাংশে বর্ণ বিচার করিতে গেলে বর্ত্তমানে খাঁটী ত্রৈবর্ণিক্ মেলাভার হইয়া পড়ে। বর্ণ বিভাগ শুক্রশোণিত জাত নহে। কর্ম্মবিভাগানুসারে নির্দ্দিষ্ট। তাই মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন।

এতে সর্ব্বা শব্দা গুণ বিষয়েষু বর্ত্তন্তে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ইতি এবং হ্যাহ।

(মহাভাষ্য)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই শব্দ সমূহ গুণ বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তপস্যা এবং শ্রুতি এই গুণ বিভাগের

কারণ। পূর্ব্বআচার্য্যগণ এই মত বলিয়া গিয়াছেন এবং আমিও তাহাই বলিতেছি।

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বস্মৃষ্টং হি কর্ম্মভিবর্ণতাং গতং॥

( মহাভারত মোক্ষধর্ম্ম প্রকরণ ১।১৪ )

সৃষ্টির প্রারম্ভে বর্ণের কোন বিশেষত্ব ছিল না অর্থাৎ বর্ত্তমানের ন্যায় তখন বর্ণবিভেদ ছিল না সকল মনুষ্যই একবর্ণের (আর্য্যবর্ণের) ছিল পরে গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবানুসারে বর্ণ ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে।

এসম্বন্ধে মহর্ষি ভৃগু কি বলিয়াছেন শুন—এক আর্য্যবর্ণ হইতেই যে চারিবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা বেশ বুঝিবে।

কামভোগ প্রিয়া স্তীক্ষ্ণা ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ।
ত্যক্ত স্বধর্ম্ম রক্তাঙ্গা স্তে দ্বিজা ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতা কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মনাধিতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃত প্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাশৌচপরিভ্রষ্টা স্তে দ্বিজা শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতেঃ কর্ম্মভি ব্যস্তা দ্বিজাবর্ণান্তরং গতাঃ॥

( মহাভারত মোক্ষধর্ম্ম ১১।১৪ )

কামভোগপ্রিয়, ক্রোধনশীল, সাহসিক, স্বধর্ম্মত্যাগী, সত্ত্বাদ্রিগুণযুক্ত দ্বিজগণই ক্ষত্রিয়রূপে পরিণত হইয়াছিল গো-পালক, কৃষ্যুপজীবী, রজাদি গুণযুক্ত স্বধর্ম্মত্যাগী দ্বিজগণই

বৈশ্যরূপে গণিত হইল। আর হিংস্রক অনৃত-প্রিয়, লোভী, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী অর্থাৎ জীবিকার্থে কার্য্যাকার্য্য বিবেকহীন, তমোগুণান্বিত এবং শৌচাচার শূন্য দ্বিজগণই শূদ্র বলিয়া পরিচিত হইল। ইহাদ্বারা স্পষ্ট অনুমেয় হইতেছে যে এক আর্য্য বা ব্রাহ্মণবর্ণই গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবের তারতম্যানুসারে কালে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রাদিরূপে পরিণত হইয়াছে।

অপিচ মহর্ষি মনুও বলিয়াছেন।

ক্ষত্রংহিব্রহ্ম সম্ভবং।

(মনুস্মৃতি ৯।৩২০)

ক্ষত্রিয়গণ কালে ব্রাহ্মণ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। এই ত গেল একপক্ষের কথা। উৎকৃষ্টবর্ণ ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াদির উৎপত্তি প্রক্রম প্রদর্শিত হইল। পক্ষান্তরে অপকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট বর্ণেরও উৎপত্তি বিবরণ শাস্ত্রাদিতে পাঠ করা যায়। মহর্ষি মনু বলেন—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতবেস্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাতথৈবচ॥

(মনুস্মৃতি ১০।৬৫)

শূদ্র, ব্রাহ্মণের গুণ কর্ম্ম স্বভাববান হইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। আর ব্রাহ্মণ শূদ্রের ন্যায় গুণ, কর্ম্ম স্বভাববান অর্থাৎ মূর্খ, কদাচারী, কদাহারী, পরাধীন, লোভী, অনৃতবাদী হইলে সে শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইবে। এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি সম্বন্ধেও ঠিক এইমত জানিবে। ঋষি আপস্তম্ব বলেন—

ধর্ম্ম চর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণ-মাপদ্যতে জাতি পরিবৃত্তৌ। অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো

বর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতি পরিবৃত্তৌ।

( আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র ২।৫।১০।১১ )

ধর্ম্মাচরণ দ্বারা জঘন্য বর্ণ শূদ্রাদি উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণাদি বর্ণ প্রাপ্ত হইতে পারে এবং অধর্ম্মাচরণ দ্বারা উৎকৃষ্ট বর্ণ ব্রাহ্মণাদি নীচ বর্ণ প্রাপ্ত হয়। এই ত গেল শাস্ত্রীয় কথা। এক্ষণে যে সকল বর্ণ এবম্বিধ প্রকারে সমাজে উৎকর্ষাপকর্ষ লাভ করিয়াছে বোধসৌকার্য্যার্থে নিম্নে তাহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

মুদ্গলাচ্চ মৌদ্গল্যঃ ক্ষত্র পেতাঃ দ্বিজাতয়ো বভূবঃ।

( বিষ্ণুপুরাণ ৪।১৯।৪৬ )

ক্ষত্রপেতাঃ ক্ষত্রিয়া এব তপোবিশেষাৎ ব্রাহ্মণত্বং লব্ধমিতি তট্টিকায়াং শ্রীধরস্বামী। মুদ্গলের পুত্র মৌদ্গল্য ক্ষত্রিয় হইয়াও তপ প্রভাবে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এবং তাঁহা হইতে মৌদ্গল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি হয়।

গর্গাচ্ছিনিস্ততো গার্গ্যঃ ক্ষত্রাৎ ব্রহ্মহ্যবর্ত্তত।

* * তে ব্রাহ্মণগতিং গতাঃ।

( ভাগবত ৯।২১।১৯ )

ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণগতিং ব্রাহ্মণরূপতাং গতাস্তে। ( শ্রীধরস্বামী )

আর মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বিশ্বামিত্র এবং বিতহব্য উভয়ে ক্ষত্রিয় হইয়াও তপ ( জ্ঞান—ব্রাহ্মণ্যস্য তপো-

জ্ঞানং) প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কবস শূদ্র কুলোদ্ভব হইয়াও বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং পরে "কবস ঋষি" নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন। চণ্ডাল কুলোদ্ভব মাতঙ্গ বেদজ্ঞ হইয়া ঋষি নামে অভিহিত এবং চারি বর্ণের পূজনীয় হইয়াছিলেন। ছান্দগ্যোপনিষদে (৪।৪) লিখিত আছে যে জবালা নাম্নী কোন যুবতীর পুত্র সত্যকামজাবাল অজ্ঞাত কুলশীল হইয়াও গোতম কর্ত্তৃক উপনীত হইয়া বেদজ্ঞান লাভ করতঃ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তবে এখানে এ কথা বলা আবশ্যক যে, যে সকল দৃষ্টান্ত উপরে উদ্ধৃত হইল, তন্মধ্যস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে কাহারও পিতা এবং মাতা উভয়ে শূদ্র ছিল না, পিতামাতার মধ্যে অন্ততঃ একজন দ্বিজাতীয় ছিল। শূদ্র চতুর্থবর্ণ একজাতি। একজাতি বলিয়া তাহার উপনয়ন সংস্কার নাই। সুতরাং অসংস্কৃত জাতিশূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় (অন্ততঃ বর্ত্তমানদেহে, ব্যবহার চক্ষে) অধিকার হইতে পারে না, অতএব স্থির হইল যে এ প্রকার জাতি শূদ্র কখনও ব্রাহ্মণ হয় নাই এবং হইতেও পারে না।* তবে এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, বৈদিক কালে মূর্খ অনার্য্যেরাই "শূদ্র" বলিয়া অভিহিত হইত তাহারাই তৎকালের জাতিশূদ্র। কিন্তু শেষে আর্য্যবর্ণ হইতেও ক্ষত্রিয়াদির ন্যায় কর্ম্ম ব্যপদেশে যে সকল শূদ্রবর্ণের উৎপত্তি হয় তাহারা জাতিশূদ্র নহে,

---

* ন চ শূদ্রস্য বেদাধ্যয়নমস্তি। উপনয়ন পূর্ব্বকত্বাৎ বেদাধ্যয়নস্য। উপনয়নস্য চ বর্ণত্রয় বিষয়ত্বাৎ। শূদ্রঃ চতুর্থবর্ণ এক জাতিঃ। তস্মাদ্ শূদ্রস্য ন বেদাধ্যয়নমস্তি। (শারীরক সূত্র ভাষ্যে শঙ্কর)

বর্ত্তমান সমাজের তাহারাই শূদ্র। কিন্তু কালবশে তাহাদেরও আচার ব্যবহার জাতি শূদ্রের মতই হইয়া পড়িতেছে। অতএব স্থির হইল যে বর্ত্তমান সমাজের শূদ্রেরা জাতি শূদ্র নহে। প্রাচীন অনার্য্যেরাই জাতি শূদ্র। মনু বলেন—

তপোবীর্য্য প্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥

( মনুস্মৃতি ১০।৪২ )

যুগে যুগে—জন্মনি জন্মনি—( মেধাতিথিভাষ্য )

এই সংসারে বীর্য্য এবং তপস্যা অর্থাৎ জ্ঞানের তারতম্যানুসারে লোকে উৎকর্ষাপকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর এ প্রথা আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। নুতন নহে। কবিরদাস বলিতেছেন—

যো তুম ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী জায়ে।
আউর রাহো তুম কাহে ন আয়ে॥
যো তুম তুরুক তুরকিনী জায়া।
পেটে কাহেন সুনতি করায়া॥
জো তোহি কর্ত্তা বর্ণ বিচারা।
জন্মত তিন দণ্ড অনুসারা॥

( কবির )

তুমি বলিতেছ যে, আমি ব্রাহ্মণ পিতা মাতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, অতএব আমি ব্রাহ্মণ। আমি তুরক ( মুসলমান ) তুরকিণী পিতামাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সুতরাং আমি মুসলমান। ভাল, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি যে, যদি

তুমি ব্রাহ্মণ হও, তবে অধীতবেদ না হইয়া কেন গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে? আর যদি তুমি মুসলমান হও, তবে কৃতসুনত না হইয়া কেন জননী জঠর হইতে প্রসূত হইলে? আর এত রাস্তা থাকিতে তুমি এতাদৃশ অশুদ্ধদ্বার দিয়া কেন উৎপন্ন হইলে? ইচ্ছা করিলে ত মৃত্তিকা ভেদ করিয়া কি অপর কোন দ্বার দিয়া উৎপন্ন হইতে পারিতে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ব্রাহ্মণী কি তুরকিণী মাতা আপন শক্তি দ্বারা তোমাকে উৎপন্ন করিতে সমর্থ নহে, আর তুমিও আপন সামর্থ্যানুসারে আসিতে পার না। সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ এবং প্রারব্ধ এই ত্রিবিধ অসাধারণ কারণ রূপ কর্ম্মদণ্ড দ্বারা বিতাড়িত হইয়া প্রয়োজক কারণ ঈশ্বর কর্তৃক তুমি ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়াণী কি তুরকিনী কর্তৃক প্রসূত হও। অতএব ব্রাহ্মণত্বাদি শারীর ধর্ম্ম—স্থূলের গুণ। বহ্নিপ্রবিষ্ট লৌহবৎ উপচার ক্রমে আত্মায় সংক্রামিত হওয়ায় অভিমান বশতঃ তুমি আপনাকে ব্রাহ্মণাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়া থাক।

মহর্ষি মনুও বলিয়াছেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারিবর্ণ পঞ্চম বর্ণ নাই, কেন না শঙ্কর বর্ণ সকল পিতৃ মাতৃ জাতীয়ই হয়, সুতরাং তাহারা পৃথক বর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না, যথা—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ।
(মনুস্মৃতি ১০।৪)

কাল প্রভাবে গুণ কর্ম্মের বৈষম্যে অনুলোম বিলোম-ক্রমে সেই চারি বর্ণ স্থানে এখন চার কুড়ি বর্ণ হইয়াছে। ক্রমেই

পরিমাণ বৃদ্ধি হইতেছে। আচ্ছা একটী স্থূল দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা বিশদ করে বলি শুন। এক ইক্ষু হইতে দেখ, কত প্রকারের দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ইক্ষু হইতে রস বাহির করিয়া তাহাকে জ্বালে চড়াও, খানিক পরে গুড় হইবে। সেই গুড়ের প্রক্রিয়াদির তারতম্যে তাহা হইতে আবার ভূরা, চিনি, মিশ্রি এবং ওলা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। অথচ এই সকলেরই মূল কারণ এক গুড় বা রস ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন শূদ্রকে ভূরা বা দলো, বৈশ্যকে চিনি, ক্ষত্রিয়কে মিশ্রি, ব্রাহ্মণকে ওলা এবং ব্রহ্মকে রস স্থানীয় ধরিয়া লইলেই বর্ণবিভাগের প্রক্রমটী সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিবে। ব্রাহ্মণই বল, আর ক্ষত্রিয়ই বল, পরমার্থতঃ সকলেই সমান। বর্ণবিভাগ বা ভেদ জ্ঞান ব্যবহার বা সংসার চক্ষে তাই ভাষ্যকার মেধাতিথি উপরোক্ত মনু শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন "পরমার্থতস্তু ব্যবহার নিয়মার্থময়ং শ্লোক"। সুতরাং যত দিন সংসার আছে, রাম রহিম ইত্যাদিতে ভেদ জ্ঞান আছে, সংক্ষেপতঃ "চৈতন্য যুক্ত দেহই আমি" এই বোধ আছে ততদিন বর্ণবিভাগও আছে। কেননা তোমার তুমি জ্ঞান, যখন দেহ লইয়া বুঝ—৩½ হস্ত পরিমিত ভাব, তখন দেহের ধর্ম্ম বর্ণ বিভাগ ত্যাগ করা ত অসম্ভব। হাস্যজনক কথা! ধর্ম্মী থাকিলেই ধর্ম্ম থাকিবে। দেহের সব ধর্ম্ম বা গুণ গুলি পুরা দমে উপভোগ করিবে, আর বর্ণ ধর্ম্মের বেলায় যত বাহাদুরি ফলাইতে চেষ্টা করিবে—স্বেচ্ছাচারী হইবে, তাহা কখনও হয় না। বর্ণবিভাগ স্থূল দেহের আরোপ ধর্ম্ম মাত্র, তাই অমুক শূদ্র অমুক ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বলিয়া থাক। এবং শাস্ত্রও এইজন্য

বলিয়াছেন "জন্মনা জায়তে শূদ্রো" ইতি। তবে কথা এই যে, যে পর্য্যন্ত তোমার এই জ্ঞান না হইবে যে, শুক্র শোণিত জাত এই দেহ আমি নহি, আমি ইহার অতীত অসংস্পৃষ্ট চৈতন্য পদার্থ, তাহাতে ব্রাহ্মণত্বাদির কোন চিহ্নাদি নাই। ব্রাহ্মণত্বাদি আমার এই স্থূল দেহের আরোপ ধর্ম্ম মাত্র, ততদিন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নিতান্ত পরিপালনীয়। অবশেষে চতুর্থাশ্রমে পরিপক্ক ফলপাতবৎ জ্ঞানের পরিপাকে, অতিশ্রীতের সন্দর্শনে, আপনিই বর্ণাভিমান গলিত হইয়া যাইবে। তুমি তখন অতি বর্ণাশ্রমী হইবে।* ইচ্ছা পূর্ব্বক তুমি তাহা কদাচ ত্যাগ করিতে পার না, করিলে ফল বিষময় হইবে। অতএব সিদ্ধ হইল যে, আশ্রম চতুষ্টয়ের ন্যায় এই বর্ণবিভাগও পরমার্থতঃ রজ্জু সর্পবৎ অবিদ্যা দ্বারা আত্মসত্বায় অধ্যারোপিত। ইহা স্থূল দেহের আরোপ ধর্ম্ম। তত্ত্বদর্শনেই উহা গলিত হইয়া যায়, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিচার সম্বন্ধে যাহা যাহা প্রদর্শিত হইল এবং বর্ত্তমান সমাজের যে প্রকার অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মবিচারবিধি এখন প্রায়ই অবিধি হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানের কৌলিন্য প্রথার ন্যায় উহা বংশগত বা শুক্র শোণিত জাত হইয়া উঠিয়াছে। লোকসমূহ গতানুগতিক ন্যায়ের বশবর্ত্তী। পারমার্থিক দর্শন কয় জনের আছে? তাই মুখ্য ত্যাগ করিয়া লোক সকল গৌণকেই মুখ্য ভাবিয়া, অতৃপ্তিতেই তৃপ্তি বোধ করিতেছে।

---

* জীবন্মুক্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ, গুণাতীত, ভগবদ্ভক্ত, ব্রাহ্মণ এবং অতিবর্ণাশ্রমী এইগুলি সমপর্য্যায়িক শব্দ। কি প্রকার ভাবাপন্ন হইলে পুরুষ "ভক্ত" কি "ব্রাহ্মণ" বলিয়া কথিত হয়, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। জ্ঞান ভক্তির একার্থত্ব বুঝ। ১৯২ পৃষ্ঠা দেখ।

অবিধিকেই বিধি বলিয়া মানিতেছে। সদ্, অসৎ, গৌণ, মুখ্য সবই এক পর্য্যায়ভুক্ত হইতেছে। সমাজে কত মেকি চলিতেছে। সব এক কাঠায় মাপ চলিতেছে। এই সমুদায়ই বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অবনতির প্রধান কারণ। এই সকল অসদ্ ও গৌণ ব্রাহ্মণেরাই যে সমাজের নেতা, শিক্ষক, গুরু ও পুরোহিত পদে বরিত, সে সমাজের পতন অবশ্যম্ভাবী। তথায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম অক্ষত থাকিতে পারে না। কবির সমাজের ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিতেছেন যে –

ঝৈঠা পণ্ডিত পড়ে পুরাণ, বিন্ দেখে ক্যা করো ব্যাখান। কহ কবীর যহ উপদকো জান সেই সন্ত সদা পরমাণ।

(শব্দ ১০২).

বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে, যে ব্যক্তি কখনও ভগবানকে দেখে নাই, সে কেমন করিয়া পুরাণাদি ব্যপদেশে তাঁহার বিষয় লোকের নিকট ব্যাখ্যা করে, বাস্তবিক সে পণ্ডিত নহে। যিনি ভগবানকে পূর্ণভাবে জানেন, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত এবং শান্ত পুরুষ।

শিষ্য—আচ্ছা, কি কি গুণ সম্পন্ন হইলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ পদ-বাচ্য হওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে বলুন।

গুরু—শুন।

ব্রহ্ম হি ব্রাহ্মণঃ।

(শতপথ ব্রাহ্মণ ৫।১।১).

বেদাদি সদ্ শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন পরমেশ্বরের

উপাসনা এবং বিদ্যাদি উত্তম গুণযুক্ত পুরুষই মুখ্য বা প্রকৃত ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত।

এষ নিত্যোমহিমা ব্রাহ্মণস্য ন বর্দ্ধতে কর্ম্মণা ন কণীয়ান তস্যৈব স্যাৎ পদবিত্তং বিদিত্বা ন লিপ্যতে কর্ম্মণা পাপকেনেতি তস্মাদেবং বিচ্ছান্তো দান্ত উপরত স্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা হ্যাত্মন্যে বাত্মানং পশ্যতি সর্ব্বমাত্মানং পশ্যতি * * * বিপাপো বিরজো বিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ।

( বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৪।৪।২৩ )

যখন কোন ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব সুকৃতিবশাৎ বা গুরুকরুণা প্রসাদাৎ জানিতে পারেন যে, আমার আমি কোন কর্ম্মের দ্বারা বর্দ্ধিত হয় না, বা অকরণে হ্রাস হয় না, এই যখন আমার নিশ্চিত স্থিতি বা মাহাত্ম্য, তখন আমি কি জন্য পুণ্য পাপরূপ কর্ম্মকরণে লিপ্ত হইব? এবম্বিধ প্রকারে প্রতিবুদ্ধ হওতঃ শম-দমাদি সাধন সম্পন্ন হইয়া তিনি নিজের আমিতেই (আত্মাতেই) সকল আমি (আত্মা) দেখিতে থাকেন, আমি ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই, এবম্বিধ বিগতপাপ, বিগতমল এবং সংসারাদি ছিন্ন আমিই সেই পরম ব্রহ্ম। তিনিই মুখ্য ব্রাহ্মণ এবং তিনিই সদা ব্রহ্মলোকে অবস্থিত। আচার্য্য শঙ্কর ইহার ব্যাখ্যা স্থলে এবম্বিধ গুণ সম্পন্ন পুরুষকেই মুখ্য বা প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, আর যাহারা ইঁহার বিপরীত অর্থাৎ ঈদৃশ ব্রহ্মস্বরূপাবস্থায়ে

অসমর্থ তাহারাই গৌণ ব্রাহ্মণ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে*
মহর্ষি মনু বলেন—

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥

(মনুস্মৃতি ১৷৮৮)

বেদাদি সদ্ শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন, কেবল বেদোদিত কর্ম্মাদির যজন এবং যাজন, দান, দারিদ্র্যহেতু দান করিতে অসমর্থ হইলে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনরূপ ব্রহ্মযজ্ঞের অধিকতররূপে অনুষ্ঠান, কেননা ব্রহ্মবিদ্যাদান সকল দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিগ্রহ অর্থাৎ লোভ মোহাদির বশবর্ত্তী না হইয়া দেহ ধারণাদির জন্য যথাসম্ভব গ্রহণ এই গুলি ব্রাহ্মণের অবশ্য অনুষ্ঠেয়। এই গুলি যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইলে তবে মুখ্য ব্রাহ্মণ হওয়া যায় নচেৎ গৌণ।

মহর্ষি যাজ্ঞবাল্ক্য স্বীয় বিদুষী পত্নী গার্গীকে বলিতেছেন—

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ। অথ য এতদক্ষরং গার্গিবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৩৷৮৷১০)

হে গার্গি, যে ব্যক্তি সেই অক্ষর পরম পুরুষকে বিদিত না হইয়া মৃত হয়, সে কৃপণ অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষী এবং শৌচাচার বর্জ্জিত শূদ্র বিশেষ। আর যে ব্যক্তি সেই পরম ব্রহ্মকে অবগত হইয়া দেহত্যাগ করে সেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

---

* অরণ্যে বস্তুত এতস্যামবস্থায়াং মুখ্যো ব্রাহ্মণঃ প্রাগে তস্মাদ্ ব্রহ্ম স্বরূপাবস্থান গৌণমস্য ব্রাহ্মণ্যং। (শঙ্করভাষ্য)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

শমোদম স্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জব মেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্ম কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥

( ভগবদগীতা ১৮।৪২ )

শম, দম, ইতপূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তপ অর্থাৎ জিতে-ন্দ্রিয় হইয়া ধর্ম্ম সাধন, শৌচ, ক্ষান্তি অর্থাৎ নিন্দা স্তুতি সুখ দুঃখাদি বিবর্জ্জিত হইয়া ধর্ম্মে রত হওন, সরলতা, শাস্ত্রীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান অর্থাৎ সমাধিতে স্বস্বরূপসাক্ষাৎকরণ এবং আস্তিক্য বুদ্ধি প্রভৃতি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম। ঐ সকল গুণের ন্যূনতা উত্তরোত্তর ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদিতে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। গুণ এবং কর্ম্ম বিভাগানুসারে যে প্রাচীন কালে বর্ণ বিচার প্রথা প্রচলিত ছিল মহর্ষি মনুর নিম্নের এই বচন তাহার দীপ্যমান প্রমাণ। যথা—

স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈ বিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ ॥

( মনুস্মৃতি ২।২৮ )

"ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ" ব্রহ্ম পরমাত্মা কারণ পুরুষঃ তস্যেয়ং সম্বন্ধিনী তনুঃ শরীরং। ব্রহ্ম সম্বন্ধিতা চ তদ্ভাবাপত্তি লক্ষণা স হি পরঃ পুরুষার্থঃ। ( মেধাতিথিভাষ্য )

স্বাধ্যায় অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন। ব্রহ্মচর্য্য, সত্যভাষণাদিরূপ ব্রত, বেদোদিত অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্ম, গৃহাশ্রমী হইয়া সন্তানোৎপাদন, এই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শরীরকে ব্রাহ্মী অর্থাৎ বেদ ও পরমেশ্বরের

আধাররূপ ব্রহ্মভাবাপন্ন—ব্রাহ্মণোপযোগী কর। এ সকল অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণ শরীর হয় না। সুতরাং পরম পুরুষার্থরূপ ব্রহ্মভাব বা মোক্ষও লাভ হয় না।

শিষ্য—ব্রাহ্মণাদির শিখা ও যজ্ঞোপবীত (পইতা) বা যজ্ঞসূত্র ধারণের কারণ কি? এবং চতুর্থাশ্রমে তাহা আবার ত্যাগেরই বা ব্যবস্থা হইল কেন? এ বিষয়টী আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।

গুরু—আচ্ছা শুন। যেমন বাগাদি দমন হেতু মৌনাদি দণ্ডস্বরূপ আচরিত হইয়া থাকে। যেমন অজ্ঞান ও তৎকার্য্য দমন হেতু জ্ঞান দণ্ডস্বরূপ পরিগৃহীত হইয়া থাকে এবং সেই জ্ঞানের চিহ্নস্বরূপ বাহিরে (চতুর্থাশ্রমে) দণ্ড ধারণের ব্যবস্থা আছে। সেই মত ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্মণ বাহিরে তাহার স্মারক চিহ্নস্বরূপ এই শিখা এবং যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকে। চিত্তবিক্ষেপ হেতু কোন সময়ে সে ব্রহ্মবিজ্ঞানস্মৃতির বিস্মরণ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বাহিরে তাহার চিহ্নস্বরূপ শিখা ও যজ্ঞোপবীত বা সূত্র ধারণের ব্যবস্থা। যথা—

তদেব শিখা তদেবোপবীতঞ্চ।

(পরমহংসোপনিষদ)

যদ্বেদান্ত বেদ্যস্য পরব্রহ্মণো জ্ঞানং তদেব কর্ম্মাঙ্গভূত বাহ্য শিখা যজ্ঞোপবীত স্থানীয়ং। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

আত্ম জ্ঞানমেব যজ্ঞোপবীত মিতি সমাদধৌ।

(জাবালোপনিষদ্)।

আত্ম জ্ঞানের নামই যজ্ঞোপবীত।

যজ্ঞার্থং ধার্য্যতে সূত্রং যজ্ঞং ব্রাহ্মণ্যমিষ্যতে।

যজ্ঞ শব্দ ব্রহ্মকে বুঝায় ( যজ্ঞবৈ বিষ্ণুঃ ) সেই যজ্ঞ-পুরুষের বা ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ করিবার জন্য ব্রাহ্মণাদি বাহিরে যজ্ঞোপবীত ও শিখা ধারণ করিয়া থাকেন, এবং চতুর্থাশ্রমে জ্ঞানের পরিপাকে যখন ব্রহ্মবিদ্যা স্থায়িত্ব লাভ করে, তখন শিখা সূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা আছে, কেননা ভিতরে জ্ঞান স্থির হইলে বাহিরে আর তদ্ স্মারক চিহ্নের অনাবশ্যক। যথা—

যদাতু বিদিতং তৎস্যাৎ পরংব্রহ্ম সনাতনং।
তদৈক দণ্ডং সংগৃহ্য সোপবীতাং শিখাং ত্যজেৎ॥
জ্ঞাত্বা সম্যক্ পরংব্রহ্ম সর্ব্বংত্যক্ত্বা পরিব্রজেৎ।

( পরমহংসোপনিষদ )

অপিচ এই শিখা, সূত্র বিদ্যাবিষয়ক সাধন সুতরাং এষণা ( ইচ্ছা ) বিশেষ। ইহা দ্বারা আমি ব্রহ্মবিদ্ ইত্যাদি প্রকার অভিমানাদি আসিবার সম্ভব হেতু চতুর্থাশ্রমে জ্ঞান স্থির হইলে ইহা ত্যাগের * ব্যবস্থা আছে। শিখা সূত্র কোন ছার, তখন সর্ব্বস্য ত্যাগ হইয়া যাইবে। সুতরাং ধারণ ও ত্যাগ ইহার এক বিন্দুও অনর্থক নহে। পূর্ণভাবেই সার্থক। আর এই যজ্ঞোপবীতের অপর নাম "যজ্ঞসূত্র" কারণ যে সর্ব্বাবভাসক যজ্ঞপুরুষের বা ব্রহ্মের পরমপদ বা সূত্র, সূত্রে মণিগণবৎ জগতস্থ নিখিল পদার্থে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে, ইহা তাহারই সূচক বা দ্যোতক বলিয়া ইহার নাম যজ্ঞসূত্র যথা—

---

* যজ্ঞোপবীতাদি সাধনা চ বিদ্যা বিষয় এষণাত্বা চ ত্যাজ্য ( বৃহদারণ্যক ৩।৫ শঙ্কর ভাষ্য )।

সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহু সূত্রং নাম পরম পদম্
তৎ সূত্রং বিদিতং যেন স বিপ্রো বেদ পারগঃ।

ঈদৃশ সূত্র ব্রহ্মকে যে জানে সেই প্রকৃত বিপ্র বা ব্রাহ্মণ ও বেদবিদ। তাঁহার যজ্ঞসূত্র ধারণই সার্থক। তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ পদ বাচ্য, তিনিই মুখ্যব্রাহ্মণ। নচেৎ গলে দড়ি দেওয়াই সার। ফল—বিষয়ভোগে আত্ম বিস্মরণ—আত্ম হনন—এবং গৌণ ব্রাহ্মণত্ব—। তাই কবির দাস বলিতেছেন—

কৃত্রিম জনেউ ধালি জগ্ ভুন্দা।
জন্মত শূদ্র ভয়ে পুনি শূদ্রা॥

বলা বাহুল্য যে প্রোক্ত গুণাদি সমন্বিত ব্রাহ্মণগণই প্রকৃত ব্রাহ্মণ পদবাচ্য। এই সকল মুখ্য ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন কালের ন্যায় বর্ত্তমানে সমাজের নেতা, শিক্ষক গুরু এবং পুরোহিত পদে বরিত হইলে সমাজের সমূহ মঙ্গল সংসাধিত হইয়া থাকে। ইহাঁরা ব্রহ্মবিদ সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপ ( ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি )। ইহাঁদের উপদেশাদি দ্বারা জীবের আভ্যুদয়িক এবং পারমার্থিক উভয় প্রকারেরই শ্রেয় সাধন হইয়া থাকে। জীবের অজ্ঞানান্ধকার দূরে অপসৃত হইয়া ( অধিকারভেদে ) জ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ত্রিতাপ দূরে পলায়ন করে, সংক্ষেপতঃ সংসার সুখময় হয়। অনাত্মজ্ঞ গৌণ ব্রাহ্মণাদি দ্বারা তাহা কদাপি সম্পাদিত হইতে পারে না।

শিষ্য—আচ্ছা, গুরু করণের আবার আবশ্যকতা কি? পণ্ডিত নিউটন ত নিজেই মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন? আর যদিই আবশ্যক হয়, তবে গুরু কি প্রকারের হওয়া উচিত?

গুরু—গুরু করণের নিতান্ত আবশ্যকতা আছে। ক্রমে সবিশেষ বলিতেছি শুন। তুমি স্থূলদর্শন জন্য বলিতেছ যে, নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন, সূক্ষ্মভাবে, বিচারচক্ষে দেখিলে আর একথা বলিতে পার না * মনে কর, কোন ব্যবসায় করিতে হইলে যেমন অগ্রে কিঞ্চিৎ মূল ধনের প্রয়োজন হয়, সেইমত মনোব্যাপারের উৎকর্ষ সাধনার্থ পূর্ব্ব জ্ঞান সঞ্চয়ের প্রয়োজন। কেননা তুমি যাহার কথা বলিতেছ সেই পণ্ডিত নিউটনও তাঁহার গুরুর (শিক্ষকের) নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। সে শিক্ষক বা গুরু আবার অন্য শিক্ষকের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। এইমতে পরম্পরা ন্যায়ে চলিয়া গিয়া সৃষ্টি প্রারম্ভে সেই আদি গুরুতে (শিক্ষকে বা ব্রহ্মেতে) গিয়া শেষ হইবে। নচেৎ অনন্যাশ্রয় দোষ ঘটে। এখানে বলা আবশ্যক যে, এই ভারতভূমি ভূগোলস্থ তাবৎ দেশের, সকল বিদ্যার এবং পূর্ণ সভ্যতার সূতিকালয় এবং আদি নিবসিত স্থান, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, সেই আর্য্য বংশধরেরাই বর্ত্তমানে বৈদেশীকগণ কর্ত্তৃক বর্ব্বর এবং অসভ্য বলিয়া উক্ত হয়। হা অদৃষ্ট! অনেক সুধী বৈদেশীক পণ্ডিত কিন্তু একবাক্যে এই সকল বিষয়ে ভারতের প্রাচীনত্ব

---

* আর্য্য ভট্ট স্বীয় "আর্য্য সিদ্ধান্তে" লিখিয়াছেন যে ৩৫৭৭ কল্যাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। সুতরাং তিনি খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর লোক। তাঁহার পুস্তকে মাধ্যাকর্ষণের কথা আছে। আর খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর লোক ভাস্করাচার্য্যের "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" নামক জ্যোতিষ গ্রন্থে মাধ্যাকর্ষণের সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে। নিউটন ১৬ শতাব্দীর লোক, সুতরাং নিউটনের জন্ম হইবার ১ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতে "মাধ্যাকর্ষণ" আবিষ্কৃত ছিল, তবে তাঁহার দেশে নূতন বটে।

পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন * সুতরাং দুই চারটে হগ্‌ ভগের, কি ফক্স, উল্‌ফের কথায় কি হইবে? তাই মনু বলেন—

এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদ গ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরণ পৃথিব্যাং সর্ব্ব মানবাঃ॥
(মনুস্মৃতি-২।২০)

এই ভারতের আর্য্যাবর্ত্ত দেশোৎপন্ন ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিদ্বান ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ভূগোলস্থ তাবৎ মনুষ্য স্ব স্ব চরিত্রাদি এবং বিদ্যাদি শিক্ষা করিবে এই জন্য বেদ বলিতেছেন—

অগ্নে তব স্বিদা তোদেস্যেব শরণ আমহস্য।
(সামবেদ—ছন্দার্চ্চিক ১। ৯৭)

হে অগ্নি ব্রহ্মণ, আমি আপনার সেবক। আপনি আমার মহান শিক্ষক এবং স্বামী।

ভগবান পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—

স পূর্ব্বেষামপি গুরু কালেনানবচ্ছেদাৎ।
(পাতঞ্জলদর্শন ১।২৬)

সৃষ্টি প্রারম্ভাবধি আজ পর্য্যন্ত যত জন জন্মগ্রহণ করিয়াছে, করিতেছে বা করিবে সকলেরই আদি গুরু বা উপদেষ্টা ঈশ্বর। তিনি অপরিচ্ছিন্ন বিধায় সকল কালেই তাঁহার বিদ্যমানতা

---

* The first observers or the oriental philosophers in particular, who are the most ancient thinkers of all, whose writings we posses, had not like us their minds wrapped in prejudice. They were placed very close to nature and they beheld its realities without any preconceived ideas derived from education in particular school.

(D. L. Fignor's—The Day after Death.)

আছে। তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মাদি দেবতাদিগকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যায় বটে, কিন্তু তিনি (ঈশ্বর) তাঁহাদিগেরও স্রষ্টা এবং উপদেষ্টা। ব্রহ্মাদি দেবগণের জন্ম ও বিনাশ আছে, কিন্তু তাঁহার জন্ম নাই, বিনাশ নাই, তিনি অনাদি তিনি অনন্ত। সেই ঈশ্বরই মানবের আদি গুরু, এবং প্রথম ও প্রধান শিক্ষক।

গৃণাতি বেদদ্বারোপদিশতি সত্যানর্থান্ স গুরুঃ। স চ সর্ব্বদা নিত্যোস্তি*

ইতপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। ব্রহ্মবিদ-গণই প্রকৃত ব্রহ্ম। ঋষি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন যে—

তস্মিন তজ্জনে ভেদাভাবাৎ।

(শাণ্ডিল্যসূত্র)

তাঁহাতে (ভগবানে) এবং তাঁহার ভক্তে কোনই ভেদ নাই, উভয়ে এক। অতএব বলা যাইতে পারে যে ব্রহ্মবিদগণ বা প্রকৃত ভক্তগণই নরাকারে মানবের একমাত্র ঐহিক শিক্ষক এবং গুরু। অতএব গুরুই সাক্ষাৎব্রহ্ম। ঈদৃশ ব্রহ্মবিদ গুরুই সংসারানল সন্তাপ নিবারণের একমাত্র সুশীতল বারি। হে তাত, ঈদৃশ সুশীতল বারিতে নিমজ্জিত হও, সব সন্তাপ বিদূরিত হইবে। বিমল শান্তিসুখ সম্ভোগ করিবে। চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদিত হইবে, সুতরাং পুত্র বিত্তাদি মোহে আর বিমুহ্য হইবে না, তাত, কায়মনোবাক্যে ঈদৃশ ব্রাহ্মীস্থিতিলাভে

---

* ঈশ্বর কি উপায়ে জগতের আদি গ্রন্থ ঋগাদিবেদরূপ বিশ্ববিজ্ঞান মনুষ্যকে প্রথমে উপদেশ করেন এবং কেমনে তাহা পরে পুস্তকস্থ হয়, সবিশেষ "বেদ ও দেব" শীর্ষক পুস্তক দেখ।

কৃতসঙ্কল্প হও। তাই শ্রুতি বিরক্ত পুরুষকে উদ্বুদ্ধ করণার্থ বলিতেছেন—

পরীক্ষ্যলোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদ মায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।

( মুণ্ডকোপনিষদ ১।২।১২ )

এই সংসার ধর্ম্মাধর্ম্মময় এবং অনিত্য। ঈদৃশ অনিত্য সংসারের কৃতকার্য্যাদি দ্বারা অকৃত পরমাত্মা কদাপি লভ্য হয়েন না। ইহা পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া বৈরাগ্য দৃঢ় কর, সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হও।* তদনন্তর ব্রহ্মবিদ্যা লাভার্থ সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগানন্তর কেবল অদ্বয়ব্রহ্মে নিষ্ঠাযুক্ত পুরুষের সমীপে গমন কর। (ক) সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন বিরক্ত শিষ্যেরই কেবল ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার, অন্যের নহে। (খ) গুরুকরণ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। (গ) বিনা গুরুকরণে স্বতন্ত্রভাবে কোন ব্যক্তির ব্রহ্মবিদ্যালাভ হইতে পারে না। (ঘ) এবং সেই গুরু শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ এই দ্বিবিধ গুণসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক—এই বিষয় গুলি এই শ্রুতি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহা ক্রমে দেখাইতেছি। গুরু কি প্রকার গুণসম্পন্ন হইবেন, তাহা "শ্রোত্রিয়" এবং "ব্রহ্মনিষ্ঠ" এই দুই বিশেষণ দ্বারা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। সংসারে শ্রোত্রিয় অর্থাৎ শ্রুত্যাদিযুক্ত অনেক ব্রাহ্মণ দেখা যায়, পাছে শিষ্য বা মুমুক্ষু কেবল শ্রোত্রিকেই গুরুপদে বরণ করে,

* সাধন চতুষ্টয়ের বিশেষ বিবরণ ১৫৩ পৃষ্ঠা দেখ।

এই আশঙ্কায় শ্রুতি দ্বিতীয় বিশেষণ "ব্রহ্মনিষ্ঠ" দ্বারা শ্রোত্রিয় সাধারণের নিরাকরণ করিয়াছেন।* আচার্য্য শঙ্করের শিষ্য আনন্দগিরি ভাষ্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন "শ্রোত্রিয়মিত্যাদিনাঽধ্যয়ন হীনস্য বাঽকর্ম্মিণো বা গুরুত্বং বার্য্যতে। শাস্ত্রজ্ঞোঽপি স্বাতন্ত্রেন ব্রহ্মতত্ত্বান্বেষণং ন কুর্য্যাদিত্যেতদগুরুমেবেত্যবধারণ ফলম্"। অর্থাৎ যে ব্যক্তি বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞ নহে এবং জ্ঞান, ধ্যান বৈরাগ্যাদি ক্রিয়া দ্বারা যুক্ত নহে। তাহাকে কদাপি গুরু বলিয়া গ্রহণ করিবে না। প্রমাদ বশতঃ গৃহীত হইলেও তাহাকে বর্জ্জন করিবে। আর কোন ব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও যেন সে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন ভাবে (বর্ত্তমানের ন্যায় পুস্তকাদি দেখিয়া) ব্রহ্মবিদ্যা লাভের চেষ্টা না করে। গুরুর নিকট শিক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কারণ এই ব্রহ্মবিদ্যা গুরু পরম্পরাগতা। গ্রন্থ দেখিয়া ইহা কদাপি লভ্য নহে। পঞ্জিকাতে লেখা থাকে যে, এবার অমুক অমুক স্থানে এই মত পরিমাণে বৃষ্টি হইবে। কিন্তু পাঁজি নিঙড়াইলে একবিন্দুও জল মিলে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও এই শ্রুতির অনুকরণে শ্রীমান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন স্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

---

* নহি বাহ্যক্রিয়া আত্মরতিশ্চ ভবিতুং শক্যতঃ বিরোধাৎ। ক্রিয়া শব্দে জ্ঞান ধ্যান বৈরাগ্যাদি। বাহ্য ক্রিয়া নহে, কেননা তাহা জ্ঞানের বা আত্মরতির বিরুদ্ধ। অর্থাৎ যে পুরুষে আত্মজ্ঞান বা রতি হইয়াছে, তাহার কখনও পূজাদি বাহ্য ক্রিয়া থাকিতে পারে না। কারণ পূজাদি বাহ্য ক্রিয়া আত্মজ্ঞানের বিরুদ্ধ হেতু উভয়ের একত্রাবস্থান কদাপি সম্ভবেনা। অতএব বাহ্যপূজক আত্মজ্ঞানী নহে—অনাত্মজ্ঞ এবং আত্মজ্ঞ অবাহ্য পূজক—বাহ্যপূজায় রতিশূন্য। (শঙ্করভাষ্য)

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥
(ভাগবদ্গীতা ৪।৩৪—৩৫)

হে পাণ্ডব তোমাকে ত্রিলোক পবিত্রকারী যে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলিলাম, যাহা অবগত হইলে তোমার সমুদায় সংশয় ছিন্ন হইয়া যাইবে, তুমি বিগতমোহ হইবে, এবং আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় ভূত তোমাতেই অবেক্ষণ করিতে পারিবে, সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য তুমি জ্ঞানী এবং তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণের সেবা শুশ্রূষা কর, তাঁহাদিগকে ভক্তিভাবে প্রণাম কর, তাঁহারা তুষ্ট হইয়া তোমাকে সেই ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিবেন। উক্ত মুণ্ডক শ্রুতির অনুকরণে এখানেও "জ্ঞানিনঃ" এবং 'তত্ত্বদর্শিনঃ' এই দুই পদ দ্বারা জ্ঞানোপদেষ্টা গুরুর সাধারণত্ব নিবারিত হইয়া অসাধারণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কেননা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞানের পরিপাকে যাহাদের তত্ত্বদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে, কেবল তাঁহারাই সেই ব্রহ্মবিদ্যার বক্তা এবং উপদেষ্টা হইতে পারেন অন্যে নহে—এই বিশেষত্ব—এই অসাধারণত্ব। নচেৎ সংসারে ত অনেক শাস্ত্রাধ্যায়ী জ্ঞানি মহা উপাধ্যায়—উপাধ্যায়—স্বল্পাধ্যায় আছেন। অনেক ভূষণ—রত্ন—অলঙ্কার প্রভৃতি আছেন। চুঞ্চু মুঞ্চুর ত অভাব নাই। সাগর তীর্থাদির কথা আর কি বলিব। মূল শ্লোকে এক "তত্ত্বদর্শিনঃ" এই পদ প্রযুক্ত থাকায় বর্ত্তমান কালের জ্ঞানী মহা উপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া সাগর পর্য্যন্ত সকলেই সে তত্ত্বদর্শন বিহীন বলিয়া বাধ পড়িতেছেন। কেহই ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেষ্টা হইতে পারেন না। গুরুপদে বরিত হওয়ার অযোগ্য

হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সমাজ সেই সকল দর্শন বিহীন ব্যক্তিদিগকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। তাই ফলও তদ্বৎ হইতেছে—পুনঃপুনঃ জন্ম মরণ সুতরাং সংসার নিরাকৃত হইতেছে না।

মহর্ষি মনুও ঠিক তাহাই বলিয়াছেন—যথা—

দর্শনেন বিহীনস্তু সংসারং প্রতিপদ্যতে।

( মনুসংহিতা ৬।৭৪ )

দর্শনেনাধ্যাত্মিকেন বেদান্তোপদিষ্টেন যো বিরহিতঃ কেবল কর্ম্মকারী সংসারমেতি। ( মেধাতিথি ভাষ্য )

তত্ত্বদর্শন বা ব্রহ্মজ্ঞানশূন্য ব্যক্তির পুনং পুনঃ সংসারপ্রবন্ধ হইয়া থাকে।

পরম ভাগবত চৈতন্যদেব তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, যে বর্ণেরই হউক না ভগবদতত্ত্ববিদ হইলেই সেই প্রকৃত গুরুপদ বাচ্য যথা—

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

( চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ড ৮ পঃ )

এখানে বলা আবশ্যক যে, তন্ত্রের অভ্যুদয়কালের শেষাবস্থায় চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইলেও, তৎকালে বঙ্গদেশে পঞ্চমকারের প্রবল স্রোত চলিলেও, তিনি কিন্তু তদ্বিরুদ্ধে উপদেশাদি প্রদান করিতেন। এবং মকারাদির উপাসকদিগকে পাষণ্ডী আখ্যায় আখ্যায়িত করিতেন এবং লোকশিক্ষার জন্য পরিশেষে তিনি বৈদিকমতে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন।

শিষ্য—আচ্ছা বর্ত্তমান সমাজের এ বিশৃঙ্খলার জন্য দোষী কে? গুরু না শিষ্য? যাজক কি যজমান? কে?

গুরু—সবিশেষ বলি শুন—

ন নরেনাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ

(কঠোপনিষদ ২।৮)

সেই ব্রহ্ম বহু বহু প্রকারে উপাসিত হইয়া থাকেন সুতরাং অবর অর্থাৎ মূর্খ ব্যক্তি নিজে সে বিষয় হৃদ্গত করিতে পারে না এবং অন্যেরও হৃদ্গত করাইয়া দিতে পারে না। নহি তমস্তমসো নিবর্ত্তকং ভবতি। অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার দূর হয় না, বরং উভয়ের সংযোগে মূল অন্ধকারের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অন্ধকার অপসারিত করিতে হইলে আলোকের বা প্রকাশের আবশ্যক। অজ্ঞানতিমির নাশ করিতে হইলে জ্ঞানসূর্য্যের প্রয়োজন। খাদ উড়াইয়া চাঁদি করিতে হইলে অগ্নির দরকার। যে নিজে তমসাচ্ছন্ন এবং অজ্ঞানচক্ষু, যাহার হৃদয়ে তত্ত্বালোক কদাচিৎ প্রতিভাত হইয়াছে কি না সন্দেহ, যে খাদে পরিপূর্ণ, সে কি কখনও তত্ত্বালোকের বা তত্ত্বদর্শনের পথপ্রদর্শক হইতে পারে? না খাদ উড়াইয়া চাঁদি করিতে পারে? কখনই না। আর যদি তাহা সম্ভব বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইতে অন্ধকৃত কার্য্যের ফল যে "নিশ্চিত পতন" এটীও সেই সঙ্গে মানিয়া লইতে হয়। কেননা এক অন্ধ অপর অন্ধের দ্বারা পরিচালিত হইলে, শেষে উভয়েই খানায় পড়িয়া থাকে! খাদে উত্তরোত্তর খাদ মিশিলে শেষে আসল লুপ্ত বা অদৃশ্য প্রায় হইয়া যায়। বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের অবস্থা অনেকটা এই

মত ধরণের হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, লোক সমূহ গতানুগতিক ন্যায়ের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। পরমার্থদর্শন কয় জনের আছে? অমুক কার্য্য রাম করিয়াছে, হরি করিতেছে এবং শ্যাম করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। অতএব আমরাও এইমত করিতে থাকি, তাহা হইলেই লোকে আর আমাদিগকে কিছু বলিতে পারিবে না, বা ভাল বলিবে। বলা বাহুল্য যে, ইহাদের মধ্যে এক জনও তাহাদের নিজকৃত কর্ম্মের উদ্দেশ্য বুঝে কি না সন্দেহ, এবং বুঝিবার প্রয়োজনও বোধ করে না। সুতরাং যেমন উপদেষ্টা তেমনিই উপদিষ্ট, যেমন গুরু তেমনি শিষ্য, যেমন যাজক তেমনি যজমান। উপদেশের উদ্দেশ্য খাদ উড়ান—চাঁদিকরণ, তা ত দূরের কথা, বরং উভয়েই ক্রমে গাঢ়তর তমে নিমগ্ন হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যধর্ম্মকে কলঙ্কিত এবং আর্য্য পিতামহাদির নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিবার উদ্যোগ করিয়া তুলিতেছে। সুতরাং বলিতে হইতেছে যে, উপদেষ্টা এবং উপদিষ্ট, গুরু এবং শিষ্য, যাজক এবং যজমান, উভয়ের দোষেই এমন হইতেছে। যাহারা বলে যে কেবল উপদেষ্টার দোষে, গুরুর ব্যভিচারে, পুরোহিতের অজ্ঞানতায়, সমাজ দিন দিন এত বিশৃঙ্খল হইতেছে, তাহারা নিশ্চয়ই একদেশদর্শী এবং অতিবাদী। ব্যষ্টিভাবে গুরু এবং শিষ্য উভয়েই সমষ্টি সমাজের অঙ্গ, সুতরাং ব্যষ্টি বা ব্যক্তিগত দোষে সমষ্টি সমাজ দূষিত হইতেছে, অতএব দোষ গুরু এবং শিষ্য উভয়েই আছে। তাই তুলসি বলিতেছেন—"যাকো যৈছে গুরু মিলে তাকো তৈছে সিদ্ধি।" চেলা দেখিলেই গুরু মালুম হয়।

শিষ্য—আচ্ছা আপনি যে প্রকার শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কথা বলিলেন, তাহা ত এখন নাই বলিয়াই বোধ হয়, কি বলেন? আর যদি থাকেত তাঁহাদের দর্শনের এবং তাঁহাদিগকে চিনিবার উপায় কি?

গুরু—শিষ্য যেমন হইবে, তাহার গুরুও ঠিক্ সেই মত মিলিবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কেননা এজগতে কোন পদার্থেরই অত্যন্তাভাব নাই। এখনও এই তামস যুগে, শুক সনকাদির ন্যায় অনেক তত্ত্বদর্শী গুরু রহিয়াছেন, নচেৎ বিচিত্র জগতের বৈচিত্র্যের লোপ হয়, তবে রাম রহিমের মত তাঁহারা তোমার নয়নপথের পথিক হন না বলিয়াই তুমি তাঁহাদের বিদ্যমানতা অস্বীকার করিয়া থাক। আচ্ছা, তোমায় জিজ্ঞাসা করি বল দেখি, পূর্ব্বকালে যিনি সসাগরা ধরণীর একছত্র রাজা হইতেন, তিনি ভূগোলস্থ তাবৎ মনুষ্যকে তদ্‌বিজ্ঞাপনার্থ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন, এইমত বিধান ছিল। বর্ত্তমানকালে একছত্র রাজাও নাই, সুতরাং রাজসূয় যজ্ঞও হয় না। রাজসূয় যজ্ঞ তুমি এখন দেখিতে পাইতেছ না বলিয়া কি তাহা মিথ্যা বলিবে? তাহা ত কখনও হইতে পারে না। শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সম্বন্ধেও এইমত জানিবে। তাই শ্রুতি পুনঃ জীবের কল্যাণার্থে বলিতেছেন—

অনন্য প্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমনু প্রমাণাৎ। নৈষা তর্কেণ মতিরাপণেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ট।

(কঠোপনিষদ-২।৮।৯)

অভেদ দর্শী আচার্য্য কর্ত্তৃক ঈদৃশ আত্মা ব্যাখাত হইলে আত্মবিষয়ক সমুদায় সংকল্প প্রত্যস্তমিত • হওয়ায় আত্মা,

আছেন কি নাই এবম্বিধ সংশয় আর তখন মনোমধ্যে উদিত হইতে পারে না। তিনি আছেন, ইহাই তখন দৃঢ় নিশ্চিত হইয়া যায়। অতএব হে তাত, ঈদৃশ অপৃথকদর্শী আচার্য্যের অনুকম্পায় সেই পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করিয়া কৃতকৃত্য হও। কারণ ঈদৃশ অপৃথকদর্শী সর্ব্বজ্ঞতাদি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই মানবের প্রকৃত সুখ কি তাহা নির্ণয়ে সমর্থ হয়েন। তর্কের দ্বারা বা অবর ব্যক্তির দ্বারা তাহা কখনও সংসিদ্ধ হইতে পারে না। ইহা দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া ঈদৃশ মহাত্মার অনুসরণ কর। যদি তোমার আন্তরিক টান থাকে, তোমার সূক্ষ্ম দেহে যদি প্রকৃত বৈরাগ্যের উন্মেষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই সর্ব্বান্তর্য্যামি তোমার মনোগত ভাব অবগত হইয়া নিশ্চয়ই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। ঘরে বসিয়াই তুমি পূর্ণকাম হইবে। গুরুর জন্য স্থানান্তরে যাইতে হইবে না। তিনি স্বয়ংই গুরু-ব্যপদেশে তোমায় দেখা দিবেন, ইহাই ধ্রুবসত্য। ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। বহু বহু জন্মের সঞ্চিত সুকৃতিবশাৎ সাধনসম্পন্ন শিষ্য এবম্বিধ অপৃথকদর্শী, অনতিবাদী গুরুর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। শিষ্য এবম্বিধ গুরু প্রাপ্ত হইয়া তৎসমীপে সমুপস্থিত হইলে, গুরু কি করিবেন তাই শ্রুতি বলিতেছেন—

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম।

(মুণ্ডকোপনিষদ-১।২।১৩)

দর্পাদি দোষ রহিত শমাদি গুণ সম্পন্ন তদেকনিষ্ঠ-শিষ্য উপস্থিত হইলে সেই শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ অপৃথকদর্শী গুরু তাঁহাকে যদ্বারা সেই সত্য অক্ষর পুরুষকে পূর্ণভাবে অবগত হওয়া যায় সেই ব্রহ্মবিদ্যার যথাবৎ উপদেশ করিবেন। বলা বাহুল্য যে এবম্বিধ গুণ সম্পন্ন শিষ্যতেই যথাবৎ ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিফলন হয়, অন্যে হয় না। আর এবম্বিধ শিষ্যের সুকৃতি-বশাৎ এইরূপ ব্রহ্মবিদ গুরুর সাক্ষাৎকার লাভ হয়, অন্যের হয় না। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।

( শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্—৬।২৩ )

অতএব প্রেষ্ঠতাত উঠ, জাগ্রৎ হও, আর কালবিলম্ব করিও না। কালের করাল ব্যাদিতকবল গ্রস্তহইয়া রহিয়াছ তাহা দেখিতেছ না! কেবল পেষণের অপেক্ষা। তত্ত্বজ্ঞানী গুরু প্রাপ্ত হইয়া তত্ত্বদর্শন দ্বারা কৃতকৃতার্থ হও। জাগ্রৎ অজ্ঞাননিদ্রা নাশ কর। পেষণের হস্ত হইতে অব্যা-হতি লাভ কর। জন্ম সফল কর। ইহাই পরম পুরুষার্থ। ইহাই পরম পুরুষার্থ। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ।

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যানাং শ্রীআত্মানন্দ স্বরস্বতী স্বামিনাং শিষ্য শ্রীযোগানন্দ স্বরস্বতী বিরচিত তত্ত্বদর্শন গ্রন্থঃ পূর্ত্তিমগাৎ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

---